

## অধ্যায়-৫: সমাজকর্মের সাথে জ্ঞানের বিভিন্ন শাখা এবং পেশার সম্পর্ক

**প্রশ্ন ১** রিফাত উচ্চ শিক্ষা শেষে এখন গবেষণায় মন দিতে চায়। সে তার গবেষণায় ক্ষুদ্র জাতিগোষ্ঠীর জীবনযাপনের সমস্যাগুলো তুলে ধরতে চায়। তাই তাকে ঐ জাতিগোষ্ঠীর উৎপত্তি, সামাজিক ও সাংস্কৃতিক ক্রমবিকাশ সম্পর্কে যেমন জ্ঞানার্জন করতে হচ্ছে তেমনি তাদের জন্মহার, মৃত্যুহার, স্থানান্তর, জনসংখ্যা কাঠামো ও বন্টন সম্পর্কিত তথ্যও সংগ্রহ করতে হচ্ছে।

(ঢা, দি, সি, য. বোর্ড-২০১৮। প্রশ্ন নং ৬/)

- ক. জ্ঞান-বিজ্ঞানের ধারা কয়টি? ১
- খ. মনোবিজ্ঞানকে কেন সামাজিক বিজ্ঞান বলা হয়? ২
- গ. উদ্দীপকে রিফাতের গবেষণার সাথে জড়িত বিষয়টি সম্পর্কে ধারণা দাও। ৩
- ঘ. উদ্দীপকে জন্ম-মৃত্যুহার সম্পর্কিত যে বিষয়টির ইঙ্গিত রয়েছে একজন সমাজকর্মীর জন্য তার আবশ্যিকতা মূল্যায়ন করো। ৪

### ১ নং প্রশ্নের উত্তর

**ক.** জ্ঞান-বিজ্ঞানের ধারা দুইটি।

**খ.** মনোবিজ্ঞান সামাজিক বিজ্ঞানের একটি অন্যতম শাখা হিসেবে বিবেচিত।

মনোবিজ্ঞান সমাজের মানুষ বা প্রাণীর সামগ্রিক আচার-আচরণ সম্পর্কে বিজ্ঞানভিত্তিক অধ্যয়ন করে। যার মধ্যে মনস্তাত্ত্বিক বিষয়াবলি, আচরণ, শিক্ষণ, সামাজিকীকরণ, অভিজ্ঞতা, প্রেষণা, উপযোজন প্রভৃতি উল্লেখযোগ্য। এছাড়া সমাজে বসবাসরত ব্যক্তি, দল, সমষ্টি, সামাজিক পরিবেশ, রীতিনীতি, আদর্শ মূল্যবোধ প্রভৃতি নিয়েও মনোবিজ্ঞান আলোচনা করে। আর এ সকল বিষয় সামাজিক বিজ্ঞানের অন্তর্ভুক্ত। এ কারণেই মনোবিজ্ঞানকে সামাজিক বিজ্ঞান বলা হয়।

**গ.** উদ্দীপকে রিফাতের গবেষণার সাথে জড়িত বিষয়টি হচ্ছে নৃ-বিজ্ঞান। নৃ-বিজ্ঞান সামাজিক বিজ্ঞানের একটি অন্যতম শাখা। এর প্রধান আলোচ্য বিষয় হচ্ছে মানুষ। মানুষের উৎপত্তি, দৈহিক গঠন, সংস্কৃতি, পরিবার, রাষ্ট্র, ধর্ম প্রভৃতির পাশাপাশি বিভিন্ন প্রথা ও প্রতিষ্ঠানের উৎপত্তি এবং ক্রমবিকাশ নিয়ে নৃ-বিজ্ঞান আলোচনা করে।

বিষয়বস্তুর ব্যাপকতার কারণে নৃ-বিজ্ঞানকে দৈহিক এবং সাংস্কৃতিক নৃ-বিজ্ঞান এই দু'ভাগে ভাগ করা হয়। দৈহিক নৃ-বিজ্ঞান মানুষের উৎপত্তি, বিকাশ ও দৈহিক গঠনপ্রণালী নিয়ে আলোচনা করে। পৃথিবীর বিভিন্ন মানবগোষ্ঠীর বর্ণ পরিচয় এবং তাদের ওপর পরিবেশের প্রভাব নিয়ে দৈহিক নৃ-বিজ্ঞান পরীক্ষা-নিরীক্ষা চালায়। আর সাংস্কৃতিক নৃ-বিজ্ঞানে মানুষের অর্জিত ব্যবহার নিয়ে গবেষণা করা হয়। আদিম মানুষের সামাজিক, রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক, ধর্মীয় ও সাংস্কৃতিক বিষয় সাংস্কৃতিক নৃ-বিজ্ঞানের গবেষণার বিষয়।

উদ্দীপকে রিফাত তার গবেষণায় ক্ষুদ্র জাতিগোষ্ঠীর জীবনযাপনের সমস্যাগুলো তুলে ধরতে চায়। এজন্য তাকে ঐ জাতিগোষ্ঠীর উৎপত্তি, সামাজিক ও সাংস্কৃতিক ক্রমবিকাশ সম্পর্কে জ্ঞানার্জন করতে হচ্ছে। উদ্দীপকের রিফাতের গবেষণার সাথে জড়িত বিষয়টি নৃ-বিজ্ঞানকেই নির্দেশ করে।

**ঘ.** একজন সমাজকর্মীর জন্য উদ্দীপকে ইঙ্গিতকৃত জন্ম ও মৃত্যুহার সম্পর্কিত বিষয় তথা জনবিজ্ঞানের জ্ঞানের আবশ্যিকতা রয়েছে বলে আমি মনে করি।

জনবিজ্ঞান জনসংখ্যা এবং এর সাথে সংশ্লিষ্ট বিভিন্ন বিষয় নিয়ে আলোচনা ও গবেষণা করে। এ বিজ্ঞানের মূল প্রতিপাদ্য বিষয় হলো জন্ম ও মৃত্যুহার, জনসংখ্যার স্থানান্তর, বিবাহ, জনসংখ্যার আকৃতি, গঠনকাঠামো, বন্টন, জনসংখ্যা সমস্যা সমাধান প্রভৃতি।

উদ্দীপকে রিফাতকে তার গবেষণার জন্য ক্ষুদ্র নৃ-গোষ্ঠীর জন্ম ও মৃত্যুহার, স্থানান্তর, জনসংখ্যার কাঠামো ও বন্টন সম্পর্কিত তথ্য সংগ্রহ করতে হচ্ছে। যা সমাজবিজ্ঞানের অন্যতম শাখা জনবিজ্ঞানকে নির্দেশ করেছে। জনবিজ্ঞানের জ্ঞান একজন সমাজকর্মীকে নানাভাবে সহায়তা করে। পেশাদার সমাজকর্মীদেরকে সমাজ এবং সমাজের মানুষের সামাজিক সমস্যা সমাধানে কাজ করতে হয়। সামাজিক সমস্যাগুলো পরস্পর সংশ্লিষ্ট। এক্ষেত্রে জনসংখ্যা বৃদ্ধি সমস্যা কীভাবে অন্য সমস্যা সৃষ্টিতে সহায়তা করে তা জনবিজ্ঞান পাঠ করে জানা যায়। বিশেষ করে পারিবারিক বিশৃঙ্খলা, দারিদ্র্য ও বেকারত্ব সৃষ্টিতে জনসংখ্যার ভূমিকা সম্পর্কে জনবিজ্ঞান আলোচনা করে। দেশের মোট জনসংখ্যা, নারী প্রতি প্রজনন ক্ষমতা, মৃত্যুহার, জন্মহার, প্রসূতি মৃত্যুহার, শিশু মৃত্যুহার প্রভৃতি জনসংখ্যা চলকের অস্বাভাবিকতার কারণ ও সমাধান ব্যবস্থা সম্পর্কে সমাজকর্মীরা জনবিজ্ঞান থেকেই জ্ঞান অর্জন করে। এছাড়া সমাজকর্মীদের শিশুকল্যাণ, যুবকল্যাণ, নারীকল্যাণ, প্রবীণকল্যাণ, সমষ্টি উন্নয়ন প্রভৃতি ক্ষেত্রে কাজ করতে বয়সকাঠামো, জনসংখ্যা বন্টন, লিঙ্গভেদ প্রভৃতি সম্পর্কে সুস্পষ্ট ধারণা প্রয়োজন। জনবিজ্ঞান থেকে সমাজকর্মীরা এ সব বিষয়ে ধারণা পায়।

পরিশেষে বলা যায়, জনসংখ্যা সম্পর্কিত সমস্যা মোকাবিলায় একজন সমাজকর্মীর জন্য উদ্দীপকে ইঙ্গিতকৃত বিষয় তথা জনবিজ্ঞানের জ্ঞান অর্জন করা অত্যন্ত প্রয়োজনীয়।

**প্রশ্ন ২** মিসেস শায়লা একজন কলেজ শিক্ষক। শিক্ষকতা তার পেশা হলেও নিজের অন্য ধরনের একটি শখ আছে। সময় সুযোগ পেলেই তিনি তার শখ পূরণে লেগে যান। তার শখ হচ্ছে আশেপাশের মানুষদের আচরণ পর্যবেক্ষণ করে সেসব আচরণের পেছনে যেসব চালনা শক্তি রয়েছে সেগুলো উদঘাটন করা।

(চ, ব, জা, ক. বোর্ড-১৮। প্রশ্ন নং ৭/)

- ক. 'Positive Philosophy' গ্রন্থের লেখক কে? ১
- খ. সামাজিক বিজ্ঞান বলতে কী বোঝায়? ২
- গ. উদ্দীপকের মিসেস শায়লার শখ সামাজিক বিজ্ঞানের যে শাখাকে কেন্দ্র করে আবর্তিত হচ্ছে তা ব্যাখ্যা করো। ৩
- ঘ. সমাজের বৃহত্তর কল্যাণে একজন সমাজকর্মীর জন্য উদ্দীপকে ইঙ্গিতকৃত সামাজিক বিজ্ঞানের শাখাটির জ্ঞান অর্জন করা জরুরি— উক্তিটির যথার্থতা নিরূপণ করো। ৪

### ২নং প্রশ্নের উত্তর

**ক.** 'Positive Philosophy' গ্রন্থের লেখক হলেন অগাস্ট কোঁৎ।

**খ.** সমাজে বসবাসরত মানুষকে নিয়ে যে বিজ্ঞান অনুশীলন ও পরীক্ষা-নিরীক্ষা চালায় তাকে সামাজিক বিজ্ঞান বলে।

সামাজিক বিজ্ঞানকে মূলত সমাজের বৈজ্ঞানিক পাঠ বলা হয়। কেননা সমাজ এবং সমাজের মানুষের বিজ্ঞানভিত্তিক পর্যবেক্ষণ ও বিশ্লেষণ প্রচেষ্টা থেকে সামাজিক বিজ্ঞানের বিভিন্ন শাখার উদ্ভব। প্রতিটি সামাজিক বিজ্ঞান সমাজ এবং সামাজিক সম্পর্কের বিশেষ দিক নিজস্ব দৃষ্টিভঙ্গি ও পদ্ধতিতে বিশ্লেষণ করে। সামাজিক বিজ্ঞান সমাজ সম্পর্কিত আলোচনার প্রধান শাস্ত্র।

**গ.** উদ্দীপকের মিসেস শায়লার শখ সমাজবিজ্ঞানের অন্যতম শাখা মনোবিজ্ঞানকে কেন্দ্র করে আবর্তিত হচ্ছে।

সমাজবিজ্ঞানের অন্যতম শাখা হলো মনোবিজ্ঞান। এ শাস্ত্র মানুষ ও প্রাণীর আচরণ নিয়ে আলোচনা করে। বাহ্যিক আচরণ বিশ্লেষণের মাধ্যমে মনোজগত সম্পর্কে মনোবিজ্ঞান তথ্য সংগ্রহ করে। মানুষ বিশেষ পরিস্থিতিতে কেন বিশেষ আচরণ করে মনোবিজ্ঞান এ প্রশ্নের



উত্তর অনুসন্ধান করে। বাহ্যিক আচরণের পেছনে যে চালনা শক্তি বা অভ্যন্তরীণ প্রক্রিয়া রয়েছে তা আবিষ্কার করা এর মূল লক্ষ্য। বাহ্যিক আচার-আচরণের পেছনে প্রভাব বিস্তারকারী অভ্যন্তরীণ প্রক্রিয়াগুলো হলো— প্রত্যক্ষণ, শ্রেষণা, শিক্ষণ, আবেগ, চিন্তন, অনুভূতি, বৃদ্ধি, ব্যক্তিত্ব ইত্যাদি। এগুলো মনোবিজ্ঞানের বিষয়বস্তুর পরিধিভুক্ত। এছাড়া সমাজস্থ ব্যক্তি, দল, সমষ্টি, সামাজিক পরিবেশ, রীতিনীতি, আদর্শ, মূল্যবোধ নিয়েও মনোবিজ্ঞান আলোচনা করে।

উদ্দীপকের শিক্ষক শায়লার শখ হচ্ছে মানুষের আচরণ পর্যবেক্ষণ এবং মানুষের আচরণের পেছনে যেসব চালনা শক্তি রয়েছে তিনি সেগুলো উদ্ঘাটনের চেষ্টা করেন। তার এ শব্দের বিষয়টি মনোবিজ্ঞানকে নির্দেশ করে। কেননা মনোবিজ্ঞান মানুষ ও প্রাণীর আচরণ পর্যবেক্ষণ এবং এর পেছনে দায়ী কারণ অনুসন্ধান করে। উদ্দীপকের শায়লার শখ মনোবিজ্ঞানকে নির্দেশ করে।

**গ** সমাজের বৃহত্তর কল্যাণে একজন সমাজকর্মীর জন্য উদ্দীপকে ইজিতকৃত সামাজিক বিজ্ঞানের শাখা তথা মনোবিজ্ঞানের জ্ঞান অর্জন করা জরুরি— উক্তিটি যথার্থ।

সমাজকর্মীরা ব্যক্তিগত, দলীয়, সমষ্টিগত ও বিভিন্ন আর্থ-মনো-সামাজিক সমস্যা সমাধানে সহায়তার মাধ্যমে সামাজিক কল্যাণ সাধন করে। এক্ষেত্রে মনোবিজ্ঞানের বিভিন্ন পরীক্ষালব্ধ জ্ঞান সমাজকর্মীদের কল্যাণমূলক পরিকল্পনা প্রণয়ন ও বাস্তবায়নে সহায়তা করে।

সমস্যা সমাধান প্রক্রিয়ায় সমাজকর্মীকে নিজের আবেগ নিয়ন্ত্রণে রাখতে হয়। মনোবিজ্ঞানের জ্ঞান থেকে সমাজকর্মীরা তাদের আবেগ, অনুভূতি ও আচরণ সম্বন্ধে জানতে পারে। আবার অনুশীলনের মাধ্যমে তারা সমস্যাগ্রস্ত ব্যক্তির আচরণের শর্তাবলি সম্বন্ধেও জানতে পারে। ফলে সমাজকর্মী নিজের আবেগ, অনুভূতি ও আচরণকে সঠিকভাবে পরিচালিত করতে পারে। মানব আচরণের বিভিন্ন দিককে কেন্দ্র করে মনোবিজ্ঞানের পৃথক শাখা গড়ে উঠেছে। যেমন— চিকিৎসা, শিশু, স্বাভাবিক, শিল্প ও শিক্ষা মনোবিজ্ঞান প্রভৃতি। সমাজকর্মের বিভিন্ন প্রয়োগক্ষেত্রে এসব শাখার জ্ঞান বিশেষভাবে প্রয়োগ করা হয়। সমাজকর্মের প্রধান লক্ষ্য ব্যক্তি, দল, পরিবার ও সমাজের বিভিন্ন সমস্যা মোকাবিলা করা। এজন্য সমাজকর্মীদের সমস্যার কারণ, উৎস, প্রভাব, উপাদান ইত্যাদি উদ্ঘাটন করতে হয়। আর এগুলো অনুসন্ধান করতে গিয়ে জানা যায় অধিকাংশ সমস্যার মূলে রয়েছে মনস্তাত্ত্বিক উপাদানের শক্তিশালী প্রভাব। এক্ষেত্রে মনোবিজ্ঞানের জ্ঞান সমাজকর্মীকে বিশেষভাবে সহায়তা করে।

উদ্দীপকে শিক্ষক শায়লার শখ হলো মানুষের আচরণ পর্যবেক্ষণ করা যা মনোবিজ্ঞানকে নির্দেশ করেছে। সমাজের বিভিন্ন আর্থ-মনো-সামাজিক সমস্যা সমাধান করার মাধ্যমে সমাজের কল্যাণ সাধনের জন্য সমাজকর্ম পদ্ধতিগুলোর সৃষ্টি প্রয়োগ ও বাস্তবায়নে মনোবিজ্ঞানের জ্ঞান আবশ্যিক। পরিশেষে বলা যায়, একজন সমাজকর্মীর জন্য মনোবিজ্ঞানের জ্ঞান অর্জন অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ।

**প্রশ্ন ৩** নীলা ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে অনার্সে পড়ে। নীলা যে বিষয়ে অনার্স পড়ে তার জ্ঞান সম্পদ অর্জন, বিনিয়োগ, বন্টন ও সম্পদের সঠিক ব্যবহারে সহায়তা করবে।

টা. বো., দি. বো., কু. বো., চ. বো., ঘ. বো., সি. বো. '১৭। প্রশ্ন নং ৬। ঈশ্বরদী মহিলা কলেজ, পাবনা। প্রশ্ন নং ৫। গাং মণ্ডম কলেজ, রাজশাহী। প্রশ্ন নং ৬।

- ক. Anthropos শব্দের অর্থ কী? ১
- খ. কোন বিজ্ঞানকে আচরণের বিজ্ঞান বলা হয়? ব্যাখ্যা করো। ২
- গ. নীলার পঠিত বিষয়টি সামাজিক বিজ্ঞানের কোন শাখার সাথে সাদৃশ্যপূর্ণ? ব্যাখ্যা করো। ৩
- ঘ. সমাজকর্মীদের উক্ত বিষয়ে জ্ঞান থাকা দরকার— বিশ্লেষণ করো। ৪

৩নং প্রশ্নের উত্তর

**ক** 'Anthropos' শব্দের অর্থ 'মানুষ'।

**খ** মনোবিজ্ঞানকে মানুষের আচরণের বিজ্ঞান বলা হয়।

মনোবিজ্ঞান বলতে মন সম্পর্কিত বিজ্ঞানকে বোঝায়। মূলত যে বিজ্ঞান মানুষের বা প্রাণীর মন তথা আচার-আচরণ নিয়ে আলোচনা করে, তাকেই মনোবিজ্ঞান বলা হয়। মনস্তাত্ত্বিক বিষয়াবলি, আচরণ, শিক্ষা, সামাজিকীকরণ প্রভৃতি মনোবিজ্ঞানের আলোচনার বিষয়বস্তু। সমাজে মানুষ বা প্রাণীর সামগ্রিক আচার-আচরণ সংক্রান্ত বিভিন্ন বিষয়ের বিজ্ঞানভিত্তিক অধ্যয়নই মনোবিজ্ঞান।

**গ** উদ্দীপকে উল্লিখিত তথ্যানুসারে নীলার পঠিত বিষয়টি সামাজিক বিজ্ঞানের গুরুত্বপূর্ণ শাখা অর্থনীতির সাথে সাদৃশ্যপূর্ণ। সামাজিক সম্পর্কের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ দিক অর্থনৈতিক সম্পর্কে কেন্দ্র করে অর্থনীতির বিকাশ ঘটেছে। অর্থনীতি সামাজিক বিজ্ঞানের এমন একটি শাখা যাতে সম্পদ উৎপাদন, বন্টন, ভোগ, বিনিয়োগ প্রভৃতি সংক্রান্ত মানুষের কার্যাবলি আলোচনা করা হয়। উদ্দীপকে এ বিষয়গুলোই উল্লিখিত হয়েছে।

উদ্দীপকে নীলা ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে একটি বিষয়ে অনার্স করছে। উক্ত বিষয়ের জ্ঞান তাকে সম্পদ অর্জন, বিনিয়োগ, বন্টন ও সম্পদের সঠিক ব্যবহার নিশ্চিতকরণে সহায়তা করবে। এ থেকেই বোঝা যায়, সে অর্থনীতি বিষয়ে অনার্স পড়ছে। বিভিন্ন অর্থনীতিবিদের সংজ্ঞাসমূহ সাধারণীকরণ করে বলা যায়, ব্যক্তি ও সমাজ কীভাবে সীমিত সম্পদের সর্বোচ্চ ব্যবহারের মাধ্যমে অভাব পূরণ ও পছন্দমতো বন্টন করে তা নিয়ে আলোচনা করে, তাই হলো অর্থনীতি। এ সংজ্ঞার ভেতরেই উদ্দীপকে উল্লিখিত সম্পদ অর্জন, সম্পদের সঠিক ব্যবহার, বিনিয়োগ, বন্টন প্রভৃতি অন্তর্ভুক্ত রয়েছে। অর্থাৎ বিষয়টি সামাজিক বিজ্ঞানের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ শাখা অর্থনীতিকেই নির্দেশ করে।

**ঘ** সমাজকর্ম ও অর্থনীতির মধ্যকার পারস্পরিক সম্পর্কের আলোকে বলা যায়, সমাজকর্মীদের অর্থনীতি বিষয়ে জ্ঞান থাকা দরকার। অর্থনীতি ও সমাজকর্ম সামাজিক বিজ্ঞানের দুটি গুরুত্বপূর্ণ শাখা। উভয় শাখাতেই সমাজবন্দ্য মানুষের আচরণ ও কল্যাণ নিয়ে আলোচনা করা হয়। সমাজ বহির্ভূত মানুষের আচার-আচরণ সমাজকর্ম ও অর্থনীতির বিবেচ্য বিষয় নয়। মানুষের আর্থ-সামাজিক সম্পর্ক অবিচ্ছেদ্য বিধায় উভয় শাস্ত্রের মধ্যে ঘনিষ্ঠ যোগসূত্র গড়ে উঠেছে।

সমাজকর্ম ও অর্থনীতি উভয় শাস্ত্রের লক্ষ্য হলো সম্পদের সর্বোত্তম ব্যবহার নিশ্চিত করা। এ লক্ষ্যে সমাজকর্ম সীমিত সম্পদের সম্ভাব্যতার ওপর গুরুত্বারোপ করে, যাতে সমস্যার যথোপযুক্ত ও স্থায়ী সমাধান সম্ভব হয়। সুতরাং এক্ষেত্রে অর্থনীতির জ্ঞান সমাজকর্মীকে সহায়তা করে। একজন সমাজকর্মী সম্পদ ও অর্থনীতির জ্ঞান ব্যবহার করে ব্যক্তিকে তার নিজস্ব সম্পদ ব্যবহারের মাধ্যমে আত্মনির্ভরশীল করে গড়ে তুলতে পারে। এক্ষেত্রে সম্পদের বিকল্প ব্যবহারের মাধ্যমে স্বাবলম্বন অর্জনে গুরুত্বারোপ করা হয়। তাছাড়া একজন সমাজকর্মী অর্থনীতির জ্ঞান অর্জনের মাধ্যমে ব্যক্তির মৌলিক চাহিদাসমূহ পূরণে কার্যকরভাবে সমাজকর্মের জ্ঞান ও পদ্ধতির প্রয়োগ করতে সক্ষম হন।

উপরের আলোচনায় এ বিষয়টি সুস্পষ্ট যে, সমাজকর্ম ও অর্থনীতি পরস্পর পরিপূরক দুটি শাস্ত্র। তাই সমাজকর্মীদের জন্য অর্থনীতির জ্ঞান অর্জন করা আবশ্যিক।

**প্রশ্ন ৪** প্রতি বছর কোনো না কোনো প্রতিষ্ঠান সরকারি অথবা বেসরকারি প্রতিষ্ঠান আদমশুমারি করে। আদমশুমারির লক্ষ্য হলো দেশের জন্ম-মৃত্যু, নারী-পুরুষ, বয়স কাঠামো, পরিবারের সন্তান সংখ্যা, আয়, ব্যয়, সঞ্চয়, কর্মক্ষম মানুষ ও লোকসংখ্যার হ্রাস বৃদ্ধিতে সামঞ্জস্য রক্ষা করে দেশের ও পরিবারের উন্নয়নে সহায়তা করা।

টা. বো., ঘ. বো. '১৭। প্রশ্ন নং ৫।

- ক. 'Psyche' শব্দের অর্থ কী? ১
- খ. সমাজবিজ্ঞানকে কেন সমাজের বিজ্ঞান বলা হয়? ২



গ. উদ্দীপকে উল্লিখিত কার্যক্রম কোন সামাজিক বিজ্ঞানের অন্তর্ভুক্ত?  
ব্যাখ্যা করো। ৩

ঘ. উদ্দীপকে উল্লিখিত বিষয়সমূহ জনসংখ্যা নীতি গ্রহণে কীভাবে  
প্রভাব ফেলে? মতামত দাও। ৪

#### ৪ নং প্রশ্নের উত্তর

ক. 'Psyche' শব্দের অর্থ 'আত্মা'।

খ. সমাজবিজ্ঞানের মাধ্যমে সমাজের বিজ্ঞানভিত্তিক বিশ্লেষণ ও অধ্যয়ন  
করা হয় বলে এটিকে সমাজের বিজ্ঞান বলা হয়।

সমাজবিজ্ঞান মানুষের সামাজিক কর্মকাণ্ডের বিজ্ঞান। এই শাস্ত্রের প্রধান  
প্রতিপাদ্য বিষয় হলো সমাজ। সমাজের বিকাশ, সমাজ কাঠামো,  
সামাজিক কার্যাবলি, স্তরবিন্যাস, প্রতিষ্ঠান-অনুষ্ঠান, সামাজিক সম্পর্ক ও  
আচরণ, সামাজিক আন্তঃক্রিয়া, মিথস্ক্রিয়া, সামাজিক পরিবর্তন প্রভৃতি  
সমাজবিজ্ঞানের আলোচ্য বিষয়। এককথায় বলা যায়, সমাজবিজ্ঞান  
সমাজের বিজ্ঞানভিত্তিক অধ্যয়ন।

গ. উদ্দীপকে উল্লিখিত আদমশুমারী কার্যক্রম সামাজিক বিজ্ঞানের  
অন্যতম প্রায়োগিক শাখা জনবিজ্ঞানের অন্তর্ভুক্ত।

শব্দগতভাবে জনবিজ্ঞানের অর্থ হলো জনসংখ্যার বিবরণ বা লিখন।  
অর্থাৎ জনবিজ্ঞান হলো জনসংখ্যা সম্পর্কিত বিজ্ঞান। সামাজিক  
বিজ্ঞানের এ শাখায় জনসংখ্যা এবং এ সংশ্লিষ্ট বিভিন্ন বিষয় নিয়ে  
আলোচনা ও গবেষণা করা হয়। এ বিজ্ঞানের মূল প্রতিপাদ্য বিষয় হলো  
জন্মহার, মৃত্যুহার, জনসংখ্যার বন্টন ও স্থানান্তর, জনসংখ্যা সমস্যা  
সমাধান প্রভৃতি।

উদ্দীপকে উল্লিখিত আলোচনায় আদমশুমারী সম্পর্কে বলা হয়েছে।  
একটি দেশের জনসংখ্যার সামগ্রিক অবস্থা, জন্ম-মৃত্যুহার, নারী-  
পুরুষের সংখ্যা, আয়-ব্যয় ও সঞ্চয়ের অবস্থা, পরিবারের সন্তান সংখ্যা,  
লোকসংখ্যার হ্রাস-বৃদ্ধি প্রভৃতি তথ্য আদমশুমারী থেকে জানা যায়।  
পরবর্তীতে এই তথ্য সামগ্রিক জনসংখ্যা পরিস্থিতি উন্নয়নে নানা কাজে  
ব্যবহার করা যায়। আর জনসংখ্যা সম্পর্কিত উপর্যুক্ত সকল বিষয়ই  
সামাজিক বিজ্ঞানের এ শাখায় আলোচিত হয়ে থাকে। এক্ষেত্রে  
জনবিজ্ঞান একটি বিশেষায়িত শাখা। আদমশুমারীর মাধ্যমে সংগৃহীত  
তথ্য-উপাত্ত বিশ্লেষণ করার মাধ্যমে জনবিজ্ঞান জনসংখ্যা সংশ্লিষ্ট নানা  
তত্ত্ব, সমস্যা নিয়ে কাজ করে এবং সমাধানের পথ নির্দেশ করে।

ঘ. উদ্দীপকে উল্লিখিত বিষয়সমূহের আলোকে দেশের জনসংখ্যা  
পরিস্থিতি বিচার-বিশ্লেষণ করে জনসংখ্যা নীতির নানা দিক নির্ধারণ  
করা হয়।

একটি দেশের জনসংখ্যা নীতিতে ঐ দেশের জনসংখ্যার সাথে সংশ্লিষ্ট  
সকল বিষয় সম্পর্কে আলোকপাত করা হয়। এজন্য জনসংখ্যা নীতি  
প্রণয়নের পূর্বে দেশের জনসংখ্যা সংশ্লিষ্ট সকল তথ্য-উপাত্ত সংগ্রহ ও  
বিচার-বিশ্লেষণ করা প্রয়োজন। আর জনবিজ্ঞান আদমশুমারী কার্যক্রম  
পরিচালনার মাধ্যমে এ কাজটিই করে থাকে।

আদমশুমারীর মাধ্যমে একটি দেশের মোট জনসংখ্যা, নারী-পুরুষের  
সংখ্যা, কর্মক্ষম ও নির্ভরশীল মানুষের সংখ্যা প্রভৃতি সম্পর্কে জানা যায়।  
এর ফলে দেশটির জনসংখ্যা সমস্যা না সম্পদ তা বিচার-বিশ্লেষণ করা  
সম্ভব হয়। আবার জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার কত, শিশু জন্মহার ও মৃত্যুহার  
কত, শিক্ষার অবস্থা কেমন, আয়-ব্যয় ও সঞ্চয়ের প্রকৃতি কেমন প্রভৃতি  
বিষয়ও আদমশুমারী হতে জানা যায়। এর ফলে ভবিষ্যতে জনসংখ্যা  
নিয়ন্ত্রণ এবং এর সাথে সংশ্লিষ্ট নানা সমস্যা সম্পর্কে করণীয় নির্ধারণ  
করা সহজ হয়। এ সকল তথ্যের ভিত্তিতেই ভবিষ্যৎ লক্ষ্য, কর্মপন্থা ও  
পরিকল্পনা তৈরি করা হয়। আর এ বিষয়গুলোই জনসংখ্যা নীতির নানা  
ধারায় সন্নিবেশিত হয়। প্রকৃতপক্ষে উক্ত তথ্যসমূহ ব্যতীত জনসংখ্যা  
নীতি প্রণয়ন এক প্রকার অসম্ভব।

উপরের আলোচনা থেকে বলা যায়, জনসংখ্যা নীতি গ্রহণে জনসংখ্যা  
সংশ্লিষ্ট নানা তথ্য-উপাত্তের ভূমিকা অনস্বীকার্য।

প্রশ্ন ৫ ঐশী ২০১৪ সালে নতুন ভোটার হয়েছে। এখন সে আগামী  
নির্বাচনে ভোটাধিকার প্রয়োগে নিজেকে উপযুক্ত বলে মনে করছে।  
জাতীয় পরিচয়পত্র ব্যবহার করতে গর্ববোধ করে এবং দায়িত্ব-কর্তব্য  
পালনে অনেক বেশি সচেতনও হয়েছে। ইয়ুথ হাংগার প্রজেক্ট নামে  
একটি এনজিও যুব ছায়া সংসদ গঠন করেছিল। সেই সংসদের খাদ্য ও  
কর্মসংস্থান মন্ত্রী হিসেবে ঐশীর দেওয়া বক্তব্যে ফুটে উঠেছে, প্রতিটি  
মানুষের খাদ্য ও কর্মের অধিকার, সুশাসন, জবাবদিহিতা ও স্বচ্ছতামূলক  
শাসন ব্যবস্থার। [রা. বো., ব. বো. '১৭ / প্রশ্ন নং ৮; খানজাহান আলী আদর্শ  
মহাবিদ্যালয়, ঢাকনা / প্রশ্ন নং ৫]

ক. কে প্রথম 'Sociology' শব্দটি ব্যবহার করেন? ১

খ. একজন সমাজকর্মীর সমস্যা সমাধানের জন্যে কেন নৃ-  
বিজ্ঞানের জ্ঞান প্রয়োজন হয়? ২

গ. উদ্দীপকে উল্লিখিত বিষয় কোন সামাজিক বিজ্ঞানের অন্তর্ভুক্ত?  
ব্যাখ্যা করো। ৩

ঘ. ঐশীর সংসদে দেওয়া বক্তব্যের মধ্যেই কি বিষয়টির কার্যক্রম  
সীমাবদ্ধ? যুক্তি দাও। ৪

#### ৫ নং প্রশ্নের উত্তর

ক. সমাজবিজ্ঞানী অগাস্ট কোং প্রথম 'Sociology' শব্দটি ব্যবহার  
করেন।

খ. মানুষকে কেন্দ্র করেই বিভিন্ন সমস্যার উদ্ভব হয় বলে একজন  
সমাজকর্মীর সমস্যা সমাধানে নৃ-বিজ্ঞানের জ্ঞান প্রয়োজন হয়।

সমাজকর্ম মানুষের সামাজিক, মানসিক ও অস্বাভাবিক আচার-আচরণ  
সম্পর্কিত বহুমুখী সমস্যা সমাধানে ভূমিকা রাখে। এজন্য সমাজকর্মে  
ব্যক্তির দৈহিক গঠন, আকৃতি, প্রকৃতি প্রভৃতি সম্পর্কে জ্ঞান অর্জন  
অত্যাবশ্যকীয়। জৈবিকভাবে এই বিষয়গুলো সমস্যা সৃষ্টির পেছনে  
ক্রিয়াশীল থাকে। সমাজকর্ম বিভিন্ন সমস্যা সমাধানে দৈহিক নৃ-বিজ্ঞানের  
এই জ্ঞান প্রয়োগ করে। তাছাড়া সাংস্কৃতিক নৃ-বিজ্ঞানের জ্ঞান  
সমাজকর্মীকে ব্যক্তির মূল্যবোধের অভাব সংশ্লিষ্ট সমস্যা সমাধানে  
সহায়তা করে।

গ. উদ্দীপকে উল্লিখিত বিষয় সামাজিক বিজ্ঞানের অন্যতম শাখা  
পৌরনীতি ও সুশাসনের অন্তর্ভুক্ত।

পৌরনীতি এমন একটি বিষয় যা কোনো রাষ্ট্রের নাগরিক বা সমাজের  
সদস্য হিসেবে কারও অধিকার ও দায়িত্বের নানা দিক নিয়ে আলোচনা  
করে। অন্যদিকে, সুশাসন বলতে জবাবদিহিতা ও স্বচ্ছতামূলক  
শাসনব্যবস্থাকে বোঝায়। আর এ দুটি বিষয়ই উদ্দীপকের আলোচনায়  
উল্লিখিত হয়েছে।

প্রাপ্তবয়স্ক প্রত্যেক নাগরিকের জাতীয় নির্বাচনসহ অন্যান্য নির্বাচনে  
ভোট প্রয়োগের অধিকার রয়েছে। আবার সূচুভাবে ভোটাধিকার প্রয়োগ  
নাগরিকের কর্তব্যের মধ্যে পড়ে। ঐশীর ক্ষেত্রে এ দুটি বিষয়ের উল্লেখ  
বা ইঙ্গিত উদ্দীপকে পাওয়া যায়। আর এ বিষয়টি পৌরনীতিতে  
আলোচিত হয়। অন্যদিকে ইয়ুথ হাংগার প্রজেক্ট এনজিও কর্তৃক গঠিত  
ছায়া সংসদ ব্যবস্থাও পৌরনীতির আলোচ্য বিষয়। আর উদ্দীপকে যে  
জবাবদিহিতা ও স্বচ্ছতামূলক শাসনব্যবস্থার উল্লেখ করা হয়েছে তা  
কেবল সুশাসন প্রতিষ্ঠার মাধ্যমেই সম্ভব। প্রকৃতপক্ষে পৌরনীতি ও  
সুশাসন এমন একটি সামাজিক বিজ্ঞান যা রাষ্ট্রের নাগরিকদের আচার-  
আচরণ, কার্যাবলি, অধিকার-কর্তব্য এবং স্বচ্ছ প্রশাসন ব্যবস্থাকে  
নির্দেশ করে। উদ্দীপকে এ বিষয়গুলো অর্থাৎ পৌরনীতি ও সুশাসনের  
কথাই বলা হয়েছে।

ঘ. সংসদে দেওয়া উদ্দীপকের ঐশীর বক্তব্যের মধ্য দিয়ে পৌরনীতি ও  
সুশাসন বিষয়টির সামগ্রিক কার্যক্রম ফুটে ওঠেনি।

পৌরনীতি ও সুশাসন সামাজিক বিজ্ঞানের একটি সমৃদ্ধ শাখা। এর  
বিষয়বস্তু বা পরিধি অনেক বিস্তৃত। ঐশীর বক্তব্যে উল্লিখিত প্রতিটি  
মানুষের খাদ্য ও কর্মের অধিকার, সুশাসন, জবাবদিহিতা ও স্বচ্ছতামূলক



শাসনব্যবস্থা প্রভৃতি উঠে এসেছে, যা পৌরনীতি ও সুশাসনের সামগ্রিক কার্যক্রমের সামান্যই প্রতিফলিত করে। প্রকৃতপক্ষে এই শাখা আরও অনেক বিষয় নিয়ে কাজ করে।

পৌরনীতি ও সুশাসনের আলোচনার ক্ষেত্র হিসেবে পরিবার, সমাজ, পরিবেশ, ব্যক্তিত্ব, নেতৃত্ব, সম্পত্তি, মূল্যবোধ, নৈতিকতা, মানবাধিকার প্রভৃতি বিষয় উল্লেখযোগ্য। পৌরনীতি ও সুশাসনে রাষ্ট্র এবং নাগরিকের বিভিন্ন বিষয়াবলি এবং এর সাথে জড়িত নানাবিধ কার্যক্রম নিয়ে আলোচনা করা হয়, যার মূল লক্ষ্য হলো জনগণের সর্বাধিক কল্যাণ নিশ্চিত করা। পৌরনীতি ও সুশাসনের আরেকটি বৈশিষ্ট্য হলো— এটি রাষ্ট্রের অন্তর্ভুক্ত প্রতিটি নাগরিকের অধিকার নিশ্চিত করে, নাগরিকদেরকে কর্তব্য সম্পর্কে সচেতন করে এবং জনগণের সেবায়, রাষ্ট্রের ভূমিকা পালনের ক্ষেত্র সৃষ্টি করে। সর্বোপরি এই শাস্ত্রে নাগরিকের আচার-আচরণ ও কার্যাবলি, আর্থ-সামাজিক ও রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠান এবং প্রশাসনিক দায়িত্ব-কর্তব্য সম্পর্কে ধারাবাহিক আলোচনা উপস্থাপিত হয়, যা ঐশীর বস্তব্যে পুরোপুরি উপস্থিত নয়।

উপরের আলোচনা থেকে বলা যায়, ঐশীর বস্তব্যে পৌরনীতি ও সুশাসনের উল্লিখিত কার্যক্রমের সার্বিক চিত্র তুলে ধরে না।

প্রশ্ন ৬



[সকল বোর্ড '১৬' প্রশ্ন নং ৫]

- ক. সামাজিক বিজ্ঞানের ইংরেজি প্রতিশব্দ কী? ১
- খ. সুশাসন বলতে কী বোঝ? ২
- গ. উদ্দীপকের কাঠামো সমাজকর্মের পেশাগত জ্ঞানের কোন ধরনের প্রয়োগকে ইঙ্গিত করে? ব্যাখ্যা করো। ৩
- ঘ. 'বহুমুখী ও বিচিত্র ধরনের সমস্যার কার্যকর সমাধান উদ্দীপকের কাঠামোর জ্ঞান প্রয়োগের মাধ্যমে সম্ভব'— বিশ্লেষণ করো। ৪

#### ৬নং প্রশ্নের উত্তর

ক. সামাজিক বিজ্ঞানের ইংরেজি প্রতিশব্দ 'Social Science'।

খ. সুশাসন বলতে অংশীদারিত্বমূলক, স্বচ্ছতা, জবাবদিহিতা, আইনের শাসন, দক্ষতা, ন্যায়পরায়ণতা প্রভৃতি বৈশিষ্ট্যসম্পন্ন প্রশাসনকে বোঝায়।

সুশাসন একটি গতিশীল ও চলমান ধারণা। এটি শাসনব্যবস্থার রাজনৈতিক, সামাজিক, অর্থনৈতিক এবং আন্তর্জাতিক অবস্থার কথা বিবেচনা করে। মূলত বলিষ্ঠ ও ন্যায্যানুগ উন্নয়নকে পৃষ্ঠপোষকতা দেয়ার জন্য একটি সুষ্ঠু নীতিমালার মাধ্যমে অনুকূল পরিবেশ তৈরি করা এবং তা বজায় রাখাই হলো সুশাসন।

গ. উদ্দীপকের কাঠামো সমাজকর্মের পেশাগত জ্ঞানের সমন্বিত প্রয়োগকে ইঙ্গিত করে।

সমাজ সম্পর্কিত পূর্ণ ধারণা অর্জনের ক্ষেত্রে সমাজকর্মে বিভিন্ন সামাজিক বিজ্ঞান, যেমন— সমাজবিজ্ঞান, মনোবিজ্ঞান, পৌরনীতি, অর্থনীতি, নৃবিজ্ঞান, জনবিজ্ঞান প্রভৃতি শাখার জ্ঞানের প্রতি নির্ভরশীল হতে হয়। আর এগুলোর সমন্বিত প্রয়োগের মাধ্যমে সমাজকর্মের পেশাগত জ্ঞান ও তার ব্যবহার ফলপ্রসূ ও কার্যকর হয়ে ওঠে।

উদ্দীপকের কাঠামোতে প্রায়োগিক ক্ষেত্রে সামাজিক বিজ্ঞানের অন্যান্য শাখার সাথে সমাজকর্মের সম্পর্ক দেখানো হয়েছে। প্রকৃতপক্ষে সামাজিক বিজ্ঞানের অন্তর্গত বিষয় হিসেবে নৃ-বিজ্ঞান, সমাজবিজ্ঞান, মনোবিজ্ঞান, পৌরনীতি, জনবিজ্ঞান ও অন্যান্য বিষয়ের জ্ঞান বা তথ্য সমাজকর্মে বিশেষভাবে সংযোজিত হয়। মূলত সামাজিক বিজ্ঞানের অন্যান্য শাখাগুলো তাত্ত্বিক জ্ঞাননির্ভর। কিন্তু সমাজকর্ম সরাসরি অনুশীলনভিত্তিক একটি বিজ্ঞান। সমাজ ও মানুষের সার্বিক গতি-প্রকৃতি, আচার-আচরণ, মানুষের চাহিদা প্রভৃতি পূরণের লক্ষ্যে সমাজকর্ম বিভিন্ন সমস্যা সমাধান পদ্ধতি প্রয়োগ করে। এজন্য উদ্দীপক কাঠামোয় উল্লিখিত সামাজিক বিজ্ঞানের শাখাগুলোর সমন্বয় ঘটানো হয়। এ দিকটিই উদ্দীপকে নির্দেশিত হয়েছে।

ঘ. উদ্দীপকের কাঠামোতে সমাজকর্মের সাথে সম্পর্কিত শাখাগুলোর যে সমন্বিত প্রয়োগ নির্দেশ করা হয়েছে তা সমাজের বিচিত্র সমস্যা সমাধানে অত্যন্ত ফলপ্রসূ ভূমিকা রাখতে পারে।

একটি দেশে নানা ধরনের সামাজিক সমস্যা বিদ্যমান থাকে। প্রতিটি সমস্যার প্রকৃতি যেমন স্বতন্ত্র তেমনি সমাধান পদ্ধতিও ভিন্ন। আর এজন্য বহুমুখী সমস্যা সমাধানে সমাজকর্মের সমন্বিত প্রয়োগ কার্যকর ভূমিকা রাখে।

উদাহরণস্বরূপ বলা যায়, সমাজবিজ্ঞান ও নৃবিজ্ঞানের জ্ঞান সমাজকর্মকে বিশেষভাবে সাহায্য করে। এ দুটি শাখা সমাজের প্রচলিত রীতিনীতি, বিশ্বাস, আদর্শ, মূল্যবোধ প্রভৃতির আলোকে ব্যক্তিকে বিশ্লেষণ করে এবং তার সমস্যা সমাধানে প্রয়াসী হয়। আবার আধুনিক সমাজকর্মে সমস্যাগ্রস্ত ব্যক্তি, দল ও সমষ্টির সমস্যা সমাধানে মনোবিজ্ঞানের জ্ঞান ব্যাপকভাবে প্রয়োগ করা হয়। বিশেষ করে সমাজকর্মে চিকিৎসা মনোবিজ্ঞানের ভূমিকা বেশ গুরুত্বপূর্ণ। আবার বিভিন্ন সামাজিক সমস্যা, যেমন— বেকারত্ব, ডিঙ্কাবৃত্তি, দারিদ্র্য, হতাশা, নিরক্ষরতা, মাদকাসক্তি, পুষ্টিহীনতা প্রভৃতি প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে কোনো দেশের অর্থনীতির সাথে সম্পর্কিত। তাই এ সকল বহুমুখী সমস্যা সমাধানে সমাজকর্মের সাথে অর্থনীতির যোগসূত্র বিদ্যমান। অন্যদিকে পৌরনীতির জ্ঞান ব্যবহার করে একজন সমাজকর্মী সম্পদের সর্বোচ্চ সদ্ব্যবহারের মাধ্যমে জটিল সমস্যার সহজ সমাধান করে। এমনিভাবে জনবিজ্ঞানও সমাজকর্মের জ্ঞানভান্ডারকে সমৃদ্ধ করছে।

উপরের আলোচনা থেকে বলা যায়, বহুমুখী সমস্যার সমাধানে সমাজকর্ম ও সামাজিক বিজ্ঞানের অন্যান্য শাখার সমন্বয় ঘটানো জরুরি।

প্রশ্ন ৭. মুন্নার বয়স ১৪ বছর। সে সমবয়সীদের সাথে ক্লাসে পড়াশোনা চালিয়ে যেতে অক্ষম হওয়ায় এবং বাড়িতে অস্বাভাবিক আচরণ করায় তাকে তার বাবা একজন মানসিক ডাক্তার দেখান। ডাক্তার বলেছেন মুন্নার বয়সের তুলনায় বুদ্ধি কম। তাই তাকে বিশেষ শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে শিক্ষার ব্যবস্থা করতে হবে এবং চিকিৎসা করাতে হবে। মুন্নার বাবা তাকে একটি বিশেষ শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে ভর্তি করান। সেখানে একজন সমাজকর্মী মুন্নাকে স্বাভাবিক আচরণ করতে ও পড়াশোনা করতে সাহায্য করেন।

[সকল বোর্ড '১৬' প্রশ্ন নং ৬: কালকারি সরকারি কলেজ] প্রশ্ন নং ৫]

- ক. Anthropos শব্দের অর্থ কী? ১
- খ. সামাজিক বিজ্ঞান ধারণাটি বুঝিয়ে লেখো। ২
- গ. উদ্দীপকে মুন্নাকে স্বাভাবিক আচরণ করতে সাহায্য করার ক্ষেত্রে সমাজকর্মীকে কোন সামাজিক বিজ্ঞানের জ্ঞান সহায়তা দিতে পারে? ব্যাখ্যা করো। ৩
- ঘ. উদ্দীপকে মুন্নার মতো দেশের অন্যান্য মানসিক প্রতিবন্ধীদের সমস্যা সমাধানে কোন সামাজিক বিজ্ঞানের জ্ঞান কীভাবে প্রয়োগ করা যায়? বুঝিয়ে লেখো। ৪

#### ৭নং প্রশ্নের উত্তর

ক. গ্রিক শব্দ Anthropos অর্থ মানুষ।



খ. সমাজে বসবাসরত মানুষকে নিয়ে যে বিজ্ঞান অনুশীলন ও পরীক্ষা-নিরীক্ষা চালায় তাকে সামাজিক বিজ্ঞান বলা হয়।

সামাজিক বিজ্ঞানকে মূলত সমাজের বৈজ্ঞানিক পাঠ বলা হয়। কেননা সমাজ এবং সমাজের মানুষের বিজ্ঞানভিত্তিক পর্যবেক্ষণ ও বিশ্লেষণের প্রচেষ্টা থেকে সামাজিক বিজ্ঞানের বিভিন্ন শাখার উদ্ভব। প্রতিটি সামাজিক বিজ্ঞান সমাজ এবং সামাজিক সম্পর্কের বিশেষ দিক, নিজস্ব দৃষ্টিভঙ্গি ও পদ্ধতিতে বিশ্লেষণ করে। তাই বলা যায়, সামাজিক বিজ্ঞান সমাজ সম্পর্কিত আলোচনার শাস্ত্র।

গ. উদ্দীপকে মূন্নার স্বাভাবিক আচরণে সাহায্য করার ক্ষেত্রে সমাজকর্মী মনোবিজ্ঞানের সহায়তা নিতে পারেন।

মনোবিজ্ঞানের মূল আলোচ্য বিষয় হলো মানব আচরণ। তাই সমাজকর্মে মানব আচরণ সম্পর্কিত কোনো সমস্যার সমাধানে মনোবিজ্ঞানের কৌশল ও প্রক্রিয়া ব্যবহৃত হয়। তাছাড়া মনোবিজ্ঞানের বিভিন্ন তত্ত্ব যেমন— ব্যক্তিত্বের তত্ত্ব, শিক্ষণ তত্ত্ব, মনো-সমীক্ষণ তত্ত্ব, বুদ্ধি অধীক্ষণ প্রভৃতি সমাজকর্মের জ্ঞানের মৌলিক উৎস।

উদ্দীপকে ১৪ বছর বয়সী মূন্না একজন মানসিক প্রতিবন্ধী। বয়সের তুলনায় বুদ্ধি কম হওয়ায় তার আচরণ অন্যান্য শিশুর মতো স্বাভাবিক নয়। এজন্যই একজন সমাজকর্মী মূন্না কে স্বাভাবিক আচরণ ও পড়াশোনা করতে সক্ষম করে তোলার প্রয়াস চালাচ্ছেন। এক্ষেত্রে তাকে অবশ্যই মনোবিজ্ঞানের জ্ঞানের আলোকে মূন্নার আচরণ বিশ্লেষণ করতে হবে। কারণ মনোবিজ্ঞান শিশুদের এ ধরনের মানসিক প্রতিবন্ধিতার কারণ ও প্রতিকার নিয়ে কাজ করে থাকে। কেবল এ বিষয়েই মূন্নার মতো বিশেষ শিশুদের সঠিক পরিচর্যার ক্রিয়া-কৌশল সম্পর্কে আলোচনা করা হয়। মনোবিজ্ঞানের সহায়তায় তাই সহজেই মূন্নার সমস্যার প্রকৃতি বিশ্লেষণ করে সে অনুযায়ী ব্যবস্থা গ্রহণ করা সম্ভব। এভাবে উদ্দীপকে উল্লিখিত মূন্নার সমস্যা সমাধানে মনোবিজ্ঞানের জ্ঞান সমাজকর্মীকে সহায়তা করবে।

ঘ. উদ্দীপকে মূন্নার মতো মানসিক প্রতিবন্ধীদের সমস্যা সমাধানে সমাজকর্ম ও মনোবিজ্ঞানের সমন্বিত প্রয়োগ নিশ্চিত করতে হবে। সমাজকর্ম ও মনোবিজ্ঞানের সমন্বিত প্রয়োগ মানব প্রকৃতি ও আচরণ সম্পর্কিত সমস্যার সমাধানে অত্যন্ত কার্যকর ভূমিকা রাখে। এক্ষেত্রে ধাপে ধাপে সঠিক পদ্ধতি অবলম্বন করে সাহায্যাধীকে সহায়তা করা হয়। মূন্নার মতো মানসিক প্রতিবন্ধীদের ক্ষেত্রেও এ পদ্ধতি ফলপ্রসূ হবে।

মানসিক প্রতিবন্ধিতা শিশুদের স্বাভাবিক আচরণকে বাধাগ্রস্ত করে। এর ফলে শিশুরা সামাজিকভাবে অবহেলিত হয়। এ অবস্থা থেকে শিশুকে সুস্থ ও স্বাভাবিক জীবনে ফিরিয়ে আনতে হলে প্রথমেই তার সমস্যার ধরন নির্ণয় করতে হবে। এক্ষেত্রে মনোবিজ্ঞানের জ্ঞান সহায়ক হতে পারে। এরপর শিশুর জন্য কী ধরনের পরিচর্যা ও চিকিৎসা প্রয়োজন, সেটিও মনোবিজ্ঞানের সহায়তায় নির্ধারণ করতে হবে। একজন সমাজকর্মী এই ব্যবস্থাপত্র অনুসরণেই সমস্যাগ্রস্ত শিশুর মানসিক বিকাশে সহায়তা করবেন। এক্ষেত্রে তিনি প্রয়োজনীয় সকল সহায়তা প্রদান করে সমস্যা মোকাবিলায় ধীরে ধীরে তাকে সক্ষম করে তুলবেন। এভাবে সমাজকর্মী শিশুর সৃষ্টি মানসিক বিকাশে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখতে পারেন। মূন্নার মতো মানসিক প্রতিবন্ধিতার শিকার সকল শিশুর জন্য এ ধরনের সমন্বিত ব্যবস্থা নিশ্চিত করতে পারলে তারা সমাজে স্বাভাবিক জীবনযাপন করতে পারবে।

পরিশেষে বলা যায়, মানসিক প্রতিবন্ধী শিশুদের সমস্যা সমাধানে একজন সমাজকর্মীকে মনোবিজ্ঞানের জ্ঞান ও সমাজকর্মের পদ্ধতির প্রয়োগ ঘটাতে হবে।

প্রশ্ন ৮. সালমান ও রিয়াদ উচ্চ মাধ্যমিক শ্রেণির ছাত্র। সালমান ঐচ্ছিক বিষয় হিসেবে যে বিষয়টি পড়ছে তাতে সামাজিক সমস্যার কারণ উদ্ঘাটনের পাশাপাশি সামাজিক সমস্যার বিজ্ঞানসম্মত সমাধান ও পরিবর্তিত পরিস্থিতিতে কীভাবে খাপ খাওয়াতে হয় তার বিবরণ

আছে। অন্যদিকে রিয়াদের পাঠক্রমে মানুষের অভাব, প্রাপ্ত সম্পদ, সম্পদের বহুমুখী ব্যবহার, আর জাতীয় উন্নয়নের বিবরণ রয়েছে।

/আইডিয়াল স্কুল এন্ড কলেজ, মতিঝিল, ঢাকা। প্রশ্ন নং ৭/

ক. জনবিজ্ঞান কী?

১

খ. এক জন সমাজকর্মীর সমস্যা সমাধানের জন্য কেন নৃবিজ্ঞানির জ্ঞান প্রয়োজন হয়?

২

গ. সালমান ও রিয়াদের পাঠ্য বিষয় দুটি তুমি কীভাবে চিহ্নিত করবে? আলোচনা করো।

৩

ঘ. সামাজিক উন্নয়নের জন্য সালমান ও রিয়াদের পঠিত বিষয় দুটি কীভাবে পরস্পরকে সাহায্য করে? তা তোমার পাঠ্যপুস্তকের জ্ঞানের আলোকে ব্যাখ্যা করো।

৪

### ৮ নং প্রশ্নের উত্তর

ক. জনবিজ্ঞান হলো জনসংখ্যা বিষয়ক বিজ্ঞান, যা জনসংখ্যা ও এ সংক্রান্ত বিভিন্ন বিষয় নিয়ে আলোচনা ও গবেষণা করে।

খ. মানুষকে কেন্দ্র করেই বিভিন্ন সমস্যার উদ্ভব হয় বলে একজন সমাজকর্মীর সমস্যা সমাধানে নৃ-বিজ্ঞানের জ্ঞান প্রয়োজন হয়।

সমাজকর্ম মানুষের সামাজিক, মানসিক ও অস্বাভাবিক আচরণ-আচরণ সম্পর্কিত বহুমুখী সমস্যা সমাধানে ভূমিকা রাখে। এজন্য সমাজকর্মে ব্যক্তির দৈহিক গঠন, আকৃতি, প্রকৃতি প্রভৃতি সম্পর্কে জ্ঞান অর্জন অত্যাবশ্যকীয়। জৈবিকভাবে এই বিষয়গুলো সমস্যা সৃষ্টির পেছনে ক্রিয়াশীল থাকে। সমাজকর্ম বিভিন্ন সমস্যা সমাধানে দৈহিক নৃ-বিজ্ঞানের এই জ্ঞান প্রয়োগ করে। তাছাড়া সাংস্কৃতিক নৃ-বিজ্ঞানের জ্ঞান সমাজকর্মীকে ব্যক্তির মূল্যবোধের অভাব সংশ্লিষ্ট সমস্যা সমাধানে সহায়তা করে।

গ. উদ্দীপকে উল্লিখিত বৈশিষ্ট্যের আলোকে সালমান ও রিয়াদের পাঠ্যবিষয় দুটিকে চিহ্নিত করা যায়।

সালমান তার ঐচ্ছিক বিষয় হিসেবে যে বিষয় নিয়েছে সেটি সামাজিক সমস্যার কারণ উদ্ঘাটনের পাশাপাশি এর বিজ্ঞানসম্মত সমাধান ও পরিবর্তিত পরিস্থিতিতে খাপ খাইয়ে চলার কৌশল বর্ণনা করে। এ দিকগুলো বৈশিষ্ট্যগতভাবে সমাজকর্মকে নির্দেশ করে। আধুনিক যুগে সমাজকর্ম একটি বিজ্ঞানভিত্তিক পেশা হিসেবে বিভিন্ন সামাজিক সমস্যার আলোকে সেগুলোর বিজ্ঞানসম্মত সমাধান দেয়। এছাড়া পরিবর্তিত পরিস্থিতিতে খাপ খাইয়ে চলার কৌশলও বর্ণনা করে।

অন্যদিকে, রিয়াদের অধ্যয়নরত বিষয় মানুষের অভাব, প্রাপ্ত সম্পদ, সম্পদের বহুমুখী ব্যবহার, আয়-ব্যয়ের মধ্যে সামঞ্জস্য বিধানের মাধ্যমে ব্যক্তিগত ও জাতীয় উন্নয়নের বিবরণ নিয়ে আলোচনা করে। রিয়াদের পঠিত বিষয়টি তাই অর্থনীতিকে নির্দেশ করে। অর্থনীতি হলো সম্পদের উৎপাদন ও বন্টন সংক্রান্ত ব্যবহারিক বিজ্ঞান। এ শাস্ত্র সীমিত সম্পদের বিকল্প ব্যবহার নির্দেশ করার পাশাপাশি উৎপাদনের উপকরণগুলোর বিকল্প ব্যবহার যোগ্যতাও চিহ্নিত করে। মোট কথা, সম্পদের উৎপাদন, পরিবর্তন, ভোগ, বিনিময়, বন্টন, সংরক্ষণ সংক্রান্ত মানুষের কার্যাবলি আলোচনাই অর্থনীতির মূল বৈশিষ্ট্য। সুতরাং বলা যায়, সালমান সমাজকর্ম ও রিয়াদ অর্থনীতিকে ঐচ্ছিক পাঠ হিসেবে নিয়ে পড়াশোনা করছে।

ঘ. সমাজকর্ম ও অর্থনীতি বিষয় দুটি পরস্পরকে পরিপূরকভাবে সাহায্য করে।

পাঠ্যপুস্তকের জ্ঞানের আলোকে ব্যাখ্যা করতে গেলে দেখা যায়- সমাজকর্ম ও অর্থনীতি উভয়ের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য এক ও অভিন্ন। দুটি বিষয়ই চেষ্টা করে সম্পদের সর্বোত্তম ও সর্বাধিক ব্যবহার নিশ্চিত করে সীমিত সম্পদ ও অসীম চাহিদার মাঝে সামঞ্জস্য বিধান করতে। এছাড়া সমাজকর্ম ও অর্থনীতি উভয়েই সমাজের উন্নয়ন করতে চায় এক্ষেত্রে দুটি বিষয়ের মধ্যে পারস্পরিক নির্ভরশীলতা রয়েছে।

অর্থনৈতিক উন্নয়নের জন্য যেমন সামাজিক উন্নয়নের সহায়তা দরকার হয়, তেমনিভাবে সামাজিক উন্নয়নের জন্য অর্থনৈতিক উন্নয়নের সহযোগিতা



অপরিহার্য। আবার, সমাজকর্মের বহুমুখী জ্ঞানের অন্যতম উৎস হলো অর্থনীতি। অর্থনীতির মৌলিক জ্ঞান ব্যতীত সামাজিক সমস্যা সমাধানে মানুষকে সাহায্য করা যায় না। দারিদ্র্য, বেকারত্ব, ভিক্ষাবৃত্তি, অধিক জনসংখ্যা ইত্যাদি সমস্যাসমূহ অর্থনীতির সাথে সম্পৃক্ত। এ সমস্যাসমূহ প্রতিরোধে সমাজকর্ম কাজ করে। সমাজকর্ম পেশায় যেমন পেশাগত সুনির্দিষ্ট নীতিমালার প্রয়োজন, তেমনিভাবে যেকোনো অর্থনৈতিক পরিকল্পনা ও কর্মসূচি গ্রহণ করার ক্ষেত্রেও নির্দিষ্ট নীতি বিবেচনায় আনতে হয়। আর এসব নীতি নির্ধারণ ও কর্মসূচি বাস্তবায়নে সমাজকর্ম অর্থনীতিকে সাহায্য করতে পারে।

উপরের আলোচনা থেকে বলা যায়, সামাজিক উন্নয়নের জন্য সালমান ও রিয়াদের পঠিত বিষয় দুটি অর্থাৎ সমাজকর্ম ও অর্থনীতি একে অপরের সাথে ঘনিষ্ঠভাবে সম্পৃক্ত। দুটি বিষয়ই নীতি, কার্যক্রম পরিচালনা এবং উদ্দেশ্য ও লক্ষ্যের দিক থেকে পরস্পরকে সাহায্য করার মাধ্যমে সামাজিক উন্নয়নের গতিকে ত্বরান্বিত করে।

**প্রশ্ন ৯** তানজিন জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়ে এমন একটি বিষয় নিয়ে পড়াশোনা করছে যা মৌলিক বিজ্ঞানের অন্তর্ভুক্ত এবং মানুষ ও প্রাণীর আচরণ, আবেগ, প্রেষণা, ব্যক্তিত্ব ও বুদ্ধিজ্ঞান নিয়ে আলোচনা করে। কিন্তু তার বন্ধু যাকোব একই বিশ্ববিদ্যালয়ে সামাজিক বিজ্ঞানের অন্তর্ভুক্ত একটি ব্যবহারিক বিষয় নিয়ে পড়াশোনা করছে যা একই সাথে বিজ্ঞান, কলা ও পেশা হিসেবে পরিচিত।

[নিচের ডেম কলেজ, ঢাকা। প্রশ্ন নং ৭/]

- ক. অর্থনীতির সংজ্ঞা দাও। ১
- খ. নৃবিজ্ঞানের সংক্ষিপ্ত ধারণা দাও। ২
- গ. তানজিনের পঠিত বিষয়টির নাম উল্লেখপূর্বক আলোচনা কর। ৩
- ঘ. তানজিন ও যাকোবের পঠিত বিষয় দুটির মধ্যে বৈসাদৃশ্য নিবূপণ কর। ৪

#### ৯ নং প্রশ্নের উত্তর

**ক** সীমাহীন অভাব অনুভবকারী ব্যক্তি ও সমাজ কীভাবে সীমিত সম্পদের সর্বোচ্চ ব্যবহারের মাধ্যমে অভাব পূরণের জন্য পছন্দমতো বন্টন করে তা নিয়ে যে শাস্ত্র আলোচনা করে তাই অর্থনীতি।

**খ** নৃবিজ্ঞান বলতে মানুষের বিজ্ঞানকে বোঝায়।

নৃবিজ্ঞানের ইংরেজি প্রতিশব্দ হচ্ছে 'Anthropology'। যা গ্রিক শব্দ 'Anthropos' অর্থ 'মানুষ' এবং 'Logos' অর্থ 'বিজ্ঞান' থেকে উদ্ভূত। এ বিজ্ঞানের সাহায্যে মানুষের অতীতকাল থেকে বর্তমান সময় পর্যন্ত বিবর্তনের ধারাকে পর্যালোচনা করা হয়। সাধারণত মানুষের জন্ম পরিচয়, জন্ম ইতিহাস, সংস্কৃতি, পরিবার, রাষ্ট্র, ধর্ম প্রভৃতি প্রথা ও প্রতিষ্ঠানের উৎপত্তি ও ক্রমবিকাশ নিয়েই নৃবিজ্ঞান আলোচনা করে থাকে।

**গ** উদ্দীপকের তানজিনের পঠিত বিষয়টি সমাজবিজ্ঞানের অন্যতম শাখা মনোবিজ্ঞান।

সমাজবিজ্ঞানের অন্যতম শাখা হলো মনোবিজ্ঞান। এ শাস্ত্র মানুষ ও প্রাণীর আচরণ নিয়ে আলোচনা করে। বাহ্যিক আচরণ বিশ্লেষণের মাধ্যমে মনোজগত সম্পর্কে মনোবিজ্ঞান তথ্য সংগ্রহ করে। মানুষ বিশেষ পরিস্থিতিতে কেন বিশেষ আচরণ করে মনোবিজ্ঞান এ প্রশ্নের উত্তর অনুসন্ধান করে। বাহ্যিক আচরণের পেছনে যে চালনা শক্তি বা অভ্যন্তরীণ প্রক্রিয়া রয়েছে তা আবিষ্কার করা এর মূল লক্ষ্য। বাহ্যিক আচার-আচরণের পেছনে প্রভাব বিস্তারকারী অভ্যন্তরীণ প্রক্রিয়াগুলো হলো— প্রত্যক্ষণ, প্রেষণা, শিক্ষণ, আবেগ, চিন্তন, অনুভূতি, বুদ্ধি, ব্যক্তিত্ব ইত্যাদি। এগুলো মনোবিজ্ঞানের বিষয়বস্তুর পরিধিভুক্ত। এছাড়া সমাজস্থ ব্যক্তি, দল, সমষ্টি, সামাজিক পরিবেশ, রীতিনীতি, আদর্শ, মূল্যবোধ নিয়েও মনোবিজ্ঞান আলোচনা করে।

উদ্দীপকের তানজিন যে বিষয় নিয়ে পড়াশোনা করে তার বিষয়বস্তু হলো মানুষের আচরণ পর্যবেক্ষণ করা। এছাড়া মানুষের আচরণের পেছনে যেসব চালনা শক্তি রয়েছে তিনি সেগুলো উদ্ঘাটনের চেষ্টা করেন। তার এ শব্দের বিষয়টি মনোবিজ্ঞানকে নির্দেশ করে। কেননা মনোবিজ্ঞানও মানুষ ও প্রাণীর আচরণ পর্যবেক্ষণ এবং এর পেছনে দায়ী কারণ অনুসন্ধান করে। তাই বলা যায়, তানজিনের পঠিত বিষয় হলো সমাজবিজ্ঞানের অন্যতম শাখা মনোবিজ্ঞান।

**ঘ** উদ্দীপকের তানজিন ও যাকোবের পঠিত বিষয় দুটি যথাক্রমে মনোবিজ্ঞান ও সমাজকর্ম। এদের মধ্যে যেমন ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক বিদ্যমান, তেমনি মৌলিক বৈসাদৃশ্যও বিদ্যমান।

সমাজকর্ম হলো মানুষের সন্তোষজনক জীবন-যাপন ও সামাজিক সম্পর্ক লাভের জন্য সুসংগঠিত সাহায্যকারী পেশা। আর, মনোবিজ্ঞানের মূল আলোচ্য বিষয় মানব আচরণ। এটি সমাজে মানুষ বা প্রাণীর সামগ্রিক আচার-আচরণ সংক্রান্ত বিভিন্ন বিষয়ের বিজ্ঞানভিত্তিক অধ্যয়ন।

উদ্দীপকে নির্দেশিত তানজিনের পঠিত বিষয় মনোবিজ্ঞান মানুষ ও প্রাণীর আচরণ, আবেগ, প্রেষণা, ব্যক্তিত্ব ও বুদ্ধিজ্ঞান নিয়ে আলোচনা করে। অন্যদিকে, যাকোবের পঠিত বিষয় সমাজকর্ম বিজ্ঞানভিত্তিক প্রায়োগিক বিভিন্ন পদ্ধতির মাধ্যমে সমাজ থেকে বিভিন্ন জটিল ও বহুমুখী সমস্যা দূরীকরণে সচেষ্ট। মনোবিজ্ঞান মানুষের পাশাপাশি অন্যান্য প্রাণীর আচরণ নিয়ে ব্যাখ্যা করে কিন্তু সমাজকর্ম কেবল মানব আচরণ ও এ সংশ্লিষ্ট বিষয় নিয়ে আলোচনা করে। মনোবিজ্ঞানের পরিধি অপেক্ষা সমাজকর্মের পরিধি অত্যন্ত ব্যাপক এবং বিস্তৃত। সমাজকর্ম একটি সাহায্যকারী পেশা হিসেবে স্বীকৃত। অন্যদিকে, মনোবিজ্ঞান মানুষের আচরণের সাথে সম্পর্কিত জৈবিক ও সামাজিক বিষয়গুলো নিয়ে আলোচনা ও গবেষণা করে।

পরিশেষে বলা যায় যে, মনোবিজ্ঞান মানুষের সবরকম মানবিক গুণাবলি ও ক্ষমতা পরিমাপের প্রণালী উদ্ভাবন করে। অন্যদিকে সমাজকর্ম সমাজের বিভিন্ন সমস্যা সমাধানে বিভিন্ন পদ্ধতির প্রয়োগ করে।

**প্রশ্ন ১০** সুমদা ২০১৪ সালে নতুন ভোটার হয়েছে। এখন সে আগামী নির্বাচনে ভোটাধিকার প্রয়োগে নিজেকে উপযুক্ত বলে মনে করছে। জাতীয় পরিচয়পত্র ব্যবহার করতে গর্ববোধ করে এবং দায়িত্ব-কর্তব্য পালনে অনেক বেশি সচেতনও হয়েছে। ইয়ুথ হাংগার প্রজেক্ট নামে একটি এনজিও যুব ছায়া সংসদ গঠন করেছিল। সেই সংসদের খাদ্য ও কর্মসংস্থান মন্ত্রী হিসেবে সুমনার দেওয়া বক্তব্য ফুটে উঠেছে প্রতিটি মানুষের খাদ্য ও কর্মের অধিকার, সুশাসন, জবাবদিহিতা ও স্বচ্ছতামূলক শাসনব্যবস্থার।

[বিএফ শাহীন কলেজ, ঢাকা। প্রশ্ন নং ৬/]

- ক. Anthropos শব্দের অর্থ কী? ১
- খ. জনবিজ্ঞান বলতে কী বোঝায়? ২
- গ. উদ্দীপকে উল্লিখিত বিষয় কোন সামাজিক বিজ্ঞানের অন্তর্ভুক্ত? ব্যাখ্যা কর। ৩
- ঘ. সুমনার সংসদে দেওয়া বক্তব্যের মধ্যে কি বিষয়টির কার্যক্রম সীমাবদ্ধ? যুক্তি দাও। ৪

#### ১০ নং প্রশ্নের উত্তর

**ক** গ্রিক শব্দ Anthropos অর্থ মানুষ

**খ** "মানুষের সংখ্যাতাত্ত্বিক ও পরিসংখ্যানিক বাস্তবভিত্তিক অনুসন্ধান হলো জনবিজ্ঞান।"

জনবিজ্ঞানের ইংরেজি প্রতিশব্দ 'Demography'। শব্দটি গ্রিক শব্দ Demos ও Graphia থেকে উৎপত্তি হয়েছে। সাধারণভাবে জনসংখ্যা সম্পর্কিত আলোচনা করা হয় যে বিজ্ঞানে তাকে জনবিজ্ঞান বলে।

**গ** সৃজনশীল ৫নং প্রশ্নের 'গ' প্রশ্নোত্তর দেখো।

**ঘ** সৃজনশীল ৫নং প্রশ্নের 'ঘ' প্রশ্নোত্তর দেখো।



**প্রশ্ন ১১** সমাজকর্মী জামি অপরাধ সংশোধন ও শ্রমকল্যাণের ওপর পিএইচডি অর্জন করার জন্য আবেদন করেছেন। তার তত্ত্বাবধায়ক তাকে পরামর্শ দিয়েছেন এ সম্পর্কিত বিষয়ে সাফল্য অর্জন করতে হলে মানব আচরণ-সম্পর্কিত জ্ঞান অর্জন করতে হবে। জামি জানাল সে মানব বিকাশ ও আচরণ সম্পর্কিত জ্ঞান অর্জন করেছে তার কাজের সহায়তার জন্য।

(আজিমপুর গভর্ণমেন্ট স্কুল এন্ড কলেজ, ঢাকা। প্রশ্ন নং ৯/)

- ক. Anthrope শব্দের অর্থ কী? ১
- খ. অর্থনীতির জন্য সমাজকর্মের জ্ঞান অপরিহার্য কেন? ২
- গ. উদ্দীপকটির কোন বিষয়ের জ্ঞান জামিকে তার কাজে সহায়তা করেছে? ব্যাখ্যা কর। ৩
- ঘ. পেশাগত দায়িত্ব পালনে সাফল্য লাভের জন্য তত্ত্বাবধায়ক জামিকে উক্ত বিষয়ের জ্ঞানের পরামর্শ দেন-বিশ্লেষণ কর। ৪

### ১১ নং প্রশ্নের উত্তর

**ক** Anthrope শব্দের অর্থ মানুষ।

**খ** সমাজের অর্থনৈতিক কল্যাণ নিশ্চিত করার জন্য সমাজকর্মের জ্ঞান অপরিহার্য।

সমাজকর্ম সম্পদের সর্বোচ্চ ব্যবহার নিশ্চিত করার লক্ষ্যে কাজ করে। এজন্য সমাজকর্ম সীমিত সম্পদের সন্তোষহারের ওপর গুরুত্ব প্রদান করে। অর্থনীতি সমাজকর্মের এ নীতি অনুসরণ করে অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধির হার গতিশীল করতে পারবে। সমাজকর্ম মানুষের জীবনযাত্রার মান উন্নয়নে কাজ করে। সমাজকর্মের এই জ্ঞান অনুশীলন করে অর্থনীতিও মানুষের কল্যাণ সাধন করতে পারবে। সীমিত সম্পদের বিকল্প ব্যবহার সম্পর্কে সমাজকর্ম আলোচনা করে। অর্থনীতি সমাজকর্মের এ জ্ঞান কাজে লাগিয়ে মানুষের অসীম অভাব পূরণ করতে সক্ষম হবে।

**গ** উদ্দীপকের বর্ণনা অনুযায়ী মনোবিজ্ঞানের জ্ঞান সমাজকর্মী জামিকে তার কাজে সহায়তা করেছে।

মনোবিজ্ঞান এমন একটি বিজ্ঞান যা মানুষ ও অন্যান্য প্রাণীর আচরণ সম্বন্ধে বিজ্ঞানসম্মতভাবে অনুধ্যান করে। অন্যকথায় বিভিন্ন অবস্থা বা পরিবেশে মানুষ এবং অন্যান্য প্রাণী কী ধরনের আচরণ করে বা ভবিষ্যতে করতে পারে এবং কেন এমন আচরণ করে, তার আলোচনাই মনোবিজ্ঞান। আধুনিক মনোবিজ্ঞানে উপলব্ধি, অনুভূতি, জ্ঞান প্রভৃতি মানসিক প্রক্রিয়ার সঙ্গে সঙ্গে ইচ্ছা-অনিচ্ছা, আবেগ-উজ্জ্বল, উৎসাহ-প্রচেষ্টা প্রভৃতি মানসিক ক্রিয়াকাণ্ডের ওপরও বিশেষ গুরুত্বারোপ করা হয়।

সমাজকর্মী জামি অপরাধ সংশোধন এবং শ্রমকল্যাণের ওপর পিএইচডি ডিগ্রি অর্জন করার জন্য আবেদন করেছে। এ কাজে সহায়তার জন্য সে মানব বিকাশ ও আচরণ সম্পর্কিত জ্ঞান অর্জন করেছে। অর্থাৎ জামি মনোবিজ্ঞানের জ্ঞান অর্জন করেছে। কেননা মনোবিজ্ঞানই মানব বিকাশ ও মানুষের আচরণ সম্পর্কে আলোচনা করে। সুতরাং বলা যায়, মনোবিজ্ঞানের জ্ঞানই সমাজকর্মী জামিকে তার কাজে সহায়তা করেছে।

**ঘ** পেশাগত দায়িত্ব পালনে সাফল্য লাভের জন্যই তত্ত্বাবধায়ক সমাজকর্মী জামি মানব আচরণ সম্পর্কিত জ্ঞান অর্থাৎ মনোবিজ্ঞানের জ্ঞান অর্জনের পরামর্শ দিলেন।

সমাজকর্ম পারিপার্শ্বিক অবস্থার সাথে সামঞ্জস্য বিধানের মাধ্যমে সমস্যা সমাধানে মানুষকে সক্ষম করে তুলতে চায়। এজন্যে সমাজকর্মীকে মানবীয় আচরণ সম্পর্কে জ্ঞানার্জন করতে হয়— যা মনোবিজ্ঞান পাঠের মাধ্যমে সম্ভব। সমাজকর্ম বিশ্বাস করে যে, প্রতিটি মানুষ তার সুপ্ত প্রতিভার মাধ্যমে তার সমস্যা মোকাবিলায় সক্ষম। তাই সমাজকর্মীগণ মানুষকে সহায়তা করতে গিয়ে তাদের সুপ্ত প্রতিভা জানার জন্যে মনোবিজ্ঞানের বিভিন্ন পরীক্ষা পদ্ধতির ওপর নির্ভর করেন।

যেকোনো পরিকল্পনা ও কর্মসূচির সফলতা সর্গশ্রী জনগণের সক্রিয় সহযোগিতা ও অংশগ্রহণের ওপর নির্ভর করে। সমাজকর্মীগণ পরিকল্পনা ও কর্মসূচি প্রণয়নকালে মানবীয় আচরণ ও আগ্রহ সম্পর্কে জানার চেষ্টা করেন। এক্ষেত্রে তাদেরকে মনোবিজ্ঞানের হারমন্স হতে হয়। মনোবিজ্ঞানের

জ্ঞান থেকে সমাজকর্মীগণ নিজস্ব আবেগ, অনুভূতি ও আচরণ সম্বন্ধে জেনে এগুলোকে সঠিকভাবে নিয়ন্ত্রণ ও পরিচালনার মাধ্যমে সমস্যাগ্রস্ত মানুষের সাথে উপযুক্ত আচরণ ও সম্পর্ক বজায় রাখতে পারে। মানুষ যখন বিভিন্ন মানসিক চাপে অস্বাভাবিক আচরণ করে তখন তার চিকিৎসার জন্যে সমাজকর্মীগণ মনোচিকিৎসা সমাজকর্মের কৌশল প্রয়োগ করেন। আর এজন্যে তাদেরকে চিকিৎসা মনোবিজ্ঞান পড়তে হয়।

পরিশেষে বলা যায়, উদ্দীপকের জামি একজন সমাজকর্মী। সমাজকর্মী হিসেবে সাফল্য অর্জনের ক্ষেত্রে মনোবিজ্ঞানের বিভিন্ন জ্ঞান সহায়তা করে থাকে। এ কারণেই তত্ত্বাবধায়ক তাকে মনোবিজ্ঞানের জ্ঞান অর্জন করতে বলেছেন।

**প্রশ্ন ১২** মকবুল স্যার ক্লাসে শিক্ষার্থীদের তাদের বিভিন্ন অধিকার সম্পর্কে ধারণা দেন। তাছাড়া গণতান্ত্রিক আদর্শ বিকাশ ও নাগরিকের কর্তব্য সম্পর্কে সচেতন করে তোলেন। তিনি রাষ্ট্রের ভূমিকা বিশদ আলোচনা সাপেক্ষে সামাজিক নিরাপত্তার কথা বলেন। যা রাষ্ট্র নাগরিককে দিতে সচেষ্ট।

(আজিমপুর গভর্ণমেন্ট স্কুল এন্ড কলেজ, ঢাকা। প্রশ্ন নং ৮/)

- ক. জনবিজ্ঞানের ইংরেজি প্রতিশব্দ কী? ১
- খ. সমাজবিজ্ঞানকে কেন সমাজের বিজ্ঞান বলা হয়? ২
- গ. মকবুল সাহেবের বিষয়বস্তু কোন সামাজিক বিজ্ঞানের অন্তর্ভুক্ত? ব্যাখ্যা কর। ৩
- ঘ. উদ্দীপকটির উল্লিখিত শেখোস্ত ভূমিকার ক্ষেত্রে সমাজকর্মের কর্মসূচির তাৎপর্য বিশ্লেষণ কর। ৪

### ১২ নং প্রশ্নের উত্তর

**ক** জনবিজ্ঞানের ইংরেজি প্রতিশব্দ Demography.

**খ** সমাজবিজ্ঞান সমাজের সামগ্রিক ও বিজ্ঞানভিত্তিক অধ্যয়ন করে বলে একে সমাজের বিজ্ঞান বলা হয়। সমাজবিজ্ঞান হচ্ছে সমাজের পূর্ণাঙ্গা বস্তুনিষ্ঠ পাঠ। সমাজের সামগ্রিক দিক যেমন- সমাজের বিকাশ, সমাজ কাঠামো, সামাজিক কার্যাবলি, সামাজিক স্তরবিন্যাস, সামাজিক প্রতিষ্ঠান ও অনুষ্ঠান, সামাজিক সম্পর্ক ও আচরণ, সামাজিক আন্তঃক্রিয়া ও মিথস্ক্রিয়া, সামাজিক গতিশীলতা, সামাজিক পরিবর্তন ও এর ধারা, ধর্ম; আইন প্রভৃতি সমাজবিজ্ঞানের আলোচ্য বিষয়। সমাজের সার্বিক দিক আলোচনা করার জন্য সমাজবিজ্ঞানকে সমাজের বিজ্ঞান বলা হয়।

**গ** মকবুল সাহেবের বিষয়বস্তু পৌরনীতি ও সুশাসনের অন্তর্ভুক্ত। পৌরনীতির ইংরেজি প্রতিশব্দ Civics ল্যাটিন শব্দ Civics ও Civitas হতে উদ্ভূত। যার অর্থ যথাক্রমে নাগরিক এবং নগররাষ্ট্র। অন্যদিকে সুশাসন হলো রাষ্ট্রের সামগ্রিক কার্যাবলিতে স্বচ্ছতা, জবাবদিহিতা ও জনকল্যাণের যাবতীয় সুবিধা নিশ্চিত করা। সুতরাং পৌরনীতি ও সুশাসন হলো সেই শাস্ত্র যাতে নাগরিক অধিকার ও কর্তব্য পালন, নিরাপত্তার নিশ্চয়তা, রাষ্ট্রের কার্যাবলি ও সুশাসনের বিস্তারিত আলোচনা করা হয়। পৌরনীতি ও সুশাসন রাষ্ট্রে নাগরিকদের আচার-আচরণ, কার্যাবলি, আর্থ-সামাজিক ও রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠান এবং প্রশাসনিক দায়িত্ব-কর্তব্য সম্পর্কে ধারাবাহিক পর্যালোচনা করে।

উদ্দীপকে বর্ণিত মকবুল স্যার ক্লাসে শিক্ষার্থীদের তাদের বিভিন্ন অধিকার সম্পর্কে ধারণা দেন। তাছাড়া গণতান্ত্রিক আদর্শ বিকাশ ও নাগরিকের কর্তব্য সম্পর্কে সচেতন করে তোলেন। তিনি রাষ্ট্রের ভূমিকা আলোচনার মাধ্যমে সামাজিক নিরাপত্তার কথা বলেন। তার আলোচ্য এসকল বিষয় পৌরনীতি ও সুশাসনের অন্তর্ভুক্ত। তাই বলা যায়, মকবুল সাহেব পৌরনীতি ও সুশাসন সম্পর্কে আলোচনা করেন।

**ঘ** উদ্দীপকে উল্লিখিত শেখোস্ত ভূমিকাটি হলো সামাজিক নিরাপত্তা। সামাজিক নিরাপত্তার ক্ষেত্রে সমাজকর্ম কর্মসূচির ভূমিকা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। সামাজিক নিরাপত্তা মূলত অক্ষম ও অসহায় ব্যক্তির জন্য সমাজ বা রাষ্ট্র কর্তৃক গৃহীত অর্থনৈতিক নিরাপত্তামূলক কর্মসূচি। এ ধরনের কর্মসূচি বাস্তবায়নে সমাজকর্ম তাৎপর্যপূর্ণ ভূমিকা পালন করে।



সামাজিক নিরাপত্তার নিশ্চয়তা ব্যতীত সমাজকর্মের বৃহত্তর লক্ষ্যার্জন সম্ভব নয়। সমাজকর্মের বৃহত্তর লক্ষ্য অর্জনে সামাজিক নিরাপত্তা কর্মসূচি অত্যন্ত সহায়ক। সামাজিক নিরাপত্তামূলক কর্মসূচি মৌল মানবিক চাহিদা পূরণের প্রতি গুরুত্বারোপ করে। সমাজকর্মের অন্যতম লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য হলো মৌল মানবিক চাহিদা। এ কারণে সামাজিক নিরাপত্তামূলক কর্মসূচি প্রণয়ন ও বাস্তবায়নে সমাজকর্ম অগ্রণী ভূমিকা পালন করে থাকে। শিল্প বিপ্লবোত্তর সমাজের জটিল সমস্যা সমাধানের জন্য বিভিন্ন সামাজিক নিরাপত্তামূলক কর্মসূচির উদ্ভব হয়েছে। সমাজকর্মের জ্ঞান ও দক্ষতা এ সকল কর্মসূচির সফল বাস্তবায়নে প্রয়োগ করা হয়। সামাজিক নিরাপত্তামূলক কর্মসূচি সমাজের দুস্থ, অসহায় জনগোষ্ঠীর কল্যাণে কাজ করে। এক্ষেত্রে সমাজকর্মের জ্ঞান বিভিন্ন সামাজিক নিরাপত্তামূলক কর্মসূচিসমূহকে অধিক বাস্তবমুখী করে তোলে।

উদ্দীপকে যকবুল স্যার রাষ্ট্রের ভূমিকা আলোচনা করতে গিয়ে সামাজিক নিরাপত্তার কথা বলেন। একটি রাষ্ট্র তার নাগরিকদের সামাজিক নিরাপত্তা প্রদানের জন্য প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করে। এক্ষেত্রে সমাজকর্ম উক্ত কর্মসূচিগুলোকে বাস্তবমুখী ও কার্যকরী করে তোলে।

**প্রশ্ন-১৩** সিরাজ ও রফিক উচ্চ মাধ্যমিক শ্রেণির ছাত্র। সিরাজ ঐচ্ছিক বিষয় হিসেবে যে বিষয়টি পড়ছে তাতে সামাজিক সমস্যার কারণ উৎঘাটনের পাশাপাশি সামাজিক সমস্যার বিজ্ঞানসম্মত সমাধান ও পরিবর্তিত পরিস্থিতিতে কীভাবে খাপ খাওয়াতে হয় তার বিবরণ আছে। অন্যদিকে রফিকের পাঠ্যক্রমে মানুষের অভাব, প্রাপ্ত সম্পদ, সম্পদের বহুমুখী ব্যবহার, আয়-ব্যয়ের মধ্যে সামঞ্জস্য বিধান করে ব্যক্তিগত ও জাতীয় উন্নয়নের বিবরণ রয়েছে।

*বীরশ্রেষ্ঠ নূর মোহাম্মদ পাবলিক স্কুল, ঢাকা। প্রশ্ন নং ৫।*

- ক. নৃবিজ্ঞানের ইংরেজি প্রতিশব্দ কী? ১
- খ. সমাজবিজ্ঞান কাকে বলে? ২
- গ. সিরাজ ও রফিকের পাঠ্যবিষয় দুটি তুমি কীভাবে চিহ্নিত করবে? আলোচনা কর। ৩
- ঘ. সামাজিক উন্নয়নের জন্য সিরাজ ও রফিকের পঠিত বিষয় দুটি কীভাবে পরস্পরকে সাহায্য করে তা তোমার পাঠ্যপুস্তকের জ্ঞানের আলোকে ব্যাখ্যা কর। ৪

#### ১৩নং প্রশ্নের উত্তর

**ক.** নৃবিজ্ঞানের ইংরেজি প্রতিশব্দ হচ্ছে Anthropology.

**খ.** সমাজবিজ্ঞান বলতে এমন একটি বিজ্ঞানকে বোঝায়, যা সমাজের সামগ্রিক ও বিজ্ঞানভিত্তিক অধ্যয়নের পাশাপাশি সমাজের বিভিন্ন দিক নিয়ে আলোচনা করে।

সমাজবিজ্ঞান শব্দটির ইংরেজি প্রতিশব্দ হলো 'Sociology'। শব্দটি গ্রিক শব্দ 'Socius' এবং 'Logos' এর সমন্বয়ে গঠিত। সুতরাং সমাজবিজ্ঞান শব্দের অর্থ হলো সমাজ সম্পর্কে জ্ঞান। সাধারণভাবে বলা যায়, যে শাস্ত্র বা বিজ্ঞান সমাজ সম্পর্কে বিজ্ঞানভিত্তিক তথ্য কন্সলিডেট আলোচনা করে তাকেই সমাজবিজ্ঞান বলে।

**গ.** সৃজনশীল চনং প্রশ্নের 'গ' প্রশ্নোত্তর দেখো।

**ঘ.** সৃজনশীল চনং প্রশ্নের 'ঘ' প্রশ্নোত্তর দেখো।

**প্রশ্ন-১৪** ১৯৬০ সালের 'প্রবেশন অব অফেন্ডার্স অর্ডিন্যান্স' অনুযায়ী ১৯৬২ সাল থেকে বাংলাদেশে অপরাধীদের সংশোধনে 'প্রবেশন' চালু হয়। ১৯৬৪ সালে এ আইনটি সংশোধন করে নতুন নামকরণ করা হয় 'প্রবেশন অব অফেন্ডার্স অ্যাক্ট-১৯৬৪'। অপ্রাপ্তবয়স্ক অপরাধীদের চরিত্র সংশোধনের উদ্দেশ্যেই এ আইনটি প্রণয়ন করা হয়। প্রবেশনাধীন অপরাধীদের বেশ কিছু শর্ত মানা সাপেক্ষে মুক্তি প্রদান করা হয় এবং এই আইন তাদেরকে সমাজে পুনর্বাসিত করে।

*বীরশ্রেষ্ঠ নূর মোহাম্মদ পাবলিক স্কুল, ঢাকা। প্রশ্ন নং ৬।*

- ক. Civis কোন শব্দ? ১
- খ. পৌরনীতি ও সুশাসন বলতে কী বোঝায়? ২

গ. উদ্দীপকের আইনটি সমাজকর্ম ও পৌরনীতি ও সুশাসনের মধ্যে কীভাবে সম্পর্ক স্থাপন করে? ব্যাখ্যা কর। ৩

ঘ. উদ্দীপকের আইনটি বৈশিষ্ট্যের বিচারে সমাজকর্ম ও পৌরনীতি ও সুশাসন উভয় শাস্ত্রেরই সমর্থন পাবে— বিশ্লেষণ কর। ৪

#### ১৪ নং প্রশ্নের উত্তর

**ক.** Civis ল্যাটিন শব্দ।

**খ.** পৌরনীতি ও সুশাসন এমন একটি সামাজিক বিজ্ঞান যা নাগরিকের আচরণ ও কার্যাবলি এবং রাষ্ট্রের শাসনব্যবস্থার নানা দিক নিয়ে আলোচনা করে।

পৌরনীতি নাগরিকতার সাথে জড়িত সকল বিষয় নিয়ে আলোচনা করে। নাগরিকের দায়িত্ব-কর্তব্য ও অধিকার এক্ষেত্রে প্রাধান্য পায়। অন্যদিকে সরকারি প্রশাসন যন্ত্রের দায়িত্বশীলতা ও জবাবদিহিতা ব্যাখ্যার মানদণ্ড হিসেবে সুশাসন প্রত্যয়টি ব্যবহৃত হয়। সুশাসন বলতে অংশীদারিত্বমূলক প্রশাসনকে বোঝায়, যেখানে স্বচ্ছতা, জবাবদিহিতা, দক্ষতা, আইনের শাসন প্রভৃতি বিদ্যমান থাকে।

**গ.** উদ্দীপকের আইনটি উদ্দেশ্যগত দিক থেকে সমাজকর্ম এবং পৌরনীতি ও সুশাসনের মধ্যে সম্পর্ক স্থাপন করে।

পৌরনীতি ও সুশাসন রাষ্ট্র এবং নাগরিকের বিভিন্ন বিষয়াবলি এবং এর সাথে জড়িত নানাবিধ কার্যাবলি নিয়ে আলোচনা করে। যার মূল লক্ষ্য হলো জনগণের সর্বাধিক কল্যাণ নিশ্চিত করা। সমাজকর্মও বিভিন্ন সেবামূলক কর্মকাণ্ডের মাধ্যমে জনগণের কল্যাণে কাজ করে। কাজেই লক্ষ্য ও উদ্দেশ্যগত দিক থেকে সমাজকর্ম এবং পৌরনীতি ও সুশাসন পরস্পর সম্পর্কযুক্ত।

উদ্দীপকে আইনের মাধ্যমে প্রবেশন ব্যবস্থা প্রবর্তনের উল্লেখ রয়েছে। ১৯৬০ সালের 'প্রবেশন অব অফেন্ডার্স অর্ডিন্যান্স' অনুযায়ী ১৯৬২ সাল থেকে বাংলাদেশের অপরাধীদের সংশোধনে 'প্রবেশন' চালু করা হয়। ১৯৬৪ সালে এ আইনটি সংশোধন করে নতুন নামকরণ করা হয় 'প্রবেশন অব অফেন্ডার্স অ্যাক্ট-১৯৬৪'। অপ্রাপ্তবয়স্ক অপরাধীদের চরিত্র সংশোধনের উদ্দেশ্যেই এ আইন প্রবর্তন করা হয়। পৌরনীতি ও সুশাসন আইনের সাথে সম্পর্কিত বিষয়াবলি নিয়ে আলোচনা করে। যার অন্যতম উদ্দেশ্য জনগণের কল্যাণ সাধন। আর এ প্রবেশন কার্যক্রমে সমাজকর্ম পদ্ধতি প্রয়োগ করা হয়। যার উদ্দেশ্য অপরাধ সংশোধন করে সমাজের কল্যাণ করা। তাই বলা যায়, উদ্দেশ্যগত দিক থেকে উদ্দীপকের আইনটি সমাজকর্ম এবং পৌরনীতি ও সুশাসনকে সম্পর্কযুক্ত করেছে।

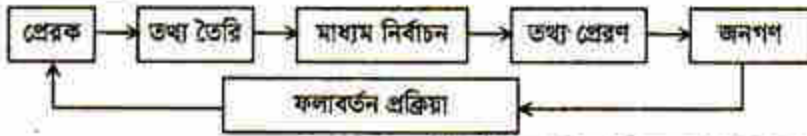
**ঘ.** বৈশিষ্ট্যের ভিত্তিতে 'প্রবেশন অব অফেন্ডার্স অ্যাক্ট-১৯৬৪' সমাজকর্ম এবং পৌরনীতি ও সুশাসন শাস্ত্রের সমর্থন পাবে— বক্তব্যটি যথার্থ।

যেকোনো আইন প্রণয়নের উদ্দেশ্য থাকে সমাজের ক্ষতিকর দিকগুলোর অপসারণ করা। আর এ আইন প্রণয়নের সাথে সম্পর্কিত বিষয়াবলি নিয়ে পৌরনীতি ও সুশাসন আলোচনা করে। সমাজকর্ম প্রণীত আইনগুলো যথাযথভাবে বাস্তবায়নের লক্ষ্যে বিভিন্ন কার্যক্রম পরিচালনা করে থাকে। তাই আইন প্রণয়ন এবং তা বাস্তবায়নের জন্য সমাজকর্ম এবং পৌরনীতি ও সুশাসনের জ্ঞান একে অপরকে সাহায্য করে থাকে।

উদ্দীপকে অপ্রাপ্ত বয়স্ক অপরাধীদের চরিত্র সংশোধনের জন্য প্রবর্তিত প্রবেশন আইনের কথা বলা হয়েছে। সমাজ থেকে অপরাধ প্রবণতা দূর করা এ আইনটির অন্যতম উদ্দেশ্য। কারণ শাস্তি না দিয়ে সংশোধনের সুযোগ দিয়ে অপরাধীদের অপরাধ প্রবণতা হ্রাস করা যায়। অপরাধ সংশোধন সমাজকর্মের অন্যতম কর্মসূচির অন্তর্ভুক্ত। সেক্ষেত্রে প্রবেশন আইনের আওতায় সমাজকর্ম তার এ কার্যক্রম পরিচালনা করতে পারে। সমাজকর্ম তার বিভিন্ন পদ্ধতি প্রয়োগ করে প্রবেশন আইন কার্যকরভাবে বাস্তবায়ন করতে পারবে। আইন সম্পর্কিত আলোচনা পৌরনীতি ও সুশাসনের অন্তর্ভুক্ত। তাই বলা যায়, উল্লিখিত আইন সমাজকর্ম এবং পৌরনীতি ও সুশাসন উভয় শাস্ত্রের সমর্থন পাবে।

সার্বিক আলোচনার প্রেক্ষিতে বলা যায়, মানুষের সামগ্রিক কল্যাণের জন্য সমাজকর্মের গৃহীত পদক্ষেপসমূহের যথাযথ বাস্তবায়নে পৌরনীতি ও সুশাসনের জ্ঞান অপরিহার্য।





[গাজীপুর ক্যান্টনমেন্ট কলেজ] প্রশ্ন নং ৭/

- ক. 'Civis & Civitas'-এর অর্থ কী? ১
- খ. 'সংবাদপত্র হলো জাতির দর্পণ'-বিষয়টি বুঝিয়ে লিখ। ২
- গ. উদ্দীপকের কর্মপ্রক্রিয়া কোন পেশার সাথে সাদৃশ্যপূর্ণ? ব্যাখ্যা কর। ৩
- ঘ. "জনমত গঠন ও সমাজকর্ম পেশার প্রচার ও প্রসারে ইজিতকৃত পেশার যথেষ্ট গুরুত্ব রয়েছে।"-তুমি কি একমত? বিশ্লেষণ কর। ৪

#### ১৫ নং প্রশ্নের উত্তর

ক. Civis অর্থ নাগরিক এবং Civitas অর্থ নগররাজ্য।

খ. সংবাদপত্র যেকোনো জাতির সামগ্রিক অবস্থা আমাদের সামনে তুলে ধরে বলে সংবাদপত্রকে জাতির দর্পণ হিসেবে আখ্যায়িত করা হয়। সংবাদপত্র সমাজে ঘটে যাওয়া বিভিন্ন বিষয় বা ঘটনার প্রকৃতি অনুসন্ধানপূর্বক সত্য ঘটনা তুলে ধরে। ফলে ঐ সমাজ বা জাতির সার্বিক চিত্র আমাদের সামনে ফুটে উঠে। এজন্য সংবাদপত্রকে জাতির দর্পণ বলা হয়।

গ. উদ্দীপকের কর্মপ্রক্রিয়া সাংবাদিকতা পেশার সাথে সাদৃশ্যপূর্ণ। সাংবাদিকের কাজকেই সাংবাদিকতা বলা হয়। সাংবাদিকতা পেশা বর্তমান সময়ে একটি মূল্যবোধ নির্ভর মুক্তচিন্তার পেশা হিসেবে সমাজের সার্বিক চিত্র তুলে ধরতে যথার্থ ভূমিকা পালন করে। এক্ষেত্রে সাংবাদিক অনুসন্ধানের মাধ্যমে সমাজে ঘটে যাওয়া ঘটনার তথ্য সংগ্রহ করে প্রতিবেদন তৈরি করেন। এরপর তিনি কোনো গণমাধ্যমে তথ্য প্রেরণ করেন। গণমাধ্যম তথ্যটি জনগণের কাছে তুলে ধরে। উদ্দীপকেও এই প্রক্রিয়াটি তুলে ধরা হয়েছে।

ছকচিত্রে একটি প্রক্রিয়া তুলে ধরা হয়েছে যেখানে ক্রমানুসারে প্রেরক, তথ্য তৈরি, মাধ্যম নির্বাচন, তথ্য-প্রেরণ, জনগণ প্রভৃতি উল্লেখ রয়েছে। আর সাংবাদিকতা পেশায় একজন সাংবাদিক অনুসন্ধানের মাধ্যমে তথ্য তৈরির পর গণমাধ্যম নির্বাচন করে সেখানে তথ্য প্রেরণ করেন। গণমাধ্যম তথ্যটি জনসাধারণের কাছে প্রচার করে। তাই বলা যায়, উদ্দীপকের কর্মপ্রক্রিয়া সাংবাদিকতা পেশার সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ।

ঘ. হ্যাঁ, সমাজকর্ম পেশার প্রচার প্রসারে উদ্দীপকে ইজিতকৃত সাংবাদিকতা পেশার যথেষ্ট গুরুত্ব রয়েছে – উক্তিটির সাথে আমি একমত।

সমাজকর্মের লক্ষ্যার্জনে সাংবাদিকতা পেশার গুরুত্ব অপরিসীম।

সাংবাদিকতার মাধ্যমে সমাজকর্মী এবং সমাজসেবা সংগঠন সম্পর্কে জনগণকে প্রভাবিত করা খুব সহজ হয়। তাছাড়া সমষ্টি সংগঠন ও সমষ্টি উন্নয়নের ক্ষেত্রে সাংবাদিকতা সমাজকর্মী, জনগণ ও সরকারের মধ্যে একটি অপরিহার্য সংযোগ সৃষ্টি করে। সমাজ ও সামাজিক সমস্যার সমাধান করতে গিয়ে সমাজকর্মীকে অনেক ব্যক্তিগত তথ্য জানতে হয়। এ ধরনের ব্যক্তিগত তথ্য জানার ক্ষেত্রে সমাজকর্মীদের সাংবাদিকতা পেশা সহায়তা করে। উদাহরণস্বরূপ বলা যায়, শ্রমিকদের নিম্নমজুরি, বঞ্চনা, শিশুশ্রম, মাদকাসক্তি, বেকারত্ব ও অন্যান্য সমস্যার ব্যক্তিগত তথ্য সংগ্রহে সমাজকর্মী ও প্রগতিশীল যুগের সাংবাদিকগণ একে অপরের সহায়ক হিসেবে কাজ করে। মিডিয়ার ব্যবহার করে সমাজকর্মীগণ তাদের লক্ষ্য-উদ্দেশ্য, কর্মক্ষেত্র, সমস্যা সমাধান প্রক্রিয়ার প্রয়োজনীয়তা সরকার ও জনগণকে জানাতে পারে।

আধুনিক তথ্যপ্রযুক্তির যুগে সমাজকর্ম ও সাংবাদিকতার সম্পর্ক আরও ঘনিষ্ঠ হয়েছে। বর্তমানে উন্নত দেশসমূহের সমাজকর্ম সংগঠনগুলো মিডিয়ার সাথে হাত ধরাধরি করে চলে। তাছাড়া জাতীয় নীতি নির্ধারণকণ ও সমাজকর্মীদের মধ্যে সেতুবন্ধন সৃষ্টিতে সাংবাদিকগণ সহায়তা করছে। সাংবাদিকগণ

বিভিন্ন বিষয়ে তথ্য সংগ্রহ ও জনসমর্থন সৃষ্টি করে সমাজকর্মীর কাজকে সহজ করে তোলার ক্ষেত্রে ভূমিকা পালন করেছে।

উপরের আলোচনায় এটা প্রমাণিত হয়, সমাজকর্মের লক্ষ্যার্জনে সাংবাদিকতা গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে।



[গাজীপুর ক্যান্টনমেন্ট কলেজ] প্রশ্ন নং ৬/

- ক. দৈহিক নৃবিজ্ঞান কী নিয়ে আলোচনা করে? ১
- খ. "অর্থনীতির জ্ঞান সমাজকর্মের জন্য বেশ তাৎপর্যপূর্ণ"-ব্যাখ্যা কর। ২
- গ. উদ্দীপকের কাঠামো সমাজকর্মের পেশাগত জ্ঞানের কোন ধরনের প্রয়োগকে ইজিত করে? ৩
- ঘ. "বহুমুখী ও বিচিত্র ধরনের সমস্যার কার্যকর সমাধান উদ্দীপকের কাঠামোর জ্ঞান প্রয়োগের মাধ্যমে সম্ভব"-বিশ্লেষণ কর। ৪

#### ১৬ নং প্রশ্নের উত্তর

ক. দৈহিক নৃ-বিজ্ঞান মানুষের উৎপত্তি, বিকাশ ও দৈহিক গঠন প্রণালি নিয়ে আলোচনা করে।

খ. অর্থনৈতিক উন্নয়নের কলাকৌশলগত জ্ঞান অর্জনের জন্য সমাজকর্মীকে অর্থনীতির জ্ঞানের ওপর নির্ভর করতে হয়।

সমাজকর্ম সবসময় মানবকল্যাণ বা মানবসেবার উদ্দেশ্যে কর্মসূচি প্রণয়ন করে। আর এ ধরনের উদ্দেশ্য সাধনের জন্য অর্থনৈতিক উন্নয়ন জরুরি। তাছাড়া সমাজকর্মীরা সামাজিক পরিবর্তনকে কৌশল হিসেবে গ্রহণ করে সামাজিক সমস্যা মোকাবিলায় চেষ্টা করে। আর এক্ষেত্রে অর্থনৈতিক পরিবর্তনের বিষয়টিও জড়িত রয়েছে, যা অর্থনীতির একটি গুরুত্বপূর্ণ দিক। তাই সমাজকর্মের জন্য অর্থনীতির জ্ঞান অপরিহার্য।

গ. উদ্দীপকের কাঠামো সমাজকর্মের পেশাগত জ্ঞানের সমন্বিত প্রয়োগকে ইজিত করে।

সমাজ সম্পর্কিত পূর্ণ ধারণা অর্জনের ক্ষেত্রে সমাজকর্মে বিভিন্ন সামাজিক বিজ্ঞান, যেমন- সমাজবিজ্ঞান, মনোবিজ্ঞান, পৌরনীতি, অর্থনীতি, নৃবিজ্ঞান, জনবিজ্ঞান প্রভৃতি শাখার জ্ঞানের প্রতি নির্ভরশীল হতে হয়। আর এগুলোর সমন্বিত প্রয়োগের মাধ্যমে সমাজকর্মের পেশাগত জ্ঞান ও তার ব্যবহার ফলপ্রসূ ও কার্যকর হয়ে ওঠে।

উদ্দীপকের কাঠামোতে প্রায়োগিক ক্ষেত্রে সামাজিক বিজ্ঞানের অন্যান্য শাখার সাথে সমাজকর্মের সম্পর্ক দেখানো হয়েছে। প্রকৃতপক্ষে সামাজিক বিজ্ঞানের অন্তর্গত বিষয় হিসেবে নৃ-বিজ্ঞান, সমাজবিজ্ঞান, মনোবিজ্ঞান, পৌরনীতি, জনবিজ্ঞান ও অন্যান্য বিষয়ের জ্ঞান বা তথ্য সমাজকর্মে বিশেষভাবে সংযোজিত হয়। মূলত সামাজিক বিজ্ঞানের অন্যান্য শাখাগুলো তাত্ত্বিক জ্ঞাননির্ভর। কিন্তু সমাজকর্ম সরাসরি অনুশীলনভিত্তিক একটি বিজ্ঞান। সমাজ ও মানুষের সার্বিক গতি-প্রকৃতি, আচার-আচরণ, মানুষের চাহিদা প্রভৃতি পূরণের লক্ষ্যে সমাজকর্ম বিভিন্ন সমস্যা সমাধান পদ্ধতি (যেমন: ব্যক্তি সমাজকর্ম, দল সমাজকর্ম, সমষ্টি সমাজকর্ম) প্রয়োগ করে। এজন্য উদ্দীপকের কাঠামোতে উল্লিখিত সামাজিক বিজ্ঞানের শাখাগুলোর সমন্বয় ঘটানো হয়। এ দিকটিই উদ্দীপকে নির্দেশিত হয়েছে।

ঘ. উদ্দীপকের কাঠামোতে সমাজকর্মের সাথে সম্পর্কিত শাখাগুলোর যে সমন্বিত প্রয়োগ নির্দেশ করা হয়েছে তা সমাজের বিচিত্র সমস্যা সমাধানে অত্যন্ত ফলপ্রসূ ভূমিকা রাখতে পারে।



একটি দেশে নানা ধরনের সামাজিক সমস্যা বিদ্যমান থাকে। প্রতিটি সমস্যার প্রকৃতি যেমন স্বতন্ত্র তেমনি সমাধান পদ্ধতিও ভিন্ন। আর এজন্য বহুমুখী সমস্যা সমাধানে সমাজকর্মের সমন্বিত প্রয়োগ কার্যকর ভূমিকা রাখে।

উদাহরণস্বরূপ বলা যায়, সমাজবিজ্ঞান ও নৃবিজ্ঞানের জ্ঞান সমাজকর্মকে বিশেষভাবে সাহায্য করে। এ দুটি শাখা সমাজের প্রচলিত রীতিনীতি, বিশ্বাস, আদর্শ, মূল্যবোধ প্রভৃতির আলোকে ব্যক্তিকে বিশ্লেষণ করে এবং তার সমস্যা সমাধানে প্রয়াসী হয়। আবার আধুনিক সমাজকর্মে সমস্যাগ্রস্ত ব্যক্তি, দল ও সমষ্টির সমস্যা সমাধানে মনোবিজ্ঞানের জ্ঞান ব্যাপকভাবে প্রয়োগ করা হয়। বিশেষ করে সমাজকর্মে চিকিৎসা, মনোবিজ্ঞানের ভূমিকা বেশ গুরুত্বপূর্ণ। আবার বিভিন্ন সামাজিক সমস্যা, যেমন- বেকারত্ব, ডিঙ্কাবৃত্তি, দারিদ্র্য, হতাশা, নিরক্ষরতা, মাদকাসক্তি, পুষ্টিহীনতা প্রভৃতি প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে কোনো দেশের অর্থনীতির সাথে সম্পর্কিত। তাই এ সকল বহুমুখী সমস্যা সমাধানে সমাজকর্মের সাথে অর্থনীতির যোগসূত্র বিদ্যমান। অন্যদিকে পৌরনীতির জ্ঞান ব্যবহার করে একজন সমাজকর্মী সম্পদের সর্বোচ্চ সদ্যবহারের মাধ্যমে জটিল সমস্যার সহজ সমাধান করে। এমনভাবে জনবিজ্ঞান ও সমাজকর্মের জ্ঞানভান্ডারকে সমৃদ্ধ করছে।

উপর্যুক্ত আলোচনা থেকে বলা যায়, বহুমুখী সমস্যার সমাধানে সমাজকর্ম ও সামাজিক বিজ্ঞানের অন্যান্য শাখার সমন্বয় ঘটানো জরুরি।

**প্রশ্ন ১৭** নীলা ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে অনার্সে পড়ে। নীলা যে বিষয়ে অনার্স পড়ে তার জ্ঞান সম্পদ অর্জন, বিনিয়োগ বন্টন ও সম্পদের সঠিক ব্যবহারের সহায়তা করবে। /সফিউদ্দিন সরকার একাডেমী এন্ড কলেজ, গাজীপুর/ প্রশ্ন নং ৮/

- ক. 'Psyche' শব্দের অর্থ কী? ১
- খ. সুশাসন বলতে কী বোঝ? ২
- গ. নীলার পঠিত বিষয় সামাজিক বিজ্ঞানের কোন শাখার সাথে সাদৃশ্যপূর্ণ? ব্যাখ্যা করো। ৩
- ঘ. সমাজকর্মীদের উক্ত বিষয়ের জ্ঞান থাকা দরকার-বিশ্লেষণ করো। ৪

### ১৭ নং প্রশ্নের উত্তর

**ক.** 'Psyche' শব্দের অর্থ 'আত্মা'।

**খ.** সুশাসন বলতে অংশীদারিত্বমূলক, স্বচ্ছতা, জবাবদিহিতা, আইনের শাসন, দক্ষতা, ন্যায়পরায়ণতা প্রভৃতি বৈশিষ্ট্যসম্পন্ন প্রশাসনকে বোঝায়।

সুশাসন একটি গতিশীল ও চলমান ধারণা। এটি শাসনব্যবস্থার রাজনৈতিক, সামাজিক, অর্থনৈতিক এবং আন্তর্জাতিক অবস্থার কথা বিবেচনা করে। মূলত বলিষ্ঠ ও ন্যায্যানুগ উন্নয়নকে পৃষ্ঠপোষকতা দেয়ার জন্য একটি সুষ্ঠু নীতিমালার মাধ্যমে অনুকূল পরিবেশ তৈরি করা এবং তা বজায় রাখাই হলো সুশাসন।

**গ.** সৃজনশীল ৩নং প্রশ্নের 'গ' প্রশ্নোত্তর দেখো।

**ঘ.** সৃজনশীল ৩নং প্রশ্নের 'ঘ' প্রশ্নোত্তর দেখো।

**প্রশ্ন ১৮** আবিব ও রাকিব একই প্রতিষ্ঠানে কাজ করে। আবিব মনোঃসামাজিক সমস্যার সমাধানে কাজ করে আর রাকিব উৎপাদন, ভোগ, বন্টন ইত্যাদি বিষয় নিয়ে কাজ করে। দুজনই চেষ্টা করে সমস্যাগ্রস্ত গ্রাহকদের উৎকৃষ্ট সেবা প্রদান করে সমস্যার সমাধান করার। /আনন্দ মোহন কলেজ, ময়মনসিংহ/ প্রশ্ন নং ৬/

- ক. নৃবিজ্ঞান কী? ১
- খ. সমাজকর্ম ও সমাজবিজ্ঞানের পার্থক্য কোথায়? ২
- গ. উদ্দীপকে উল্লিখিত দুজনের বিষয়ের মিল-অমিল সম্পর্কে তোমার মতামত ব্যাখ্যা কর। ৩
- ঘ. সামাজিক সমস্যা সমাধানের ক্ষেত্রে দুটি বিষয়ের জ্ঞান আবশ্যিক-তোমার মতামত ব্যাখ্যা কর। ৪

**ক.** মানুষের সামগ্রিক সত্তা এবং সামাজিক পরিবেশ সম্পর্কিত সামগ্রিক পাঠই হলো নৃবিজ্ঞান।

**খ.** সমাজকর্ম ও সমাজবিজ্ঞানের মধ্যে মৌলিক কিছু পার্থক্য রয়েছে।

সমাজকর্ম হচ্ছে বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিনির্ভর একটি সাহায্যকারী পেশা। আর সমাজবিজ্ঞান হচ্ছে সমাজ সম্পর্কিত বিজ্ঞান যা সমাজের সার্বিক দিকগুলো নিয়ে আলোচনা করে। সমাজকর্মের মূল আলোচ্য বিষয় হলো সামাজিক সমস্যা চিহ্নিতকরণ এবং তার সুষ্ঠু সমাধান। অন্যদিকে সমাজবিজ্ঞানের মূল আলোচ্য বিষয় হলো সামাজিক আচরণ, সমাজ কাঠামো, সামাজিক প্রতিষ্ঠান, সমাজের উদ্ভব ও বিকাশ, আচার-অনুষ্ঠান, সমাজ পরিবর্তনের ধারা প্রভৃতি। সমাজকর্ম মূলত একটি অনুশীলনধর্মী বা ব্যবহারিক বিজ্ঞান। অন্যদিকে, সমাজবিজ্ঞান একটি অধ্যয়নধর্মী বিজ্ঞান।

**গ.** উদ্দীপকে উল্লিখিত আবিব মনোঃসামাজিক সমস্যার সমাধানে কাজ করে। অর্থাৎ আবিবের বিষয়টি হচ্ছে সমাজকর্ম। আর রাকিবের বিষয়টি হচ্ছে অর্থনীতি। কারণ উৎপাদন ভোগ, বন্টন ইত্যাদি বিষয় অর্থনীতির অন্তর্ভুক্ত।

সমাজকর্ম ও অর্থনীতি একে অপরের সাথে ঘনিষ্ঠভাবে সম্পর্কযুক্ত। সমাজকর্ম ও অর্থনীতি উভয়ের লক্ষ্য হলো সম্পদের সর্বোত্তম ব্যবহার নিশ্চিত করা। এলক্ষ্যে সমাজকর্ম সীমিত সম্পদের সদ্যবহারের ওপর গুরুত্ব প্রদান করে যাতে সমস্যার যথোপযুক্ত ও স্থায়ী সমাধান সম্ভব হয়। অন্যদিকে, অর্থনীতি অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধির হার গতিশীল করতে সম্পদের উপযুক্ত ব্যবহার ও বরাদ্দের ওপর আলোচনা করে। সমাজকর্ম মানুষের সমস্যার সমাধানে প্রচেষ্টা চালায়। তাই এটি মৌলিক চাহিদা পূরণের প্রতি বিশেষ গুরুত্ব প্রদান করে। এক্ষেত্রে সমাজকর্মে সম্পদ ও অর্থনীতির জ্ঞান বিশেষ ভূমিকা পালন করে। সমাজকর্ম ও অর্থনীতি উভয়ই মানুষের জীবনযাত্রার মান উন্নয়নে কাজ করে। সমাজকর্ম ব্যক্তিকে তার নিজস্ব সম্পদ ব্যবহারের মাধ্যমে আত্মনির্ভরশীল করে গড়ে তোলে। অন্যদিকে অর্থনীতিও মানুষের সীমিত সম্পদের বিকল্প ব্যবহারের মাধ্যমে স্বাবলম্বিতা অর্জনে গুরুত্বারোপ করে। সমাজকর্ম ও অর্থনীতির মধ্যে নিবিড় সম্পর্ক থাকলেও এদের মধ্যে বেশ কিছু পার্থক্যও রয়েছে। যেমন—সমাজকর্ম হলো বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিনির্ভর সাহায্যকারী পেশা যা সমাজের সদস্যদের বিভিন্ন সমস্যার সমাধান ও উন্নয়নে তাদেরকে আত্মনির্ভরশীল করে তোলে। এখানে অর্থনৈতিক দিকটা মুখ্য নয়। পক্ষান্তরে, অর্থনীতি হলো এমন একটি সামাজিক বিজ্ঞান যা অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি আনয়নে মানুষের দৈনন্দিন জীবনের সাধারণ কার্যাবলিকে পর্যালোচনা করে। সমাজকর্মে মানুষের জীবনের সকল দিকের ওপর গুরুত্ব দেওয়া হয়। কিন্তু অর্থনীতি কেবল সম্পদ ও উৎপাদন নিয়ে আলোচনা করে। সমাজকর্ম হলো অনুশীলনের বিজ্ঞান। আর অর্থনীতি অধিকাংশ ক্ষেত্রেই একটি তাত্ত্বিক বিজ্ঞান।

**ঘ.** সামাজিক সমস্যা সমাধানের ক্ষেত্রে সমাজকর্ম ও অর্থনীতি দুটি বিষয়ের জ্ঞান আবশ্যিক বলে আমি মনে করি।

সীমিত সম্পদের বিকল্প ব্যবহারের মাধ্যমে মানুষ কীভাবে অর্থনৈতিক স্বনির্ভরতা অর্জন করতে পারে, তার নির্দেশনা দান করে অর্থনীতি। সমাজকর্মের সামগ্রিক সমস্যা সমাধান প্রক্রিয়া স্বাবলম্বন নীতির ভিত্তিতে পরিচালিত। মানুষের আওতাধীন সম্পদ ও সামর্থ্যের সম্ভাব্য সর্বোত্তম ব্যবহারের মাধ্যমে সমস্যা সমাধানে সাহায্য করাই সমাজকর্মের লক্ষ্য। নীতিগত দিক হতে অর্থনীতি ও সমাজকর্ম পরস্পর সম্পর্কযুক্ত।

সমাজের সামগ্রিক উন্নয়নে অর্থনীতি ও সমাজকর্ম সহায়ক ভূমিকা পালন করে। যেকোন দেশের সামগ্রিক উন্নয়নের অপরিহার্য দুটি খাত হলো অর্থনৈতিক উন্নয়ন ও সামাজিক উন্নয়ন। অর্থনৈতিক উন্নয়ন দ্বারা দেশের প্রাপ্ত সম্পদের যথাযথ ব্যবহারের মাধ্যমে জাতীয় আয়, মাথাপিছু আয় ও উৎপাদন ক্ষমতা দীর্ঘ সময়ের জন্য বৃদ্ধি করা হয়। অন্যদিকে,



অর্থনৈতিক উন্নয়নের প্রভাবে সমাজ কাঠামোতে যে পরিবর্তনের সূচনা হয়, তার সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে সম্পদের সুবন্টন, জীবনযাত্রার মান উন্নয়ন, মানব সম্পদ উন্নয়ন এবং জনগণের দৃষ্টিভঙ্গি ও মানসিকতার পরিবর্তন হলো সামাজিক উন্নয়ন। অর্থনৈতিক ও সামাজিক উন্নয়ন একটি অবিচ্ছিন্ন প্রক্রিয়া যেমন— অর্থনৈতিক উন্নয়নের মাধ্যমে যদি জাতীয় আয় ও মাথাপিছু আয় বাড়াতে হয়, তবে সামাজিক উন্নয়নের মাধ্যমে জনসংখ্যা বৃদ্ধি হ্রাস এবং শিক্ষা, প্রশিক্ষণ ও স্বাস্থ্যসেবা ব্যবস্থা দ্বারা মানব সম্পদ উন্নয়ন ও সম্পদের সুষ্ঠু বন্টন করতে হয়। এজন্য অর্থনৈতিক উন্নয়নকে অর্থবহ করে তোলার জন্য সামাজিক উন্নয়ন অপরিহার্য। অর্থনৈতিক ও সামাজিক উন্নয়নে অর্থনীতি ও সমাজকর্ম সহায়ক ভূমিকা পালন করে।

সমাজকর্মের বহুমুখী জ্ঞানের অন্যতম উৎস হলো অর্থনীতি। অর্থনীতির মৌলিক জ্ঞান ব্যতীত সামাজিক সমস্যা সমাধানে মানুষকে সাহায্য করা যায় না। কারণ মানুষের অর্থনৈতিক আচরণ, সামাজিক আচরণ থেকে বিচ্ছিন্ন নয় এবং প্রত্যেকটি সামাজিক সমস্যার একটি অর্থনৈতিক দিক রয়েছে। দারিদ্র্য, বেকারত্ব, ডিঙ্কাবৃত্তি, অধিক জনসংখ্যা ইত্যাদি সমস্যা অর্থনীতির সঙ্গে সম্পৃক্ত।

**প্রশ্ন ১৯** সোহেল ও জনি দুই বন্ধু। সোহেল জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়ে এমন একটি বিষয় নিয়ে পড়ছে যেটি মানুষের জন্ম পরিচয়, জন্ম ইতিহাস, মানুষের দৈহিক গঠন, আকার, সংস্কৃতি, পরিবার, ধর্ম ইত্যাদির উৎপত্তি ও ক্রমবিকাশ নিয়ে আলোচনা করে। অন্যদিকে জনিও একই বিশ্ববিদ্যালয়ের এমন একটি বিষয় নিয়ে পড়ছে যেটি ব্যক্তি, দল ও সমষ্টির সমস্যাগুলো চিহ্নিত করে তাদের নিজস্ব সম্পদ ও সামর্থ্যের সর্বোত্তম ব্যবহারের মাধ্যমে সমস্যার সমাধান করে তাদেরকে স্বাবলম্বী করে গড়ে তোলার প্রচেষ্টা চালায়।

(কাদিরাবাদ ক্যান্টনমেন্ট স্যাপার কলেজ, নাটোর। প্রশ্ন নং ৭/)

- ক. Sociology শব্দটি সর্ব প্রথম কে ব্যবহার করেন? ১
- খ. জনবিজ্ঞান বলতে কী বোঝ? ২
- গ. উদ্দীপকে সোহেল যে বিষয়টি নিয়ে পড়ছে তার স্বরূপ ব্যাখ্যা কর। ৩
- ঘ. সোহেল ও জনির অধ্যয়নকৃত বিষয় দুইটির মধ্যে সম্পর্ক আলোচনা কর। ৪

#### ১৯ নং প্রশ্নের উত্তর

**ক.** Sociology শব্দটি সর্ব প্রথম অগাস্ট কোং ব্যবহার করেন।

**খ.** 'মানুষের সংখ্যাভিত্তিক ও পরিসংখ্যানিক বাস্তবভিত্তিক অনুসন্ধান হলো জনবিজ্ঞান।'

জনবিজ্ঞানের ইংরেজি প্রতিশব্দ 'Demography'। শব্দটি গ্রিক শব্দ 'Demos' ও 'Graphia' থেকে উৎপত্তি হয়েছে। সাধারণভাবে জনসংখ্যা সম্পর্কিত আলোচনা করা হয় যে বিজ্ঞানে তাকে জনবিজ্ঞান বলা হয়।

**গ.** উদ্দীপকে বর্ণিত তথ্যানুযায়ী সোহেলের পঠিত বিষয় হলো নৃ-বিজ্ঞান।

নৃ-বিজ্ঞান বলতে মানুষ সম্পর্কিত বিজ্ঞানকে বোঝায়। নৃ-বিজ্ঞানের অন্তর্গত বিষয়গুলোর মধ্যে প্রত্নতত্ত্ব, ভাষাতত্ত্ব, মানুষের শারীরিক গঠন ও আকৃতি সম্পর্কিত চর্চা এবং মানুষের জীবনপ্রণালি সম্বন্ধে আলোচনা বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। সাধারণত মানুষের জন্ম পরিচয়, জন্ম ইতিহাস, সংস্কৃতি, পরিবার, সমাজ, রাষ্ট্র, ধর্ম প্রভৃতি প্রথা ও প্রতিষ্ঠানের উৎপত্তি ও ক্রমবিকাশ নিয়ে নৃ-বিজ্ঞান আলোচনা করে থাকে।

উদ্দীপকে জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থী সোহেল এমন একটি বিষয় নিয়ে পড়ছে যে বিষয়টি মানুষের জন্ম পরিচয়, ইতিহাস, সংস্কৃতি, পরিবার, ধর্ম ইত্যাদির উৎপত্তি এবং ক্রমবিকাশ নিয়ে আলোচনা করে। তাই বলা যায়, সোহেল জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়ে নৃবিজ্ঞান বিষয়ে পড়ছে।

**ঘ.** সোহেলের পড়ার বিষয়টি নৃ-বিজ্ঞান এবং জনির পড়ার বিষয় সমাজকর্ম।

নৃ-বিজ্ঞান এবং সমাজকর্ম বিষয় দুটির মধ্যে নিবিড় সম্পর্ক রয়েছে। সমাজকর্ম মানুষের সামাজিক, মানসিক ও অস্বাভাবিক আচার-আচরণ সম্পর্কিত বহুমুখী সমস্যা সমাধানে বিশেষ ভূমিকা পালন করে। এজন্য সমাজকর্মে ব্যক্তির দৈহিক গঠন, আকৃতি, প্রকৃতি প্রভৃতি সম্পর্কে জ্ঞান অর্জন অত্যাবশ্যকীয়। জৈবিকভাবে এই বিষয়গুলো অনেক সময় সমস্যা সৃষ্টির পেছনে ভূমিকা রাখে। দৈহিক নৃ-বিজ্ঞানের এই জ্ঞান সমাজকর্ম বিভিন্ন সমস্যা সমাধানে প্রয়োগ করে থাকে।

প্রকৃতপক্ষে, সমাজকর্ম সামাজিক ও পারস্পরিক সম্পর্কের ক্ষেত্র তৈরিতেও বিশেষ গুরুত্ব দিয়ে থাকে। এর অভাবে সমাজে নানা সমস্যা ও অনাকাঙ্ক্ষিত অবস্থার সৃষ্টি হয়। এক্ষেত্রে সমাজকর্ম সামাজিক নৃবিজ্ঞানের জ্ঞান আহরণ করে। সমাজকর্ম অনুশীলনের অন্যতম নীতি হলো ব্যক্তির মূল্যবোধ ও সামাজিক মূল্যবোধের বিকাশ এবং তার যথাযথ স্বীকৃতি দান। এক্ষেত্রে সংস্কৃতি নৃ-বিজ্ঞানের জ্ঞান সমাজকর্মকে বিশেষভাবে সাহায্য করে। অনেক সময় আধুনিক জটিল সমাজে বিভিন্ন সামাজিক পরিবর্তনের ফলে ব্যক্তি নিজেকে সমাজের সাথে সার্বিকভাবে খাপখাইয়ে চলতে অক্ষম হয়ে পড়ে। নৃ-বিজ্ঞানের অন্যতম শাখা মানব জীববিজ্ঞান বা অভিযোজ্যতার জ্ঞান মানুষকে পরিবর্তিত অবস্থার সাথে খাপ খাইয়ে চলতে সাহায্য করে।

উপরের আলোচনার প্রেক্ষিতে বলা যায়, সমাজকর্ম ও নৃ-বিজ্ঞানের মধ্যে গভীর সম্পর্ক বিদ্যমান।

**প্রশ্ন ২০** তনয় ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে সমাজকর্ম বিষয়ে মাস্টার্স পাস করার পর ইউনিসেফের একটি প্রকল্পে চাকরি নেয়। তাকে চাকরি সূত্রে বান্দরবানে পোস্টিং দেয়া হয়। সেখানে মা ও শিশুর স্বাস্থ্য সুরক্ষা নিশ্চিত করাই তার কাজ। এজন্য তাকে পায়ই পাহাড়ী এলাকায় শিশুদের মায়েদের সাথে কথা বলতে হয়। কিন্তু শুরুতে ভাষাগত পার্থক্যের জন্য তনয়কে কাজ করতে যথেষ্ট বেগ পেতে হয়। পরবর্তীতে ধীরে ধীরে তনয়ের কাছে সবকিছু স্বাভাবিক হয়ে আসে।

(দিনাজপুর সরকারি মহিলা কলেজ। প্রশ্ন নং ৬/)

- ক. জনবিজ্ঞানের ইংরেজি প্রতিশব্দ কী? ১
- খ. সমাজবিজ্ঞান বলতে কী বোঝায়? ২
- গ. উদ্দীপকে তনয়ের কাজের ক্ষেত্রে নৃ-বিজ্ঞানের জ্ঞান সাহায্য করতে পারে কি? উত্তরের পক্ষে যুক্তি দাও। ৩
- ঘ. উদ্দীপকে তনয়ের পাঠ্যবিষয় সমাজকর্মের সাথে নৃ-বিজ্ঞানের বৈসাদৃশ্যের থেকে সাদৃশ্যের মাত্রা বেশি—ব্যাখ্যা করো। ৪

#### ২০ নং প্রশ্নের উত্তর

**ক.** জনবিজ্ঞানের ইংরেজি প্রতিশব্দ Demography

**খ.** সমাজবিজ্ঞান বলতে এমন একটি বিজ্ঞানকে বোঝায়, যা সমাজের সামগ্রিক ও বিজ্ঞানভিত্তিক অধ্যয়নের পাশাপাশি সমাজের বিভিন্ন দিক নিয়ে আলোচনা করে।

সমাজবিজ্ঞান শব্দটির ইংরেজি প্রতিশব্দ হলো 'Sociology'। শব্দটি গ্রিক শব্দ 'Socius' এবং 'Logos' এর সমন্বয়ে গঠিত। সুতরাং সমাজবিজ্ঞান শব্দের অর্থ হলো সমাজ সম্পর্কে জ্ঞান। সাধারণভাবে বলা যায়, যে শাস্ত্র বা বিজ্ঞান সমাজ সম্পর্কে বিজ্ঞানভিত্তিক তথ্য বস্তুনিষ্ঠ আলোচনা করে তাকে সমাজবিজ্ঞান বলে।

**গ.** উদ্দীপকে তনয়ের কাজের ক্ষেত্রে নৃ-বিজ্ঞানের জ্ঞান সাহায্য করতে পারবে।

নৃ-বিজ্ঞান বলতে মানুষ সম্পর্কিত বিজ্ঞানকে বোঝায়। নৃ-বিজ্ঞানের অন্তর্গত বিষয়গুলোর মধ্যে প্রত্নতত্ত্ব, ভাষাতত্ত্ব, মানুষের শারীরিক গঠন ও আকৃতি সম্পর্কিত চর্চা এবং মানুষের জীবনপ্রণালি সম্বন্ধে আলোচনা বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। নৃ-বিজ্ঞানের মাধ্যমে সাধারণত মানুষের জৈবিক ও সামাজিক বিষয়গুলো সমন্বিত রূপ ধারণ করেছে।



নৃ-বিজ্ঞানের শাস্ত্রিক অর্থ মানববিজ্ঞান। অর্থাৎ নৃ-বিজ্ঞান হচ্ছে মানুষের বিজ্ঞান। এ বিজ্ঞানের সাহায্যে মানুষের অতীতকাল থেকে বর্তমান সময় পর্যন্ত বিবর্তনের ধারাকে পর্যালোচনা করা হয়। সাধারণত মানুষের জন্ম পরিচয়, জন্ম ইতিহাস, সংস্কৃতি, পরিবার, রাষ্ট্র, ধর্ম, বিভিন্ন প্রথা ও প্রতিষ্ঠানের উৎপত্তি এবং ক্রমবিকাশ নিয়ে নৃ-বিজ্ঞান আলোচনা করে। উদ্দীপকে তনয় সমাজকর্মে মাস্টার্স করার পর ইউনিসেফের একটি প্রকল্পে চাকরি নেয়। বান্দরবানে মা ও শিশুর স্বাস্থ্য সুরক্ষা নিশ্চিত করার জন্য সে কাজ করে। এজন্য তাকে প্রায়ই পাহাড়ি এলাকার লোকজনের সাথে কথা বলতে হয়। তনয়কে এক্ষেত্রে নৃ-বিজ্ঞানের জ্ঞান সাহায্য করবে। কারণ নৃ-বিজ্ঞান মানুষের উৎপত্তি, দৈহিক গঠন এবং সামাজিক ও সাংস্কৃতিক ক্রমবিকাশ সম্পর্কে বিজ্ঞানভিত্তিক আলোচনা করে। তনয় নৃ-বিজ্ঞানের জ্ঞানের সাহায্যে পাহাড়ি এলাকার জনগণের ভাষা, জীবনব্যবস্থা সম্পর্কে জানতে পারবে। এর ফলে সে সহজেই তাদের সাথে যোগাযোগ করে তথ্য সংগ্রহ করতে পারবে। যা তার কার্যক্রম সফল করতে কার্যকরী ভূমিকা রাখবে।

**ঘ** তনয়ের পাঠ্যবিষয় সমাজকর্মের সাথে নৃ-বিজ্ঞানের বেশ কিছু বৈসাদৃশ্য থাকলেও এদের মধ্যে সাদৃশ্যের মাত্রা বেশি—বস্তুব্যাটির সাথে আমি একমত।

সমাজকর্ম মানবজ্ঞানের বিভিন্ন শাখা হতে তাত্ত্বিক জ্ঞান লাভ করে নিজস্ব কৌশল ও পদ্ধতিতে মানবসেবায় প্রয়োগ করে। তাই পেশাদার সমাজকর্মের বিকাশ ও অনুশীলনে নৃ-বিজ্ঞানের জ্ঞান অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। সমাজকর্ম একটি ব্যবহারিক সামাজিক বিজ্ঞান। এটি সর্বদাই মানবকল্যাণে এর জ্ঞান পদ্ধতি ও কৌশল প্রয়োগ করে। কিন্তু নৃ-বিজ্ঞান মূলত তাত্ত্বিক বিজ্ঞান। এর জ্ঞান মানবকল্যাণের ক্ষেত্রে তেমন একটা প্রয়োগ করা হয় না। সমাজকর্মের তুলনায় নৃ-বিজ্ঞানের বিষয়বস্তু ও পরিধি ব্যাপক। নৃ-বিজ্ঞান মানুষকে প্রাণী ও সামাজিক জীব হিসেবে বিবেচনা করে। অন্যদিকে সমাজকর্ম মানুষকে কেবল সামাজিক জীব হিসেবে বিবেচনা করে। এসব বৈসাদৃশ্য থাকলেও নৃ-বিজ্ঞান ও সমাজকর্ম পরস্পর সম্পর্কযুক্ত। সমাজকর্ম মানুষের সামাজিক, মানসিক ও অস্বাভাবিক আচার-আচরণ সম্পর্কিত বহুমুখী সমস্যা সমাধানে বিশেষ ভূমিকা পালন করে। এজন্য সমাজকর্মে ব্যক্তির দৈহিক গঠন, আকৃতি, প্রভৃতি সম্পর্কে জ্ঞান অর্জন করা জরুরি। কোনো কোনো জৈবিক বিষয় মনো-সামাজিক সমস্যা সৃষ্টির পেছনে ক্রিয়াশীল ভূমিকা রাখে। সমাজকর্ম বিভিন্ন সমস্যা সমাধানে দৈহিক নৃ-বিজ্ঞানের এই জ্ঞান প্রয়োগ করে। তাছাড়া সমাজকর্ম পারস্পরিক সম্পর্কের ক্ষেত্রে তৈরিকেও বিশেষ গুরুত্ব দেয়। এর অভাবে সমাজে নানা সমস্যা ও অনাকাঙ্ক্ষিত অবস্থার সৃষ্টি হয়। এক্ষেত্রে সাংস্কৃতিক নৃ-বিজ্ঞানের জ্ঞান সমাজকর্মকে বিশেষভাবে সাহায্য করে। কেননা সাংস্কৃতিক নৃ-বিজ্ঞান হলো সমাজের প্রচলিত বিশ্বাস, রীতিনীতি, আদর্শ-মূল্যবোধ সংক্রান্ত জ্ঞানের উৎস। অনেক সময় আধুনিক জটিল সমাজে বিভিন্ন সামাজিক পরিবর্তনের ফলে ব্যক্তি নিজেকে সমাজের সাথে সার্বিকভাবে খাপ খাইয়ে চলতে অক্ষম হয়ে পড়ে। নৃ-বিজ্ঞানের অন্যতম শাখা মানব জীববিজ্ঞান বা অভিযোজ্যতার জ্ঞান মানুষকে পরিবর্তিত অবস্থার সাথে খাপ খাইয়ে চলতে সাহায্য করে। এই অভিযোজনের বিষয়টিকে সমাজকর্ম বিশেষ গুরুত্ব প্রদান করে থাকে। উদ্দীপকে তনয় তার পেশাগত দায়িত্ব পালন করতে গিয়ে সমাজকর্মের জ্ঞানের সাহায্যে সকল সমস্যার সমাধান করতে পারে না। এক্ষেত্রে নৃ-বিজ্ঞানের জ্ঞান তাকে নানাভাবে সাহায্য করে। তাই বলা যায়, সমাজকর্ম ও নৃ-বিজ্ঞান একে অপরকে সহায়তা করে সমাজের কল্যাণে ভূমিকা রাখে।

**প্রশ্ন ২১** বাংলাদেশের অবহেলিত ও নির্যাতিত নারীদের সুরক্ষার জন্য ১৯৮০ সালে যৌতুক নিরোধ আইন প্রণীত হয়। এই আইনের আওতায় যৌতুক সংশ্লিষ্ট বিভিন্ন অপরাধের জন্য বিভিন্ন মেয়াদে কারাদণ্ড, অর্থদণ্ড, মৃত্যুদণ্ড ইত্যাদি প্রদান করার বিধান রয়েছে।

[কুমিল্লা ডিটোরিয়া সরকারি কলেজ। প্রশ্ন নং ৬]

- ক. 'Psyche' শব্দের অর্থ কী? ১  
খ. নৃবিজ্ঞান বলতে কী বোঝায়? ২  
গ. উদ্দীপকের আইনটি সমাজকর্মের সাথে সম্পর্কিত কেন? ব্যাখ্যা কর। ৩  
ঘ. 'আইন সমাজকর্ম পেশার লক্ষ্যার্জনে সহায়ক'— মন্তব্যটি যাচাই কর। ৪

### ২১ নং প্রশ্নের উত্তর

**ক** 'Psyche' শব্দের অর্থ আত্মা।

**খ** নৃবিজ্ঞান বলতে মানুষের বিজ্ঞানকে বোঝায়।

নৃবিজ্ঞানের ইংরেজি প্রতিশব্দ হচ্ছে 'Anthropology'। যা গ্রিক শব্দ 'Anthropos' অর্থ 'মানুষ' এবং 'Logos' অর্থ 'বিজ্ঞান' থেকে উদ্ভূত। এ বিজ্ঞানের সাহায্যে মানুষের অতীতকাল থেকে বর্তমান সময় পর্যন্ত বিবর্তনের ধারাকে পর্যালোচনা করা হয়। সাধারণত মানুষের জন্ম পরিচয়, জন্ম ইতিহাস, সংস্কৃতি, পরিবার, রাষ্ট্র, ধর্ম প্রভৃতি প্রথা ও প্রতিষ্ঠানের উৎপত্তি ও ক্রমবিকাশ নিয়েই নৃবিজ্ঞান আলোচনা করে থাকে।

**গ** উদ্দীপকে উল্লিখিত আইনটি উদ্দেশ্য এবং কার্যকরী বাস্তবায়নের লক্ষ্যে সমাজকর্মের সাথে সম্পর্কিত।

আইন প্রণয়নের উদ্দেশ্য সমাজের কল্যাণ নিশ্চিত করা। সমাজকর্মও এই একই উদ্দেশ্যে কাজ করে। আইনের যথার্থতা নির্ভর করে তার সৃষ্টি প্রয়োগের ওপর। এক্ষেত্রে আইনের যথাযথ বাস্তবায়নে সমাজকর্ম গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে।

উদ্দীপকে বাংলাদেশের অবহেলিত ও নির্যাতিত নারীদের সুরক্ষার জন্য প্রণীত ১৯৮০ সালের যৌতুক নিরোধ আইনের কথা বলা হয়েছে। এ আইনটি প্রণয়নের অন্যতম উদ্দেশ্য হচ্ছে যৌতুকের ক্ষতিকর প্রভাব থেকে সমাজকে মুক্ত করা। যৌতুক প্রথা দূর করা সম্ভব হলে সমাজে নারীদের অবস্থার উন্নয়ন ঘটবে। সমাজকর্মও সমাজের অবহেলিত, দুস্থ জনগোষ্ঠীর সমস্যা মোকাবিলায় কাজ করে। এদিকে থেকে বিচার করলে বলা যায়, উদ্দেশ্যগত দিক থেকে উদ্দীপকের আইনটি সমাজকর্মের সাথে সম্পর্কিত। আইন প্রণয়ন যেমন গুরুত্বপূর্ণ তেমনি তার যথাযথ বাস্তবায়নও জরুরি। জনগণের সচেতনতার অভাব, সমাজে প্রচলিত বিভিন্ন মূল্যবোধ, নিরক্ষরতা, সরকারি ও বেসরকারি প্রতিষ্ঠানের মধ্যে সমন্বয়হীনতা প্রভৃতি কারণে আইনের যথাযথ বাস্তবায়ন ঘটে না। এ সকল সমস্যা দূর করে সমাজকর্ম আইনের কার্যকরী বাস্তবায়নের উদ্যোগ গ্রহণ করে। এজন্য উদ্দীপকে উল্লিখিত আইনটির যথাযথ বাস্তবায়নের জন্য আইনটি সমাজকর্মের ওপর নির্ভরশীল।

**ঘ** আইন সমাজকর্ম পেশার লক্ষ্যার্জনে সহায়ক মন্তব্যটি যথার্থ বলে আমি মনে করি।

আইন ও সমাজকর্ম উভয়ই মানুষের স্বার্থ ও অধিকার সংরক্ষণের উদ্দেশ্যে কাজ করে। আর এ উদ্দেশ্য পূরণে আইন ও সমাজকর্ম একে অপরকে নানাভাবে সহযোগিতা করে।

উদ্দীপকে ১৯৮০ সালে প্রণীত যৌতুক নিরোধ আইনের উল্লেখ করা হয়েছে। বাংলাদেশের অবহেলিত ও নির্যাতিত নারীদের যৌতুকের ক্ষতিকর প্রভাব থেকে রক্ষা করাই আইনটির অন্যতম লক্ষ্য। এ আইনে যৌতুক সংশ্লিষ্ট বিভিন্ন অপরাধের জন্য শাস্তির বিধানও উল্লেখ করা হয়েছে। যৌতুক নিরোধের মতো আইনসমূহ সমাজকর্মের লক্ষ্যার্জনে সহায়তা করে। কারণ আইন ও সমাজকর্ম উভয়ই মানবসেবায় নিয়োজিত। আইন পেশাগত সমাজকর্মের হাতিয়ার হিসেবে কাজ করে। এর মাধ্যমে সামাজিক নীতির বাস্তবায়ন করে সমাজের অর্থপূর্ণ কল্যাণ নিশ্চিত করা যায়। আইন কার্যকর সামাজিক পরিবেশ গড়ে তুলতে সাহায্য করে যা সমাজকর্মের অন্যতম লক্ষ্য ও উদ্দেশ্যের সাথে সাদৃশ্যপূর্ণ। আধুনিক সমাজকর্ম অপরাধ এবং কিশোর অপরাধ নিরসনে



শাস্তির পরিবর্তে সংশোধনমূলক ব্যবস্থাকে বেশি গুরুত্ব দেয়। এক্ষেত্রে বিভিন্ন ধরনের সংশোধনমূলক কার্যক্রম যেমন- প্রবেশন, প্যারোল, কির্শোর আদালত প্রভৃতিতে সমাজকর্মীগণ কাজ করে থাকেন। সংশোধনমূলক সেবায় সমাজকর্মী ছাড়াও আইনজীবীরা বিশেষ ভূমিকা পালন করে থাকে। তাই দেখা যাচ্ছে, সমাজকর্মের সংশোধনমূলক কার্যক্রমেও আইন পেশার ক্ষেত্র বিস্তৃত।

সার্বিক আলোচনার প্রেক্ষিতে বলা যায়, সমাজকর্ম হলো আইন ও সেবাগ্রহীতাদের মধ্যকার সমঝোতামূলক এক ধরনের সেবা। আর আইন সমাজকর্মের বৃহত্তর সেবার মান উন্নয়নে কার্যকরী ভূমিকা পালন করে।

**প্রশ্ন ২২** মিসেস সেলিনা আহমেদ একজন জননেত্রী। তিনি তার এলাকার জনগণের জীবনযাত্রার মান উন্নয়ন এবং জাতীয় আয় বৃদ্ধির লক্ষ্যে বিভিন্ন পরিকল্পনা প্রণয়ন করেন। তিনি এক জনসভায় বলেন, ভারসাম্যপূর্ণ আর্থ-সামাজিক উন্নয়ন ব্যতীত সমাজের সঠিক কল্যাণ আশা করা যায় না। মূলত অর্থনীতিই সমস্যা সমাধানের পথ নির্দেশ করে। শেষে তিনি বলেন, সমাজের সামগ্রিক উন্নয়নে সমাজকর্ম ও অর্থনীতি সহায়ক ভূমিকা পালন করে। *[লক্ষীপুর সরকারি কলেজ। প্রশ্ন নং ৭/]*

- ক. অর্থনীতির জনক কে? ১
- খ. 'নৃবিজ্ঞান মানুষ ও তার সংস্কৃতির বিজ্ঞান'— ব্যাখ্যা কর। ২
- গ. 'অর্থনীতি সমস্যা সমাধানের পথ নির্দেশ করে'—এ বক্তব্যের আলোকে অর্থনীতির পরিধি ব্যাখ্যা কর। ৩
- ঘ. মিসেস সেলিনা আহমেদের শেষোক্ত উক্তিটি বিশ্লেষণ কর। ৪

#### ২২নং প্রশ্নের উত্তর

**ক** অর্থনীতির জনক এডাম স্মিথ।

**খ** নৃ-বিজ্ঞান মানুষের উৎপত্তি, দৈহিক গঠন এবং সামাজিক ও সাংস্কৃতিক ক্রমবিকাশ সম্পর্কিত বিজ্ঞান ভিত্তিক আলোচনা করে বলে একে মানুষ ও তার সংস্কৃতির বিজ্ঞান বলা হয়।

নৃ-বিজ্ঞানকে এর আলোচ্য বিষয়ের আলোকে দুটি শ্রেণিতে ভাগ করা হয়। যথা— দৈহিক নৃ-বিজ্ঞান ও সাংস্কৃতিক নৃ-বিজ্ঞান। দৈহিক নৃ-বিজ্ঞান মানুষের উৎপত্তি, বিকাশ ও দৈহিক গঠন নিয়ে আলোচনা করে। আর সাংস্কৃতিক নৃ-বিজ্ঞান মানুষের সাংস্কৃতিক জীবনের ধারাবাহিক বিবর্তন নিয়ে আলোচনা করে। অর্থাৎ নৃ-বিজ্ঞানের আলোচ্য বিষয় হলো মানুষ ও তার সংস্কৃতি। তাই বলা যায়, নৃ-বিজ্ঞান মানুষ ও তার সংস্কৃতির বিজ্ঞান।

**গ** মিসেস সেলিনা আহমেদ উদ্দীপকের প্রথম অংশে অর্থনীতির কথা বলেছেন যা সমস্যা সমাধানের পথ নির্দেশ করে।

অর্থনীতি সামাজিক বিজ্ঞানের এমন একটি শাখা যা মানুষের অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ড নিয়ে আলোচনা করে। সামাজিক কল্যাণের যে অংশ প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে অর্থের দ্বারা পরিমাপ করা যায় তার আলোচনাই অর্থনীতিতে মুখ্য বিষয় হিসেবে বিবেচিত। অর্থনীতির লক্ষ্য হলো— সম্পদের সর্বোত্তম ব্যবহার নিশ্চিত করা। এ লক্ষ্যে অর্থনীতি অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধির হার গতিশীল করতে সম্পদের উপযুক্ত ব্যবহার ও বরাদ্দের ওপর আলোচনা করে। মানুষের মৌলিক চাহিদা পূরণেও এটি বিশেষভাবে প্রচেষ্টা চালায়। মানুষের সীমিত সম্পদের বিকল্প ব্যবহারের মাধ্যমে স্বাবলম্বিতা অর্জনেও অর্থনীতি গুরুত্বারোপ করে। এতে বোঝা যায়, অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি আনয়ন, সম্পদের সদ্ব্যবহার ও বিকল্প ব্যবহার, উৎপাদন প্রভৃতি হলো অর্থনীতির পরিধিভুক্ত বিষয়। আর অর্থনীতি এসব ক্ষেত্রে সমস্যা চিহ্নিত করে তা সমাধানের পথ নির্দেশ করে থাকে।

উদ্দীপকের মিসেস সেলিনা আহমেদ তার এলাকার জনগণের জীবনযাত্রার মান উন্নয়ন এবং জাতীয় আয় বৃদ্ধির লক্ষ্যে বিভিন্ন পরিকল্পনা করেন। তিনি এক জনসভায় বলেন, অর্থনীতিই সমস্যা সমাধানের পথ নির্দেশ করে।

**ঘ** মিসেস সেলিনা আহমেদের শেষোক্ত উক্তি হলো— "সমাজের সামগ্রিক উন্নয়নে সমাজকর্ম ও অর্থনীতি সহায়ক ভূমিকা রাখে।"

সমাজের সামগ্রিক উন্নয়নে সমাজকর্ম ও অর্থনীতি একে অপরের পরিপূরক হিসেবে কাজ করে।

সমাজকর্ম ও অর্থনীতি উভয়ের লক্ষ্য হলো সম্পদের সর্বোত্তম ব্যবহার নিশ্চিত করা। এ লক্ষ্যে সমাজকর্ম সীমিত সম্পদের সদ্ব্যবহারের ওপর গুরুত্ব প্রদান করে যাতে সমস্যার যথোপযুক্ত ও স্থায়ী সমাধান সম্ভব হয়। অন্যদিকে অর্থনীতি প্রবৃদ্ধি আনয়নের জন্য সম্পদের উপযুক্ত ব্যবহার ও বরাদ্দের ওপর আলোচনা করে। সমাজের একজন নাগরিক হিসেবে মৌল মানবিক চাহিদা পূরণকল্পে সমাজকর্ম ও অর্থনীতি উভয়ই বিশেষ প্রয়াস চালায়। সমাজকর্মে সম্পদ ও অর্থনীতির জ্ঞানের কোনো বিকল্প নেই। সর্বোপরি, সমাজকর্ম ও অর্থনীতি উভয়ই মানুষের জীবনযাত্রার মান উন্নয়নে কাজ করে। স্বাস্থ্য, শিক্ষা, প্রশিক্ষণ প্রভৃতি বিষয়ে নানা কর্মসূচি পরিচালনার মাধ্যমে মানুষের জীবনযাত্রার উন্নয়নে সমাজকর্ম যে প্রচেষ্টা চালায় অর্থনীতি ব্যক্তি ও সমষ্টির দক্ষতা উন্নয়ন ও সম্পদ বৃদ্ধির মাধ্যমে তা অর্জনে সচেষ্ট থাকে। সমাজকর্ম ও অর্থনীতির এই কার্যক্রমগুলোর মাধ্যমে সমাজের সামগ্রিক উন্নয়ন সাধিত হয়। উদ্দীপকের জননেত্রী মিসেস সেলিনা আহমেদ তার এলাকার জনগণের জীবনমান উন্নয়ন ও আয় বৃদ্ধির জন্য পরিকল্পনা করেন। এক জনসভায় গিয়ে তিনি সমাজের সার্বিক উন্নয়নে সমাজকর্ম ও অর্থনীতির ভূমিকার কথা উল্লেখ করেন আর উপরোক্তভাবে এই দুটি বিষয় সমাজের উন্নয়নে অবদান রাখে।

উপরের আলোচনা থেকে বলা যায়, সমাজের সামগ্রিক উন্নয়নে অর্থনীতি ও সমাজকর্মের ভূমিকা পরস্পর সহায়ক।

**প্রশ্ন ২৩** মজুমদার জুয়েল একজন পেশাদার সমাজকর্মী। তার নিয়োগকারী প্রতিষ্ঠান তাকে একটি বিশেষ এলাকার সমস্যা সমাধানের জন্য দায়িত্ব দিয়েছে। মজুমদার জুয়েল দেখতে পায় ঐ এলাকার সকল সমস্যার মূলে রয়েছে অর্থ। অর্থনৈতিক কারণে সমস্যা সৃষ্টি হচ্ছে। *[লক্ষীপুর সরকারি কলেজ। প্রশ্ন নং ১১/]*

- ক. মার্শাল প্রদত্ত অর্থনীতির সংজ্ঞাটি উল্লেখ কর। ১
- খ. সমাজকর্মের একটি লক্ষ্য ব্যাখ্যা কর। ২
- গ. উদ্দীপকে ঐ বিশেষ এলাকার সমস্যা সমাধানে মজুমদার জুয়েলকে কোন বিষয়ের জ্ঞান প্রয়োগ করতে হবে? ৩
- ঘ. উক্ত বিষয়ের সাথে সমাজকর্মের সম্পর্ক আলোচনা কর। ৪

#### ২৩ নং প্রশ্নের উত্তর

**ক** আলফ্রেড মার্শাল বলেন, "অর্থনীতি এমন একটি বিষয় যা মানুষের দৈনন্দিন জীবনের কার্যাবলি নিয়ে আলোচনা করে।"

**খ** সমাজকর্মের একটি অন্যতম লক্ষ্য হলো সামাজিক ভূমিকা পালনে ব্যক্তিকে সহায়তা করা।

সামাজিক সম্পর্কের বিভিন্ন পর্যায়ে প্রতিটি মানুষকে নানা ধরনের দায়িত্ব ও কর্তব্য পালন তথা সামাজিক ভূমিকা পালন করতে হয়। কারণ এ দায়িত্ব কর্তব্য পালন ব্যতীত সমাজে সুস্থ ও সুন্দরভাবে বসবাস করা যায় না। প্রতিটি ব্যক্তি যদি সঠিকভাবে তার দায়িত্ব-কর্তব্য পালন করে তাহলে সমাজে বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি হয় না। তাই সমাজকর্ম মানুষকে এমনভাবে সাহায্য করে যাতে সে তাদের কাজিক্ত সামাজিক ভূমিকা পালন করে সমাজের সুস্থ পরিবেশ বজায় রাখতে এবং সমাজের অগ্রগতি সাধনে সহায়তা করতে পারে।

**গ** উদ্দীপকে উল্লিখিত সমাজকর্মী মজুমদার জুয়েলকে ঐ বিশেষ এলাকার সমস্যা সমাধানে অর্থনীতির জ্ঞান প্রয়োগ করতে হবে।

সামাজিক বিজ্ঞানের গুরুত্বপূর্ণ একটি শাখা হচ্ছে অর্থনীতি। অর্থনীতি হলো এমন একটি সামাজিক বিজ্ঞান; যা মানুষের সেসব কার্যাবলি নিয়ে



আলোচনা করে যেগুলো বিনিময়ের সাথে সম্পর্কযুক্ত এবং অর্থের দ্বারা পরিমাপযোগ্য। কীভাবে উৎপাদনের সীমিত উপকরণের বিকল্প ব্যবহারের মাধ্যমে মানুষের অসীম অভাব পূরণ করা যায়, তার বিশ্লেষণ করাই অর্থশাস্ত্রের আলোচ্য বিষয়। সম্পদের উৎপাদন, ভোগ, বিনিময় ও বন্টন সংক্রান্ত মানুষের যে কর্মধারা অর্থনীতি তারই আলোচনা করে।

উদ্দীপকে উল্লিখিত সমাজকর্মী মজুমদার জুয়েল তার নিয়োগকারী প্রতিষ্ঠান কর্তৃক একটি বিশেষ এলাকার সমস্যা সমাধানের জন্য দায়িত্বপ্রাপ্ত হন। তিনি ঐ এলাকায় গিয়ে দেখেন সেখানকার মানুষের সকল সমস্যার মূল কারণ হচ্ছে অর্থ। অর্থনৈতিক কারণে তাদের সমস্যার সৃষ্টি। এক্ষেত্রে ঐ এলাকার সমস্যা সমাধানে সমাজকর্মী জুয়েলকে অর্থনীতির জ্ঞান প্রয়োগ করতে হবে। কারণ অর্থনীতি শাস্ত্রটি মানুষের অর্থনৈতিক সমস্যা সংক্রান্ত সকল বিষয়ে আলোচনা করে থাকে। সুতরাং বলা যায়, অর্থনীতির জ্ঞান প্রয়োগ করে সমাজকর্মী জুয়েল তার দায়িত্বপ্রাপ্ত এলাকার সমস্যা সমাধানে সক্ষম হবেন।

অর্থনীতির সাথে সমাজকর্মের ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক বিদ্যমান। অর্থনীতি সামাজিক বিজ্ঞানের এমন একটি শাখা যা সমাজস্থ মানুষের অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ড নিয়ে আলোচনা করে। সামাজিক কল্যাণের যে অংশ প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে অর্থের দ্বারা পরিমাপ করা যায়, তার আলোচনাই অর্থনীতির মুখ্য বিষয় হিসেবে বিবেচিত। সমাজকর্ম ও সীমিত সম্পদ ও সমাজের সদস্যদের নিজস্ব সম্পদের সন্মত ব্যবহারের মাধ্যমে সমস্যার সমাধান ও প্রয়োজন পূরণের লক্ষ্যে কাজ করে। তাই সমাজকর্ম ও অর্থনীতি একে অপরের সাথে ঘনিষ্ঠভাবে সম্পর্কযুক্ত।

সমাজকর্ম ও অর্থনীতি উভয় শাস্ত্রের লক্ষ্য হলো সম্পদের সর্বোত্তম ব্যবহার নিশ্চিত করা। এ লক্ষ্যে সমাজকর্ম সীমিত সম্পদের সন্মত ব্যবহারের ওপর গুরুত্ব প্রদান করে, যাতে সমস্যার যথোপযুক্ত ও স্থায়ী সমাধান সম্ভব হয়। অন্যদিকে, অর্থনীতি অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি আনয়নের জন্য সম্পদের উপযুক্ত ব্যবহার ও বরাদ্দের ওপর আলোচনা করে। সমাজের একজন নাগরিক হিসেবে সুস্থ সুন্দরভাবে বেঁচে থাকার জন্য মৌল মানবিক চাহিদা পূরণ আবশ্যিক, সমাজকর্ম ও অর্থনীতি উভয়ই এ লক্ষ্য অর্জনে বিশেষ প্রয়াস চালায়। যেহেতু সমাজকর্ম মানুষের সমস্যার সমাধানে প্রচেষ্টা চালায়, তাই এটি মৌলিক চাহিদা পূরণের প্রতি বিশেষ গুরুত্ব প্রদান করে।

সমাজকর্ম ব্যক্তিকে তার নিজস্ব সম্পদ ব্যবহারের মাধ্যমে আত্মনির্ভরশীল করে গড়ে তোলে। অন্যদিকে অর্থনীতিও সীমিত সম্পদের বিকল্প ব্যবহারের মাধ্যমে স্বাবলম্বিতা অর্জনে গুরুত্বারোপ করে থাকে।

পরিশেষে বলা যায়, সমাজকর্ম ও অর্থনীতি উভয়ই মানুষের জীবনযাত্রার মান উন্নয়নে কাজ করে থাকে। তাই উভয়ের মধ্যে ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক বিদ্যমান।

**প্রশ্ন ২৪** সুনয়না ও সুলোচনা দুজন বান্ধবী। উচ্চ মাধ্যমিক পাস করে তারা রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ে পৃথক দুটি বিষয়ে ভর্তি হয়। সুনয়নার বিষয়টি জাতীয় আয়, বন্টন, বিনিময়, ভোগ, বাজার, ব্যবস্থা ইত্যাদির আলোকপাত করে। অন্যদিকে সুলোচনা যে বিষয়ে পড়াশোনা করে যেখানে সমস্যার বিজ্ঞানসম্মত স্থায়ী সমাধানের ওপর গুরুত্ব দেওয়া হয়।

(জাদাবাদ কলেজ, সিলেট। প্রশ্ন নং ৭)

- ক. জনবিজ্ঞান বলতে কী বোঝায়? ১
- খ. নৃবিজ্ঞান হলো মানুষের সামগ্রিক পাঠ-ব্যাখ্যা কর। ২
- গ. উদ্দীপকে উল্লিখিত সুনয়না ও সুলোচনার অধ্যয়নরত বিষয় দুটির লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য তোমার পাঠ্য বইয়ের আলোকে ব্যাখ্যা কর। ৩
- ঘ. উদ্দীপকে বর্ণিত বিষয় দুটি একটি অন্যটির জ্ঞানের উৎস-বুঝিয়ে লেখ। ৪

ক. জনবিজ্ঞান হচ্ছে জনসংখ্যা সম্পর্কিত বিজ্ঞান, যা জনসংখ্যা এবং এ সংশ্লিষ্ট বিভিন্ন বিষয় নিয়ে আলোচনা ও গবেষণা করে।

খ. মানুষের জন্ম পরিচয়, জন্ম ইতিহাস, সংস্কৃতি, পরিবার, রাষ্ট্র, ধর্ম, প্রভৃতি প্রথা ও প্রতিষ্ঠানের উৎপত্তি ও ক্রমবিকাশসহ মানুষের সামগ্রিক বিষয় নিয়ে নৃ-বিজ্ঞান আলোচনা ও গবেষণা করে।

নৃ-বিজ্ঞানের শাব্দিক অর্থ মানববিজ্ঞান। নৃ-বিজ্ঞান প্রাণীকুলের অন্যতম জীব হিসেবে মানুষের কৃষ্টি, ক্রমবিবর্তন, ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়া পর্যালোচনা করে। অন্যদিকে সামাজিক জীব হিসেবে সমাজ ও সাংস্কৃতিক জীবনধারা নিয়ে আলোচনা করে। বিশিষ্ট নৃ-বিজ্ঞানী ই.এ. হোবেল বলেন, নৃ-বিজ্ঞান মানুষ ও সংস্কৃতির বিজ্ঞান। তাই নৃ-বিজ্ঞান হলো মানুষের সামগ্রিক ও পূর্ণাঙ্গ পাঠ।

গ. উদ্দীপকে উল্লিখিত সুনয়না ও সুলোচনার অধ্যয়নরত বিষয় দুটি যথাক্রমে অর্থনীতি ও সমাজকর্ম। এদের বিভিন্ন লক্ষ্য, উদ্দেশ্য থাকলেও সামাজিক বিজ্ঞানে উভয়ের পরিধি সুবিশাল। সীমিত সম্পদের বহুমুখী বিকল্প ব্যবহার দ্বারা মানুষের অসীম অভাব পূরণের উপায় নিয়ে আলোচনা করাই অর্থনীতির মূল লক্ষ্য। সমাজকর্মের লক্ষ্য হলো মানুষের আওতাধীন সম্পদ ও সামর্থ্যের সর্বোত্তম ব্যবহারের মাধ্যমে সার্বিক কল্যাণ আনয়নে সহায়তা করা। সুতরাং অর্থনীতি ও সমাজকর্ম উভয়ের লক্ষ্য হলো মানব কল্যাণ।

উদ্দীপকে দেখা যায়, রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থী সুনয়নার বিষয়টি জাতীয় আয়, বন্টন, বিনিময়, ভোগ, বাজার ইত্যাদি নিয়ে আলোচনা করে, যা অর্থনীতি। অন্যদিকে সুলোচনার বিষয়টি বিভিন্ন সমস্যার বিজ্ঞানসম্মত স্থায়ী সমাধানের উদ্দেশ্যে কাজ করে, সেটি সমাজকর্ম। অর্থনীতি অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধির হার গতিশীল করার লক্ষ্যে সম্পদের উপযুক্ত ব্যবহার ও বরাদ্দের উপর আলোচনা করে। আর সমাজকর্ম মানুষের সমস্যার সমাধানে প্রচেষ্টা চালায়, তাই এটি মানুষের মৌলিক চাহিদা পূরণে বিশেষ গুরুত্ব প্রদান করে থাকে। অর্থনীতি মানুষের সীমিত সম্পদের বিকল্প ব্যবহারের মাধ্যমে স্বাবলম্বিতা অর্জনের উদ্দেশ্যে কাজ করে। সামাজকর্মের অন্যতম লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য হলো পরিকল্পিত ও গঠনমূলক সামগ্রিক পরিবর্তন আনা। সমাজকর্ম ও অর্থনীতির লক্ষ্য ও উদ্দেশ্যে ভিন্নতা দেখা গেলেও উভয়ই সম্পদের সর্বোত্তম ব্যবহার করার লক্ষ্য ও উদ্দেশ্যে আলোচিত হয়।

ঘ. উদ্দীপকে নির্দেশিত অর্থনীতি ও সমাজকর্ম একটি অন্যটির জ্ঞানের উৎস হিসেবে বিবেচিত।

অন্যতম প্রতিষ্ঠিত সামাজিক বিজ্ঞান হিসেবে সমাজকর্ম ও অর্থনীতি উভয়ই মানবকল্যাণ ও সমাজ উন্নয়ন প্রত্যাশী। অর্থনীতি হচ্ছে মানুষের দৈনন্দিন জীবনের অর্থনৈতিক কার্যাবলির আলোচনা। যেহেতু, সমাজকল্যাণ মানব কল্যাণ প্রয়াসী এবং সমস্যা সমাধান প্রত্যাশী সেহেতু অর্থনীতির জ্ঞান অর্জনে বাধ্য। কারণ, অর্থ ছাড়া যেমন কল্যাণ সম্ভব নয় তেমনি সমস্যার সমাধান ও কল্পনামাত্র। অর্থ ও কল্যাণ যে কারণে সম্পর্কযুক্ত অর্থনীতি ও সমাজকর্মের জ্ঞানও ঠিক সে কারণে সম্পর্কযুক্ত। উদ্দীপকে উল্লেখ রয়েছে, সুনয়নার বিষয়টি জাতীয় আয়, বন্টন, বিনিময়, ভোগ, বাজার, ব্যবস্থা ইত্যাদির আলোকপাত করে। অন্যদিকে উক্ত বিষয়গুলোসহ বিভিন্ন সমস্যার জ্ঞানসম্মত স্থায়ী সমাধান খোঁজে সুলোচনার বিষয়টি। বিষয় দুটি অর্থনীতি ও সমাজকর্ম। সমাজকর্ম মানুষকে অগ্রাধিকার ভিত্তিতে প্রয়োজন পূরণের এবং মিতব্যয়ী হওয়ার শিক্ষা দেয়। অন্যদিকে সম্পদ বৃদ্ধিতে উৎপাদনের প্রতি জোর দেয়। সমাজকর্ম এরূপ জ্ঞান অর্জন করে অর্থনীতি থেকে। আর, অর্থনীতি সমাজকর্ম থেকে কল্যাণের শিক্ষা নেয়।

সুতরাং বলা যায়, সমাজকর্মে অর্থনীতির জ্ঞানের প্রয়োজনীয়তা এবং অর্থনীতিতে সমাজকর্মের জ্ঞানের গুরুত্ব থাকায় একটি অন্যটির জ্ঞানের উৎস।



**প্রশ্ন ২৫** শফিক স্যার ক্লাসে বললেন এটি এমন একটি বিষয় যা সামাজিক সমস্যার কারণ উদ্ঘাটনের পাশাপাশি সামাজিক সমস্যার বিজ্ঞানভিত্তিক সমাধান ও পরিবর্তিত পরিস্থিতিতে খাপ খাওয়াতে মানুষকে সাহায্য করে। অন্যদিকে শাহিন স্যার ক্লাসে বললেন এটি এমন একটি বিষয় যা মানুষকে অভাব, সম্পদ, আয়-ব্যয়ের সামঞ্জস্য বিধান এবং জাতীয় উন্নয়নে সহায়তা করে। *[জ্যাকুইনমেন্ট কলেজ, যশোর। প্রশ্ন নং ৭/]*

- ক. কোন ভাষা থেকে পেশা শব্দটিকে বাংলা ভাষায় নেওয়া হয়েছে? ১  
খ. আত্মনিয়ন্ত্রণ অধিকার বলতে কী বোঝ? ২  
গ. উদ্দীপকে শাহিন স্যারের ইঙ্গিতকৃত বিষয়টি ব্যাখ্যা কর। ৩  
ঘ. উদ্দীপকে শফিক স্যার ও শাহিন স্যারের বিষয় দুটি পরস্পর নির্ভরশীল হলেও উভয়ের মধ্যে পার্থক্য বিদ্যমান-তুমি কি বক্তব্যটি সমর্থন কর? যুক্তি দাও। ৪

### ২৫ নং প্রশ্নের উত্তর

**ক.** ফারসি ভাষা থেকে পেশা শব্দটিকে বাংলা ভাষায় নেওয়া হয়েছে।

**খ.** আত্মনিয়ন্ত্রণ অধিকার (Right of Self-determination) বলতে ব্যক্তির স্বকীয়তা বজায় রেখে যোগ্যতা প্রমাণের মাধ্যমে আত্মনিয়ন্ত্রণের (Self-determination) সুযোগকে বোঝায়।

এটি সমাজকর্মের অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ একটি মূল্যবোধ। ব্যক্তির পছন্দ, চাহিদা, সামর্থ্য এবং ক্ষমতা অনুযায়ী সিদ্ধান্ত গ্রহণ এবং সে অনুযায়ী নিজেকে গড়ে তোলার ক্ষেত্রে অধিকার গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। এ অধিকার ব্যক্তির আত্মনির্ভরতা বৃদ্ধির মাধ্যমে জীবনকে অর্থবহ করে তোলে।

**গ.** উদ্দীপকে শাহিন স্যারের ইঙ্গিতকৃত বিষয়টি হলো সামাজিক বিজ্ঞানের গুরুত্বপূর্ণ শাখা অর্থনীতি।

সামাজিক সম্পর্কের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ দিক অর্থনৈতিক সম্পর্কে কেন্দ্র করে অর্থনীতির বিকাশ ঘটেছে। অর্থনীতি সামাজিক বিজ্ঞানের এমন একটি শাখা যাতে সম্পদ উৎপাদন, বন্টন, ভোগ, বিনিয়োগ প্রভৃতি সংক্রান্ত মানুষের কার্যাবলি আলোচনা করা হয়। উদ্দীপকে এ বিষয়গুলোই উল্লিখিত হয়েছে।

উদ্দীপকের শাহিন স্যার ক্লাসে বললেন এটি এমন একটি বিষয় যা মানুষের অভাব, সম্পদ, আয়-ব্যয়ের সামঞ্জস্য বিধান ও জাতীয় উন্নয়নে সহায়তা করে। এ থেকেই বোঝা যায়, সে অর্থনীতিকেই ইঙ্গিত করেছে। অর্থনীতির সংজ্ঞা বিশ্লেষণ করলেই বিষয়টি আরও স্পষ্ট হয়ে উঠবে। বিভিন্ন অর্থনীতিবিদ অর্থনীতিকে বিভিন্নভাবে সংজ্ঞায়িত করেছেন। তাদের বক্তব্যে বলা হয়েছে ব্যক্তি ও সমাজ কীভাবে সীমিত সম্পদের সর্বোচ্চ ব্যবহারের মাধ্যমে অভাব পূরণ ও পছন্দ মতো বন্টন করে তা নিয়ে যে বিষয় আলোচনা করে তাই অর্থনীতি। উপর্যুক্ত আলোচনার মাধ্যমে প্রতীয়মান হয় শাহিন স্যারের ইঙ্গিতকৃত বিষয়টি অর্থনীতিকে নির্দেশ করে।

**ঘ.** হ্যাঁ, উদ্দীপকের শফিক স্যারের সমাজকর্ম ও শাহিন স্যারের অর্থনীতি বিষয় দুটি পরস্পর নির্ভরশীল হলেও উভয়ের মধ্যে পার্থক্য বিদ্যমান-এ বক্তব্যের সাথে আমি একমত।

পাঠ্যপুস্তকের জ্ঞানের আলোকে ব্যাখ্যা করতে গেলে দেখা যায়- সমাজকর্ম ও অর্থনীতি উভয়ের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য এক ও অভিন্ন। দুটি বিষয়ই চেষ্টা করে সম্পদের সর্বোত্তম ও সর্বাধিক ব্যবহার নিশ্চিত করে সীমিত সম্পদ ও অসীম চাহিদার মাঝে সামঞ্জস্য বিধান করতে। এছাড়া সমাজকর্ম ও অর্থনীতি উভয়েই সমাজের উন্নয়ন করতে চায় এক্ষেত্রে দুটি বিষয়ের মধ্যে পারস্পরিক নির্ভরশীলতা রয়েছে। সমাজকর্মের সাথে অর্থনীতির যেমন নিবিড় সম্পর্ক বিদ্যমান। তেমনি এ দুটি বিষয়ের মধ্যে মৌলিক কতগুলো পার্থক্যও রয়েছে। সমাজকর্ম হলো বৈজ্ঞানিক পদ্ধতি নির্ভর সাহায্যকারী পেশা। যা সমাজে বিদ্যমান বিভিন্ন সমস্যার সমাধান ও তাদেরকে আত্মনির্ভরশীল করে গড়ে তোলে। এখানে অর্থনৈতিক দিকটা মুখ্য নয়। পক্ষান্তরে অর্থনীতি হলো একটি সামাজিক বিজ্ঞান যা অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি আনয়নে ও মানুষের দৈনন্দিন জীবনের সাধারণ

কার্যাবলী পর্যালোচনা করে। এছাড়া সমাজকর্ম হলো ব্যবহারিক বা অনুশীলনের বিজ্ঞান। অন্যদিকে অর্থনীতি হলো একটি তাত্ত্বিক বিজ্ঞান। অর্থনীতি কেবল সম্পদ ও উৎপাদন নিয়ে আলোচনা করে। কিন্তু সমাজকর্ম মানুষের সকল দিকের উপর গুরুত্ব দেয়। সেই সাথে সমাজকর্ম মানুষের কল্যাণে ও তাদের সমস্যার সমাধানে নিজস্ব পদ্ধতি ও কৌশল অবলম্বন করে। পক্ষান্তরে সমাজের সামগ্রিক উন্নয়নে অর্থনীতির কতগুলো পদ্ধতি রয়েছে। যা সমাজকর্মের পদ্ধতি হতে সম্পূর্ণ পৃথক। এছাড়াও মূল্যবোধ, নৈতিকতা, মৌলিক ও শব্দগত ইত্যাদি দিক থেকেও উভয়ের বেশ কিছু পার্থক্য রয়েছে। কিন্তু সমাজের ও মানুষের কল্যাণে উভয়ের ভূমিকা অত্যন্ত জোরালো। অর্থনীতির জ্ঞানই সমাজকর্মকে পূর্ণাঙ্গতা দিয়েছে।

তাই বলা যায়, শফিক স্যারের ও শাহিন স্যারের আলোচনাকৃত বিষয় দুটি অর্থাৎ সমাজকর্ম ও অর্থনীতির মধ্যে উপরোক্ত পার্থক্য বিদ্যমান।

**প্রশ্ন ২৬** রায়হান সাহেব একজন নবীন সমাজকর্মী। পেশাগত প্রয়োজনে তাকে প্রতিনিয়ত বিভিন্ন শ্রেণি-পেশার মানুষের সাথে মিশতে হয়। কিন্তু নবীন সমাজকর্মী হিসেবে মানুষের আচরণিক বৈচিত্র্যের সাথে তিনি খাপ খাওয়াতে ব্যর্থ হচ্ছেন। তিনি উপলব্ধি করেছেন যে বয়স, অবস্থান, সমাজ, জলবায়ু ও পরিবেশভেদে মানুষের আচার-আচরণ ভিন্ন হয়। এজন্য তিনি মানব আচরণের উপর গভীর অনুশীলন শুরু করেছেন। *[ডা. আব্দুর রাজ্জাক মিউনিসিপ্যাল কলেজ, যশোর। প্রশ্ন নং ৭/]*

- ক. নৃ-বিজ্ঞানের ইংরেজি প্রতিশব্দ কী? ১  
খ. সমাজকর্ম এবং চিকিৎসা পেশার সম্পর্ক লেখ। ২  
গ. রায়হান সাহেবকে সামাজিক বিজ্ঞানের কোন শাখা 'মানব আচরণের উপর জ্ঞান লাভ করতে সাহায্য করবে? ব্যাখ্যা কর। ৩  
ঘ. সামাজিক বিজ্ঞানের উক্ত শাখার সাথে সমাজকর্মের সম্পর্ক পাঠ্যপুস্তকের আলোকে ব্যাখ্যা কর। ৪

### ২৬ নং প্রশ্নের উত্তর

**ক.** নৃ-বিজ্ঞানের ইংরেজি প্রতিশব্দ- Anthropology.

**খ.** সমাজকর্ম ও চিকিৎসাসেবা উভয় পেশাই মানবসেবামূলক।

সমাজকর্ম ও চিকিৎসা পেশা উভয়েরই উৎপত্তি ও বিকাশ ঘটেছে মানবসেবার দর্শনের ভিত্তিতে। উভয় পেশাতেই তাত্ত্বিক জ্ঞান ও দক্ষতার সমাবেশ থাকতে হয়। চিকিৎসা পেশায় যেমন দক্ষতার জন্য ব্যবহারিক প্রশিক্ষণের প্রয়োজন হয় তেমনি সমাজকর্মেও ব্যবহারিক প্রশিক্ষণের জন্য মাঠকর্ম অনুশীলন করা হয়। সমাজকর্ম পেশায় মানব আচরণের জৈবিক ভিত্তি সম্পর্কিত জ্ঞান অর্জনে চিকিৎসা পেশা নানাভাবে সহায়তা করেছে।

**গ.** মনোবিজ্ঞান রায়হান সাহেবকে মানব আচরণের উপর জ্ঞান লাভ করতে সাহায্য করবে।

মনোবিজ্ঞান হলো সমাজে মানুষ বা প্রাণীর সামগ্রিক আচার-আচরণ সংক্রান্ত বিভিন্ন বিষয়ের বিজ্ঞানভিত্তিক অধ্যয়ন। যার মধ্যে মনস্তাত্ত্বিক বিষয়াবলি, আচরণ, শিক্ষণ, সামাজিকীকরণ, অভিজ্ঞতা, প্রেষণা উপযোজন প্রভৃতি উল্লেখযোগ্য। এছাড়া সমাজে বসবাসরত ব্যক্তি, দল, সমষ্টি, সামাজিক পরিবেশ, রীতিনীতি, আদর্শ-মূল্যবোধ প্রভৃতি নিয়েও মনোবিজ্ঞান আলোচনা করে থাকে।

উদ্দীপকের রায়হান সাহেব একজন নবীন সমাজকর্মী। পেশাগত প্রয়োজনে তাকে প্রতিনিয়ত বিভিন্ন শ্রেণি-পেশার মানুষের সাথে মিশতে হয়। কিন্তু নবীন সমাজকর্মী হিসেবে মানুষের আচরণের বৈচিত্র্যের সাথে খাপ খাওয়াতে তিনি ব্যর্থ হচ্ছেন। তিনি উপলব্ধি করেন মানুষের আচরণের ভিন্নতার পেছনে নানা কারণ দায়ী। এজন্য তিনি মানব আচরণের উপর অনুশীলন শুরু করেন। এক্ষেত্রে মনোবিজ্ঞানের জ্ঞান তাকে বিশেষভাবে সহায়তা করবে। কারণ মনোবিজ্ঞান মানুষের বাহ্যিক আচরণ বিশ্লেষণ করে মানবীয় আচরণের পিছনে যে অভ্যন্তরীণ চালনা শক্তি রয়েছে তার অনুসন্ধান করে।



ঘ. মনোবিজ্ঞানের সাথে সমাজকর্মের সম্পর্ক অত্যন্ত ঘনিষ্ঠ।

সমাজকর্ম হলো মানুষের সন্তোষজনক জীবনমান ও সামাজিক সম্পর্ক লাভের জন্য সুসংগঠিত সাহায্যকারী পেশা। মানুষের এ সন্তোষজনক জীবন লাভে মানব প্রকৃতি ও আচরণ একটি সক্রিয় উপাদান। তাই বর্তমান সময়ে সমাজকর্ম অধিকমাত্রায় মনোবিজ্ঞানের জ্ঞানের ওপর নির্ভরশীল। মনোবিজ্ঞানের মূল আলোচ্য বিষয় হলো মানব আচরণ। অন্যদিকে সমাজকর্ম মানুষের আচরণ বিশ্লেষণ করে তার বিভিন্ন চাহিদা ও সমস্যার সমাধান দিয়ে থাকে। সমাজকর্ম বৈজ্ঞানিক পদ্ধতির ব্যবহারের মাধ্যমে ব্যক্তির বিভিন্ন সমস্যা সমাধান করে থাকে। এ সকল সমস্যার পিছনে সাধারণত ব্যক্তির ব্যক্তিত্ব, আবেগ, বুদ্ধি, হতাশা বিশেষভাবে দায়ী। সমাজকর্মকে ব্যক্তির সমস্যা সমাধানের সময় এ বিশেষ দিকগুলোর প্রতি লক্ষ রাখতে হয়। এক্ষেত্রে মনোবিজ্ঞান ব্যক্তির আচার-আচরণ, আবেগ, অনুভূতি, দৃষ্টিভঙ্গি প্রভৃতি সম্পর্কে জ্ঞান দান করে। সমাজকর্মে প্রয়োগকৃত বিভিন্ন চিকিৎসা পদ্ধতি বহুলাংশে মনোবিজ্ঞান জ্ঞাননির্ভর। বিশেষ করে ব্যক্তি সমাজকর্মে ব্যক্তির সমস্যা সমাধান ও আচরণ সংশোধনের জন্য প্রয়োগকৃত জ্ঞান মনোবিজ্ঞানের আলোচ্য বিষয়। ব্যক্তির মানসিক ক্ষমতা বা সুস্থ প্রতিভা বিকাশের জন্য মনোবিজ্ঞানের নিজস্ব কিছু কৌশল ও প্রক্রিয়া আছে। সমাজকর্ম এ সকল প্রক্রিয়া ও কৌশল অবলম্বন করে সমস্যাগ্রস্ত ব্যক্তির প্রতিভার বিকাশ সাধন করে।

উদ্দীপকে রায়হান সাহেব তার সমাজকর্ম পেশা অনুশীলন করতে গিয়ে মানব আচরণ সম্পর্কিত নানা সমস্যার সম্মুখীন হন। এক্ষেত্রে মনোবিজ্ঞানের জ্ঞান তাকে বিশেষভাবে সহায়তা করবে।

তাই বলা যায়, সমাজকর্ম ও মনোবিজ্ঞান একে অপরের সাথে ঘনিষ্ঠভাবে সম্পর্কিত।

**প্রশ্ন ২৭** জুয়েল একজন পেশাদার সমাজকর্মী। তার নিয়োগকারী প্রতিষ্ঠান তাকে একটি বিশেষ এলাকার সমস্যা সমাধানের জন্য দায়িত্ব দিয়েছে। জুয়েল দেখতে পায় ঐ এলাকার সকল সমস্যার মূলে রয়েছে অর্থ।

(বাগদারি সরকারি মহিলা কলেজ। প্রশ্ন নং ৫)

- ক. মার্শাল প্রদত্ত অর্থনীতির সংজ্ঞাটি উল্লেখ কর। ১  
খ. নৃবিজ্ঞান বলতে কী বোঝায়? ২  
গ. উদ্দীপকে ঐ বিশেষ এলাকার সমস্যা সমাধানে জুয়েলকে কোন বিষয়ের জ্ঞান প্রয়োগ করতে হবে? ব্যাখ্যা কর। ৩  
ঘ. উক্ত বিষয়ের সাথে সমাজকর্মের সম্পর্ক আলোচনা কর। ৪

#### ২৭ নং প্রশ্নের উত্তর

**ক.** আলফ্রেড মার্শাল অর্থনীতির সংজ্ঞায় বলেন, "অর্থনীতি এমন একটি বিষয় যা মানুষের দৈনন্দিন জীবনের কার্যাবলি নিয়ে আলোচনা করে।"

**খ.** নৃবিজ্ঞান বলতে মানুষের বিজ্ঞানকে বোঝায়।

নৃবিজ্ঞানের ইংরেজি প্রতিশব্দ হচ্ছে 'Anthropology'। যা গ্রিক শব্দ 'Anthropos' অর্থ 'মানুষ' এবং 'Logos' অর্থ 'বিজ্ঞান' থেকে উদ্ভূত। এ বিজ্ঞানের সাহায্যে মানুষের অতীতকাল থেকে বর্তমান সময় পর্যন্ত বিবর্তনের ধারাকে পর্যালোচনা করা হয়। সাধারণত মানুষের জন্ম পরিচয়, জন্ম ইতিহাস, সংস্কৃতি, পরিবার, রাষ্ট্র, ধর্ম প্রভৃতি প্রথা ও প্রতিষ্ঠানের উৎপত্তি ও ক্রমবিকাশ নিয়েই নৃবিজ্ঞান আলোচনা করে থাকে।

**গ.** সৃজনশীল ২৩নং প্রশ্নের 'গ' প্রশ্নোত্তর দেখো।

**ঘ.** সৃজনশীল ২৩নং প্রশ্নের 'ঘ' প্রশ্নোত্তর দেখো।

**প্রশ্ন ২৮** নিশাত সমাজকর্ম বিষয়ে লেখাপড়া শেষ করে একটি সমাজকল্যাণ সংস্থায় কর্মী হিসেবে চাকরি নেন। প্রশিক্ষণের মাধ্যমে তিনি জানতে পারেন নৃ-বিজ্ঞান ও সমাজকর্মের দৃষ্টিভঙ্গি এক এবং উভয় বিজ্ঞানেরই কেন্দ্রবিন্দু মানুষ। সমাজের মানুষের সমস্যা সমাধান করতে গিয়ে তিনি বাস্তব ও বস্তুনিষ্ঠ তথ্য সংগ্রহ করেন।

(বাগদারি সরকারি মহিলা কলেজ। প্রশ্ন নং ৬)

- ক. পৌরনীতির ইংরেজি প্রতিশব্দ কী? ১  
খ. জনবিজ্ঞানের দুইটি বৈশিষ্ট্য উল্লেখ কর। ২

গ. নৃ-বিজ্ঞানের কোন জ্ঞান কাজে লাগিয়ে নিশাত সমস্যাগ্রস্তদের সমস্যা সমাধানের জন্য কর্মসূচি প্রণয়ন করেন? ব্যাখ্যা কর। ৩

ঘ. সামাজিক বিজ্ঞানের উক্ত শাখা দুটি সম্পর্ক যুক্ত হলেও এদের মধ্যে যথেষ্ট পার্থক্য রয়েছে-বিশ্লেষণ কর। ৪

#### ২৮ নং প্রশ্নের উত্তর

**ক.** পৌরনীতির ইংরেজি প্রতিশব্দ- Civics.

**খ.** জনবিজ্ঞানের বিভিন্ন বৈশিষ্ট্য লক্ষ করা যায়।

জনবিজ্ঞান হলো জনসংখ্যা সম্পর্কিত বিজ্ঞান। জনসংখ্যা সম্পর্কিত বিভিন্ন বিষয় নিয়ে জনবিজ্ঞান আলোচনা করে। প্রথমত, জনবিজ্ঞান মূলত জনসংখ্যা সংশ্লিষ্ট বিভিন্ন তত্ত্ব নিয়ে সুশৃঙ্খল গাণিতিক ও পরিসংখ্যানিক তত্ত্ব প্রকাশ করে। দ্বিতীয়ত, সামাজিক অনগ্রসরতা ও দারিদ্র্যের দূষ্টিচক্র সমস্যা সমাধানের জন্য প্রস্তাবিত নীতি ও কার্যক্রমের প্রায়োগিক কৌশল অর্থাৎ জনসংখ্যা নীতি গ্রহণকরে।

**গ.** নৃ-বিজ্ঞান সামাজিক-সাংস্কৃতিক পরিবর্তনের ধারা, প্রচলিত প্রথা, প্রতিষ্ঠান, সামাজিক আদর্শ ও মূল্যবোধ সম্পর্কে বাস্তব ও বস্তুনিষ্ঠ জ্ঞান দান করে, যা কাজে লাগিয়ে নিশাত সমস্যাগ্রস্ত ব্যক্তিদের সমস্যা সমাধানের জন্য কর্মসূচি প্রণয়ন করেন।

মানুষের আচার-আচরণ ও ব্যক্তিত্বের ওপর দৈহিক গঠনের প্রভাব সম্পর্কে বস্তুনিষ্ঠ জ্ঞানদান করে দৈহিক নৃ-বিজ্ঞান। নৃ-বিজ্ঞানের এ সকল দিক অধ্যয়ন করে নিশাত সমাজ ও সংস্কৃতির বিভিন্ন দিক সম্পর্কে বস্তুনিষ্ঠ জ্ঞানার্জনে সক্ষম হবেন এবং সে অনুযায়ী কর্মসূচি প্রণয়ন করতে পারবেন। মানুষের সামাজিক মূল্যবোধ ও আদর্শবিরোধী কোনো কর্মসূচি মানুষ সহজে গ্রহণ করতে চায় না। এক্ষেত্রে নৃ-বিজ্ঞান প্রচলিত মূল্যবোধ, ধ্যান-ধারণা, প্রথা-প্রতিষ্ঠান সম্পর্কে সঠিক জ্ঞানদান করে কল্যাণমূলক কর্মসূচি বাস্তবায়নে সমাজকর্মীদের সহায়তা করে থাকেন। নিশাত এ সকল বিষয় সম্পর্কে জ্ঞানলাভ করে সমস্যাগ্রস্তদের সমস্যা সমাধানে কর্মসূচি প্রণয়ন করেন।

উদ্দীপকে নিশাত একটি সমাজকল্যাণ সংস্থার কর্মী। সমাজের মানুষের সমস্যা সমাধান করতে গিয়ে তিনি বাস্তব ও বস্তুনিষ্ঠ তথ্য সংগ্রহ করেন। মানুষ যেহেতু তাদের বিশ্বাস, আদর্শ ও মূল্যবোধ বিরোধী কোনো কর্মসূচি গ্রহণ করতে চায় না, তাই তিনি প্রচলিত মূল্যবোধ, ধ্যান-ধারণা, প্রথা-প্রতিষ্ঠান প্রভৃতি সম্পর্কে সঠিক জ্ঞানলাভ করে সমস্যা সমাধানের জন্য কর্মসূচি গ্রহণ করেন। এক্ষেত্রে নৃ-বিজ্ঞানের জ্ঞান তাকে সহায়তা করে।

**ঘ.** সমাজকর্ম এবং নৃবিজ্ঞানের মধ্যে সম্পর্ক থাকা সত্ত্বেও মানব জ্ঞানের দুটি শাখা হিসেবে উভয়ের মধ্যে কতিপয় পার্থক্য থাকার কারণে প্রয়োজ্ঞ মন্তব্যটি যথার্থ।

নৃবিজ্ঞান একটি মৌলিক সামাজিক বিজ্ঞান। কিন্তু সমাজকর্ম কোনো তাত্ত্বিক বিজ্ঞান নয়। এটি একটি সংগঠিত সাহায্য ব্যবস্থা। এর তাত্ত্বিক এবং ব্যবহারিক জ্ঞানের জন্যে বিভিন্ন বিজ্ঞান ও বিষয় হতে প্রয়োজনীয় জ্ঞান আহরণ ও সমন্বয় করে একে একটি পাঠ্য বিষয় হিসেবে গড়ে তোলা হয়েছে। তাছাড়া নৃবিজ্ঞান মানুষ, সমাজ ও সভ্যতা সম্পর্কে বিস্তারিত ও বস্তুনিষ্ঠ আলোচনা করে বিধায় সমাজকল্যাণে নৃবিজ্ঞান হতে জ্ঞানের প্রয়োজন হয়। কিন্তু নৃবিজ্ঞানে সমাজকর্মের জ্ঞান বা অভিজ্ঞতার কোনো প্রয়োজন হয় না।

নৃবিজ্ঞানের বহু বিভাগ ও শাখা-প্রশাখা রয়েছে- যা সমাজের প্রায় প্রতিটি দিকেই বিস্তৃত। কিন্তু সমাজকর্মের তেমন কোনো শাখা-প্রশাখা নেই। সমাজকর্মের তুলনায় নৃবিজ্ঞানের বিষয়বস্তু ও পরিধি অনেক ব্যাপক। প্রত্যক্ষ পরীক্ষা ও পর্যবেক্ষণের অভিজ্ঞতালব্ধ জ্ঞানের মাধ্যমে নৃবিজ্ঞানের বিষয়বস্তুর গবেষণা ও অনুশীলন কার্যাদি পরিচালিত হয়ে থাকে। কিন্তু সমাজকর্মের ক্ষেত্রে এ কথা প্রযোজ্য নয়। সমাজকর্মের গবেষণা, প্রশ্নমালা ও পরিসংখ্যানভিত্তিক এবং সমাজকর্মের অনুশীলন মোটামুটি সাফাৎ অভিজ্ঞতানির্ভর।

পরিশেষে বলা যায়, সমাজকর্ম ও নৃবিজ্ঞানের মধ্যে কোনো কোনো ক্ষেত্রে পার্থক্য থাকলেও উভয়ের মৌলিক উপাদান হচ্ছে মানুষ ও তাদের সমাজ। এদিক দিয়ে উভয়ের মধ্যে সম্পর্ক গড়ে উঠলেও বিষয় দুটি এক নয়।



**প্রশ্ন-২৯** মিসেস লায়লা একজন কলেজ শিক্ষক। পেশাগত দায়িত্ব পালনের পাশাপাশি নিজস্ব একটি শখ পূরণেও তিনি যথেষ্ট সচেতন, আর তা হলো সময় ও সুযোগ হলেই তিনি বিভিন্ন মানুষের আচরণ পর্যবেক্ষণ করেন। কারণ এই আচরণ বিশ্লেষণের মাধ্যমে তিনি মানুষের মনোজগতকে বুঝতে চেষ্টা করেন। এটা যখন তিনি সাফল্যের সঙ্গে করতে পারেন তখন তিনি যথেষ্ট আনন্দ অনুভব করেন।

(অমৃত লাল দে মহাবিদ্যালয়, বরিশাল। প্রশ্ন নং ৩/)

- ক. জনসংখ্যার গতি প্রকৃতি আলোচনা করে কোন বিজ্ঞান? ১
- খ. অর্থনীতির ধারণা বুঝিয়ে লিখ। ২
- গ. মিসেস লায়লা শখ পূরণের জন্য কোন বিজ্ঞানের সাহায্য নিয়েছেন? ব্যাখ্যা কর। ৩
- ঘ. সমাজকর্মীদের জন্য উক্ত বিজ্ঞানের জ্ঞানের প্রয়োজনীয়তা রয়েছে কী? উত্তরের সপক্ষে মতামত দাও। ৪

### ২৯ নং প্রশ্নের উত্তর

**ক.** জনসংখ্যার গতি-প্রকৃতি আলোচনা করে জনবিজ্ঞান।

**খ.** অর্থনীতি হলো এমন একটি বিজ্ঞান বা বিষয় যা জাতিসমূহের সম্পদের প্রকৃতি এবং তার কারণ অনুসন্ধান করে।

অর্থনীতির ইংরেজী প্রতিশব্দ 'Economics'। যা এসেছে গ্রিক শব্দ 'Oikonomia' থেকে। এর অর্থ হলো গৃহ পরিচালনা। অর্থনীতি এমন একটি বিষয় যা মানুষের দৈনন্দিন জীবনের কার্যাবলী নিয়ে আলোচনা করে। যার মাধ্যমে সীমিত সম্পদের বিকল্প ব্যবহার এবং অসীম অভাবের মধ্যে সম্পর্ক স্থাপনের দ্বারা মানবীয় আচরণকে বিশ্লেষণ করে। মূলত সীমাহীন অভাব অনুভবকারী ব্যক্তি ও সমাজ কীভাবে সীমিত সম্পদের সর্বোচ্চ ব্যবহারের মাধ্যমে অভাব পূরণের জন্য পছন্দ মতো বন্টন করে তা নিয়ে যে শাস্ত্র আলোচনা করে তাই হলো অর্থনীতি।

**গ.** মিসেস লায়লা শখ পূরণের জন্য মনোবিজ্ঞানের সাহায্য নিয়েছেন। মনোবিজ্ঞান হলো এমন একটি বিজ্ঞান যার আলোচনার বিষয় মানুষ তথা প্রাণীর আচরণ ও মানসিক প্রক্রিয়া। মানবীয় আচরণের পেছনে যে চালিকাশক্তি বা অভ্যন্তরীণ প্রক্রিয়া রয়েছে সে সম্পর্কে আলোচনা করাই মনোবিজ্ঞানের লক্ষ্য। যার মধ্যে আছে— মনস্তাত্ত্বিক বিষয়াবলি, আচরণ, শিক্ষণ, সামাজিকীকরণ, অভিজ্ঞতা, প্রেষণা, উপযোজন প্রভৃতি উল্লেখযোগ্য। এছাড়া সমাজে বসবাসরত ব্যক্তি, দল, সমষ্টি, সামাজিক পরিবেশ, রীতি-নীতি, আদর্শ-মূল্যবোধ ইত্যাদি নিয়েও মনোবিজ্ঞান আলোচনা করে থাকে।

উদ্বিগ্ন মিসেস লায়লা শখ পূরণে যথেষ্ট সচেতন। সময় ও সুযোগ পেলে তিনি বিভিন্ন মানুষের আচরণ পর্যবেক্ষণ করেন এবং এই আচরণ বিশ্লেষণের মাধ্যমে তিনি মনোজগতকে বুঝতে চেষ্টা করেন। আর এগুলোর সবই হলো মনোবিজ্ঞানের বিষয়।

**ঘ.** সমাজকর্মীদের জন্য উক্ত বিজ্ঞানের জ্ঞানের প্রয়োজনীয়তা অবশ্যই আছে।

মানুষের সন্তোষজনক জীবন লাভে মানব প্রকৃতি ও আচরণ একটি সক্রিয় উপাদান। তাই বর্তমানে সমাজকর্ম অধিক মাত্রায় মনোবিজ্ঞানের জ্ঞানের উপর নির্ভরশীল। মূলত ব্যক্তির বিভিন্ন মনো-সামাজিক সমস্যার সমাধান করে তাকে সমাজ ও পরিবেশের উপযোগী আচরণ করতে সাহায্য করাই সমাজ কর্মের অন্যতম লক্ষ্য। এছাড়া সমাজকর্মে প্রয়োগকৃত বিভিন্ন চিকিৎসা পদ্ধতি বহুলাংশে মনোবিজ্ঞানের জ্ঞান নির্ভর।

উদ্বিগ্নকের আলোকে বলা যায়, সমাজকর্মের যথাযথ প্রয়োগের নিমিত্তে মনোবিজ্ঞানের জ্ঞান অপরিহার্য। এছাড়া চিকিৎসা সমাজকর্ম, বিদ্যালয় সমাজকর্ম, শিশুকল্যাণ, শ্রমকল্যাণ, অপরাধ সংশোধন প্রভৃতি ক্ষেত্রে মনোবিজ্ঞানের বিভিন্ন শাখাকে প্রয়োজন অনুসারে প্রয়োগ করা হয়।

পরিশেষে বলা যায় যে, সমাজকর্মে বিভিন্ন কৌশল ও প্রক্রিয়া অবলম্বন করে ব্যক্তির মানসিক বা সুস্থ প্রতিভা নির্ধারণের ক্ষেত্রে বা বিকাশে মনোবিজ্ঞানের জ্ঞান থাকা বাঞ্ছনীয়। এর মাধ্যমে সমাজকর্মী একজন ব্যক্তিকে পরিবর্তিত পরিস্থিতিতে সামঞ্জস্য বিধানে সহায়তা করে।

**প্রশ্ন-৩০** ফাহিম এবং রিয়ান দুই বাল্যবন্ধু। সাফল্যের সঙ্গে উচ্চ মাধ্যমিক পাস করে তারা দেশের একটি নামকরা বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি হয়েছে। একদিন তারা নিজেদের পাঠ্যবিষয়ে নিয়ে বিতর্কে জড়িয়ে পড়ে। তাদের কথোপকথনের একটি অংশ—

ফাহিম: আমার পাঠ্যবিষয়টি মানুষের কীভাবে সৃষ্টি হল, বিকাশ হল সে সম্পর্কিত পাঠ। সুতরাং আমার বিষয়টি সমাজ ও মানুষের জন্য প্রয়োজনীয়।  
রিয়ান: আমার পাঠ্যবিষয়টি মানুষের জীবনে বিভিন্ন পর্যায়ে সৃষ্ট সমস্যা সমাধানে আমাদেরকে যোগ্য করে তোলে। সুতরাং আমার বিষয়টি মানুষ ও সমাজের জন্য বেশি প্রয়োজন।

- ক. Demography শব্দের অর্থ কী? ১
- খ. মনোবিজ্ঞানকে আচরণের বিজ্ঞান বলা হয় কেন? ২
- গ. ফাহিম ও রিয়ানের পাঠ্যবিষয় দুটির পার্থক্য ব্যাখ্যা কর। ৩
- ঘ. সমাজ ও মানুষের কল্যাণে উক্ত পাঠ্যবিষয় দুটি সহায়ক—উক্তিটির যথার্থতা নিরূপণ কর। ৪

### ৩০নং প্রশ্নের উত্তর

**ক.** Demography শব্দের অর্থ- জনবিজ্ঞান।

**খ.** সৃজনশীল ৩নং প্রশ্নের 'খ' প্রশ্নোত্তর দেখো।

**গ.** উদ্বিগ্নকে ফাহিমের পাঠ্যবিষয়টি হলো মনোবিজ্ঞান আর রিয়ানের পাঠ্যবিষয়টি হলো সমাজকর্ম।

ফাহিমের পাঠ্যবিষয়টির আলোচ্য বিষয় হলো মানুষের আচার-আচরণ, আবেগ-অনুভূতি, দৃষ্টিভঙ্গি, অনুপ্রেরণা প্রভৃতি যা মনোবিজ্ঞানের আলোচ্য বিষয়ের সাথে সাদৃশ্যপূর্ণ। আর রিয়ানের পাঠ্যবিষয়টি জীবনের বিভিন্ন পর্যায়ে সৃষ্ট সমস্যা সমাধানে জনগণকে সক্ষম করে তোলে, যা সমাজকর্মের সাথে সাদৃশ্যপূর্ণ। জ্ঞানের এই উভয় শাখার মধ্যে গভীর সম্পর্ক থাকলেও তাদের মধ্যে বেশ কিছু পার্থক্য বিদ্যমান।

সমাজকর্ম একটি ব্যবহারিক বা অনুশীলনধর্মী বিজ্ঞান। কিন্তু মনোবিজ্ঞান মৌলিক বিজ্ঞান। মনোবিজ্ঞান মানুষ ও প্রাণীর আচরণ নিয়ে আলোচনা করে। পক্ষান্তরে, সমাজকর্ম কেবল মানব আচরণ ও আচরণ সংক্রান্ত বিষয় নিয়ে আলোচনা করে। মনোবিজ্ঞান মানুষের একটি নির্দিষ্ট দিক (আচরণ) নিয়ে আলোচনা করে। পক্ষান্তরে, সমাজকর্ম মানুষ এবং তার যাবতীয় দিক নিয়ে আলোচনা করে। অর্থাৎ মনোবিজ্ঞানের চেয়ে সমাজকর্মের পরিধি অনেক ব্যাপক ও বিস্তৃত। মনোবিজ্ঞানের উপর সমাজকর্ম নির্ভরশীল। কিন্তু সমাজকর্মের উপর মনোবিজ্ঞান নির্ভরশীল নয়। মনোবিজ্ঞানের নিজস্ব তত্ত্ব রয়েছে। কিন্তু সমাজকর্মের নিজস্ব কোনো তত্ত্ব নেই। সমাজকর্মে সমস্যাগ্রস্ত ব্যক্তির সামাজিক সম্পর্ক ও সামাজিক ভূমিকা মূল বিষয় হিসেবে বিবেচিত। অন্যদিকে, মনোবিজ্ঞান মানুষের আচরণের সাথে সম্পর্কযুক্ত। তাই বলা যায়, জ্ঞানের এই শাখা দুটি সম্পর্কযুক্ত হলেও তাদের মাঝে মৌলিক কিছু পার্থক্য আছে।

**ঘ.** সমাজ ও মানুষের কল্যাণের জন্য মনোবিজ্ঞান ও সমাজকর্ম বিষয় দুটি সহায়ক।

উদ্বিগ্নকের উল্লিখিত বিষয় দুটি হলো মনোবিজ্ঞান ও সমাজকর্ম। সমাজের সমস্যা বিশ্লেষণের প্রেক্ষাপটে মূলত সমাজকর্মের আবির্ভাব ঘটেছে। এজন্য সমাজকর্মীদের অবশ্যই সমস্যার কারণ, উৎস, উপাদান প্রভৃতি উদ্ঘাটন করতে হয়। যা জানতে সমাজকর্ম সহায়তা করে। এছাড়া অধিকাংশ সমস্যার মূলে রয়েছে মনস্তাত্ত্বিক উপাদানের শক্তিশালী প্রভাব। সুতরাং মনোবিজ্ঞানও এক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখে।

ব্যক্তি পরিবেশ সংক্রান্ত জ্ঞানের ক্ষেত্রে সমাজকর্মের জ্ঞান আবশ্যিক। এসব জ্ঞান প্রধানত মনোবিজ্ঞানের মাধ্যমেই সমাজকর্মীরা পেয়ে থাকে। পাশাপাশি মানব আচরণ নিয়ে মনোবিজ্ঞান ও সমাজকর্ম উভয়ই আলোচনা করে থাকে। নিজস্ব সমস্যা সমাধান প্রক্রিয়া অনুসরণের মাধ্যমে সমাজকর্ম সব সমস্যা মোকাবিলা করতে প্রয়াসী হয়। সমাধান



প্রক্রিয়ায় প্রতিটি ধাপই মনোবিজ্ঞানের ওপর নির্ভরশীল। সুতরাং উভয় বিষয় সমাজকল্যাণে সহায়ক ভূমিকা পালন করছে। এছাড়া জনমত গঠন ও অংশগ্রহণের ক্ষেত্রে উভয়ই সহায়ক ভূমিকা পালন করে। সমাজকর্ম জ্ঞানের উভয়ের ক্ষেত্রে মনোবিজ্ঞানের উপর নির্ভর করে, আবার মনোবিজ্ঞানকেও বিভিন্ন দিক দিয়ে সমৃদ্ধ করে সমাজকর্ম।

সার্বিক আলোচনায় স্পষ্টতই প্রমাণিত হয় যে, সমাজ ও মানুষের কল্যাণে সমাজকর্ম ও মনোবিজ্ঞান উভয়ই সহায়ক ভূমিকা পালন করে।

**প্রশ্ন ৩১** মাহির একজন সমাজকর্মী। সম্প্রতি তার কাছে একজন ব্যক্তি সাহায্যের জন্য আসেন। উক্ত ব্যক্তি সম্প্রতি সহকর্মীদের ষড়যন্ত্রে চাকরি হারিয়েছেন। চাকরি হারানোর ফলে পরিবারের সদস্যদের কাছে থেকেও তিনি বেশ অপমানিত হয়েছেন। বর্তমানে তিনি অত্যন্ত মানসিক চাপ ও অস্থিরতায় দিনাতিপাত করছেন। তাই তিনি তার মানসিক শান্তির জন্য একজনের পরামর্শে মাহিরের কাছে আসেন। /গাংনী সরকারি জিও কলেজ, নোবেরপুর। প্রশ্ন নং ৩/

- ক. অর্থনীতির জনক কে? ১
- খ. সমাজকর্ম ও নৃ-বিজ্ঞানের সম্পর্ক ব্যাখ্যা কর। ২
- গ. উদ্দীপকের সমস্যাগ্রস্ত ব্যক্তিকে সহায়তা করতে মাহিরকে কোন বিষয়ে জ্ঞান অর্জন করতে হবে? ব্যাখ্যা কর। ৩
- ঘ. মাহিরকে উক্ত ব্যক্তির সমস্যা সমাধানে সমাজকর্মীর পাশাপাশি চিকিৎসকের ভূমিকাতেও অবতীর্ণ হতে হবে— যৌক্তিকতা বিশ্লেষণ কর। ৪

### ৩১নং প্রশ্নের উত্তর

**ক.** অর্থনীতির জনক হলেন এডাম স্মিথ।

**খ.** প্রকৃতিগত ও বিষয়বস্তুগত দিক থেকে সমাজকর্ম ও নৃবিজ্ঞানের মধ্যে সম্পর্ক রয়েছে।

প্রকৃতিগত দিক থেকে উভয়ই সামাজিক বিজ্ঞান এবং উভয় বিজ্ঞানই মানুষের সামাজিক সম্পর্ক, সমাজ কাঠামো, প্রথা-প্রতিষ্ঠান, সংস্কৃতি ইত্যাদি নিয়ে আলোচনা করে। বিষয়বস্তুগত দিক থেকেও উভয় বিজ্ঞানের উপজীব্য বিষয় হলো সমাজ, সমাজের মানুষ, তাদের কর্ম ও আচরণ। তবে সমাজকর্ম ও নৃবিজ্ঞানের মধ্যে সাদৃশ্যমূলক সম্পর্ক থাকলেও সমাজকর্ম একটি সমন্বিত সামাজিক বিজ্ঞান এবং নৃবিজ্ঞান হলো মৌল সামাজিক বিজ্ঞানের বিশেষ শাখা।

**গ.** উদ্দীপকের সমস্যাগ্রস্ত ব্যক্তিকে সহায়তা প্রদানের জন্য মাহিরকে চিকিৎসা পেশার জ্ঞান অর্জন করতে হবে।

একজন সমস্যাগ্রস্ত ব্যক্তি মানসিক, সামাজিক, দৈহিক ইত্যাদি নানা সমস্যার শিকার হতে পারেন। এক্ষেত্রে তারা যদি সহায়তার আশায় মাহিরের মতো সমাজকর্মীর দারস্থ হন তবে তাদেরকে উত্তম পরামর্শ প্রদানের উদ্দেশ্যে মাহিরের মতো সমাজকর্মীকে চিকিৎসা পেশার জ্ঞান অর্জন করতে হবে। উদ্দীপকের সমস্যাগ্রস্ত ব্যক্তি সহকর্মীদের ষড়যন্ত্রের শিকার হয়ে চাকরি হারিয়েছেন এবং পরিবার থেকেও অপমানিত হয়েছেন। তাই তিনি অত্যন্ত মানসিক চাপ ও অস্থিরতার মধ্যে দিনাতিপাত করছেন। একজনের পরামর্শে সহায়তা পাওয়ার আশায় তিনি সমাজকর্মী মাহিরের কাছে এসেছেন।

এমতাবস্থায় মাহিরকে তার সাহায্যার্থে প্রথমেই তার ব্যক্তিত্বের অস্বাভাবিকতা নির্ণয় করতে হবে এবং চিকিৎসার মাধ্যমে তার মানসিক অবস্থার উন্নয়ন সাধন করতে হবে। উক্ত ব্যক্তির দীর্ঘমেয়াদি অভ্যন্তরীণ মানসিক চাপ তার দৈহিক স্বাস্থ্যের ওপর কোনো প্রভাব ফেলেছে কি না এ বিষয়েও মাহিরকে খেয়াল রাখতে হবে। তাকে সামাজিক ভূমিকা পালন ও সামঞ্জস্য বিধানে উৎসাহিত করতে পারেন সমাজকর্মী মাহির। কিন্তু এসব জ্ঞান প্রয়োগ করতে হলে একজন সমাজকর্মী হিসেবে মাহিরকে চিকিৎসা পেশার জ্ঞান নিতে হবে। এ বিষয়ের জ্ঞান ছাড়া

কোনো সমস্যাগ্রস্ত ব্যক্তি সহায়তা করা সম্ভব হবে না এবং তার মনোদৈহিক সমস্যার অনুসন্ধান প্রক্রিয়াও সফল হবে না। তাই মাহিরকে চিকিৎসা পেশার জ্ঞান অর্জন করতে হবে।

**ঘ.** মাহিরকে উদ্দীপকের সমস্যাগ্রস্ত ব্যক্তির সমস্যা সমাধানে সমাজকর্মীর পাশাপাশি চিকিৎসকের ভূমিকাতেও অবতীর্ণ হতে হবে— বস্তব্যটি যৌক্তিক।

চিকিৎসা ও সমাজকর্ম উভয়ই পেশা। একজন সমাজকর্মী ও চিকিৎসক সর্বদাই মানুষকে সেবা দিয়ে থাকেন। চিকিৎসক ব্যক্তির পূর্ণাঙ্গ সুস্থতা বিধানে কাজ করেন এবং একজন সমাজকর্মী ব্যক্তিকে সুস্থতার জন্য পরামর্শ ও সেবা দিয়ে থাকেন।

উদ্দীপকের সমস্যাগ্রস্ত ব্যক্তির ক্ষেত্রে মাহিরকে উভয় ভূমিকাতেই অবতীর্ণ হতে হবে। উক্ত ব্যক্তিটি সহকর্মীদের ষড়যন্ত্রে চাকরি হারিয়ে এবং পরিবারের কাছে অপমানিত হয়ে অত্যন্ত মানসিক চাপের মধ্যে দিনাতিপাত করছেন। একজনের পরামর্শে তিনি সমাজকর্মী মাহিরের কাছে সমাধানের জন্য এসেছেন। উক্ত ব্যক্তিকে সেবা ও পরামর্শ দিয়ে সাহায্য করতে মাহিরকে সমাজকর্মী হিসেবে ভূমিকা রাখতে হবে। আবার তার মনোদৈহিক অবস্থা পর্যবেক্ষণ করে তাকে মানসিক যন্ত্রণা থেকে মুক্তি দিতে মাহিরকে চিকিৎসা পেশার জ্ঞান প্রয়োগ করে চিকিৎসা সমাজকর্মী হিসেবেও ভূমিকা রাখতে হবে। মাহিরের দ্বৈত ভূমিকাই পারবে উক্ত সমস্যাগ্রস্ত ব্যক্তিকে সকল সমস্যা থেকে মুক্ত করতে। একজন সমাজকর্মীকে সেবা ও পরামর্শ প্রদানের পাশাপাশি সাহায্যপ্রার্থী ব্যক্তির মানসিক ও দৈহিক সুস্থতার বিষয়েও অগ্রসর হওয়া সাহায্যপ্রার্থীর সমস্যা সমাধানে সহায়ক।

পরিশেষে বলা যায়, মাহিরকে উক্ত ব্যক্তির সমস্যা সমাধানে সমাজকর্মীর পাশাপাশি চিকিৎসকের ভূমিকাতেও অবতীর্ণ হতে হবে। কেননা তা ছাড়া সমস্যা সমাধান সম্ভব হবে না। তাই প্রণোক্ত বস্তব্যটি যৌক্তিক।

**প্রশ্ন ৩২** মনসুর আলী একজন পেশাদার সমাজকর্মী। তার নিয়োগকারী প্রতিষ্ঠান তাকে একটি বিশেষ এলাকার সমস্যা সমাধানের জন্য প্রেরণ করে। সে দেখতে পায়, ঐ এলাকায় সকল সমস্যার মূলে রয়েছে অর্থ। অর্থনৈতিক কারণে তাদের সমস্যা সৃষ্টি হচ্ছে।

/আমজারীনগর বিশ্ববিদ্যালয় স্কুল ও কলেজ, সাভার। প্রশ্ন নং ৮/

- ক. "Civitas" শব্দের অর্থ কী? ১
- খ. রাজনৈতিক সমস্যা সমাধানে নৃ-বিজ্ঞান কেন প্রয়োজন? ২
- গ. উদ্দীপকে ঐ বিশেষ এলাকার সমস্যা সমাধানে মনসুর আলীকে কোন বিষয়ের জ্ঞান প্রয়োগ করতে হবে? নিরূপণ কর। ৩
- ঘ. উক্ত বিষয়ের সাথে সমাজকর্মের সম্পর্কের কারণে মনসুর আলীকে উক্ত বিষয় পাঠ করতে হয়েছে— কথাটি বিশ্লেষণ কর। ৪

### ৩২নং প্রশ্নের উত্তর

**ক.** "Civitas" শব্দের অর্থ নগররাজ্য।

**খ.** নৃ-বিজ্ঞান মানুষ সম্পর্কিত বিজ্ঞান হওয়ায় রাষ্ট্রের রাজনৈতিক সমস্যা সমাধানে নৃ-বিজ্ঞানের জ্ঞান প্রয়োজন হয়।

নৃ-বিজ্ঞান হলো মানুষ ও তার সংস্কৃতির বিজ্ঞান। এটি একদিকে যেমন মানুষের দৈহিক গঠন, বিকাশ, বিবর্তন ও পরিবর্তন এবং এ সংক্রান্ত বিভিন্ন বিষয় নিয়ে আলোচনা করে, তেমনি সমাজে বসবাসরত মানুষের জীবনযাত্রায় বিভিন্ন উপকরণ, সামাজিক আদর্শ ও মূল্যবোধ, সরকার, আইন, ধর্ম, আদর্শ রীতি-নীতি ইত্যাদি নিয়ে বিশদভাবে আলোচনা করে। এ বিষয়গুলো রাজনৈতিক ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। তাই রাজনৈতিক সমস্যা সমাধানে নৃ-বিজ্ঞানের জ্ঞান প্রয়োজন।

**গ.** সৃজনশীল ২৩ নং প্রশ্নের 'গ' প্রশ্নোত্তর দেখো।

**ঘ.** সৃজনশীল ২৩ নং প্রশ্নের 'ঘ' প্রশ্নোত্তর দেখো।



পঞ্চম অধ্যায়: সমাজকর্মের সাথে জ্ঞানের বিভিন্ন শাখা এবং পেশার সম্পর্ক

★★ সমাজকর্ম ও সমাজবিজ্ঞান

১. 'Sociology' শব্দটি কোন দুটি ভাষার শব্দ থেকে এসেছে? [জ্ঞান]

- ক) গ্রিক + হিব্রু      খ) হিব্রু + স্প্যানিশ  
গ) জার্মান + গ্রিক      ঘ) ল্যাটিন + গ্রিক

২. সামাজিক বিজ্ঞান কী নিয়ে আলোচনা করে? [জ্ঞান]

- ক) সামাজিক সম্পর্কের বিভিন্ন দিক  
খ) দারিদ্র্য বিমোচনের বিভিন্ন দিক  
গ) মানব সম্পদ উন্নয়নের ক্ষেত্র  
ঘ) মানব জীবনের বিভিন্ন দিক

৩. 'সামাজিক বিজ্ঞান হলো সামাজিক প্রতিষ্ঠানের বিজ্ঞান' উক্তিটি কার? [জ্ঞান]

- ক) ওয়াল্টার এ. ফ্রিডল্যান্ডার  
খ) এমিল ডুর্খাইম  
গ) টমাস মুর      ঘ) অগাস্ট কোং

৪. 'সমাজবিজ্ঞান মানুষের মানসিক সংযোগের বিজ্ঞান'— উক্তিটি কার? [জ্ঞান]

- ক) Franklin Giddings  
খ) Auguste Comte  
গ) E A Hoebel  
ঘ) M Jacoband BJ Stem

৫. 'সামাজিক বিজ্ঞানসমূহের মধ্যে বাস্তব আলাদা সত্তা নেই'— এটি কার উক্তি? [জ্ঞান]

- ক) ম্যাক্স ওয়েবার      খ) আরএম ম্যাকাইডার  
গ) হার্বার্ট স্পেনসার      ঘ) ফ্রিডল্যান্ডার

৬. বিভিন্ন সমাজবিজ্ঞানী প্রদত্ত সমাজবিজ্ঞানের সংজ্ঞার মধ্যে বৈচিত্র্য লক্ষ করা যায় কেন? [জ্ঞান]

- ক) দৃষ্টিভঙ্গিগত পার্থক্যের কারণে  
খ) গবেষণাগত পার্থক্যের কারণে  
গ) পরিবেশগত পার্থক্যের কারণে  
ঘ) সময়গত পার্থক্যের কারণে

৭. রিচার্ড টি শেফার কোন বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক ছিলেন? [জ্ঞান]

- ক) হার্ভার্ড বিশ্ববিদ্যালয়  
খ) ওয়াটারলু বিশ্ববিদ্যালয়  
গ) ওয়েস্টার্ন ইলিনয় বিশ্ববিদ্যালয়  
ঘ) টোকিও বিশ্ববিদ্যালয়

৮. শারমিন পরীক্ষার স্বাতন্ত্র্য সমাজবিজ্ঞানের সংজ্ঞা লিখতে গিয়ে সে সমাজবিজ্ঞানকে সামাজিক আচরণ এবং সমাজের সুশৃঙ্খল এবং বস্তুনিষ্ঠ অধ্যয়ন হিসেবে আখ্যায়িত করে। সে কোন মনীষী প্রদত্ত সংজ্ঞাটি লিখেছিল? [প্রয়োগ]

- ক) রিচার্ড টি শেফার      খ) ডেভিড পোপেনো  
গ) নেইল জে স্কেলসার      ঘ) এমিল ডুর্খাইম

৯. 'সমাজবিজ্ঞান এমন একটি বিজ্ঞান, যার উদ্দেশ্য

হলো সামাজিক কার্যাবলির মধ্যে একটি কার্যকর সম্পর্ক নির্ণয়ের ব্যাখ্যা দান করা।'— উক্তিটি কার? [জ্ঞান]

- ক) কিংসলে ডেভিসের      খ) ম্যাকাইডারের  
গ) ম্যাক্স ওয়েবারের      ঘ) বটোমোরের

১০. 'মানবিক সংগঠন সম্পর্কে তথ্য সংগ্রহ এবং এসবের ব্যাখ্যা করা সমাজবিজ্ঞানের প্রধান লক্ষ্য' হলো 'মানুষের জীবনযাত্রার উন্নতি বিধান' হলো সমাজবিজ্ঞানের চূড়ান্ত লক্ষ্য।— উক্তিটি কার? [জ্ঞান]

- ক) আর এম ম্যাকাইডারের  
খ) টি বি বটোমোরের  
গ) স্যামুয়েল কোয়েনিগের  
ঘ) কিম্বল ইয়ং এর

১১. সমাজকল্যাণের মূল প্রতিপাদ্য— [অনুধাবন]

- ক) সমাজস্থ মানুষের কল্যাণ  
খ) সমস্যাগ্রস্ত ব্যক্তির সমস্যা মোকাবেলা  
গ) সমস্যা সমাধান  
ঘ) সমস্যা চিহ্নিতকরণ

১২. সমাজবিজ্ঞানকে সংজ্ঞায়িত করতে গিয়ে কোন সমাজবিজ্ঞানী বলেছেন যে, 'সমাজবিজ্ঞান হলো সামাজিক ক্রিয়াকর্ম বা কার্যাবলির পাঠ্য— [অনুধাবন]

- ক) কোভালেভস্কি      খ) ম্যাক্স ওয়েবার  
গ) ডেভিড পোপেনো      ঘ) নেইল জে স্কেলসার

১৩. রিচার্ড টি শেফার সমাজবিজ্ঞানের সংজ্ঞায় যে বিষয়ের ওপর গুরুত্বারোপ করেছেন তা হলো— [অনুধাবন]

- i. মানবগোষ্ঠী      ii. সামাজিক ক্রিয়া  
iii. সামাজিক আচরণ  
নিচের কোনটি সঠিক?

- ক) i ও ii      খ) ii ও iii      গ) i ও iii      ঘ) i, ii ও iii

১৪. সমাজবিজ্ঞান ও সমাজকর্মের বিষয়গত পার্থক্য হলো— [অনুধাবন]

- i. মৌলিক সামাজিক বিজ্ঞান ও ব্যবহারিক সামাজিক বিজ্ঞান  
ii. বিষয়গত জ্ঞানের ভিত্তি নিজস্ব এবং জ্ঞানের ভিত্তি অন্যান্য বিষয়ের ওপর নির্ভরশীল  
iii. বিষয়বস্তু আলোচ্য বিষয় শুধুমাত্র সমাজকাঠামো এবং গবেষণা

নিচের কোনটি সঠিক?

- ক) i ও ii      খ) i ও iii      গ) ii ও iii      ঘ) i, ii ও iii

১৫. সামাজিক কার্যাবলির মাধ্যমে উপলব্ধি করা যায়— [অনুধাবন]

- i. মানুষের আচরণ      ii. সামাজিক সম্পর্ক  
iii. সামাজিক প্রক্রিয়া  
নিচের কোনটি সঠিক?

- ক) i ও ii      খ) ii ও iii      গ) i ও iii      ঘ) i, ii ও iii



নিচের উদ্দীপকটি পড়ো এবং ১৬ ও ১৭ নং প্রশ্নের উত্তর দাও:

সামাজিক বিজ্ঞানের একটি শাখা যা সমাজকাঠামো, সামাজিক সম্পর্ক, সামাজিক প্রতিষ্ঠান, সামাজিক কার্যাবলি প্রভৃতি বিশ্লেষণের মাধ্যমে সমাজ সম্পর্কে পূর্ণাঙ্গ ও বহুনিষ্ঠ জ্ঞান দান করে।

১৬. উদ্দীপকে সামাজিক বিজ্ঞানের কোন শাখাটির কথা বলা হয়েছে? [প্রয়োগ]

- ক) সমাজকর্ম      ব) সমাজবিজ্ঞান  
গ) মনোবিজ্ঞান      ঘ) নৃবিজ্ঞান

১৭. উক্ত বিষয়টির আলোচ্য বিষয়বস্তু হলো— [উচ্চতর দক্ষতা]

- i. মানুষের আচরণ      ii. সমাজকাঠামো  
iii. সামাজিক সম্পর্ক  
নিচের কোনটি সঠিক?

- ক) i ও ii      খ) i ও iii      গ) ii ও iii      ঘ) i, ii ও iii

★ ★ সমাজকর্ম ও নৃ-বিজ্ঞান

১৮. 'নৃবিজ্ঞানীরা একই বিষয়ের মধ্যে মানুষের জৈবিক ও সামাজিক বিজ্ঞানের সমন্বয় ঘটিয়েছে'— উক্তিটি কারদের? [জ্ঞান]

- ক) বিলস্ এবং হোজারের  
খ) জ্যাকব এবং স্টেমের  
গ) হ্যারিস এবং হোবেলের  
ঘ) ম্যালিনোস্কি এবং ডেগালনারের

১৯. 'নৃবিজ্ঞান আদিম এবং আধুনিক মানবজাতি এবং তাদের জীবন প্রণালির অধ্যয়ন'— উক্তিটি কার? [জ্ঞান]

- ক) বটোমোরের      খ) সরোকিনের  
গ) অগবার্নের      ঘ) মারভিন হ্যারিসের

২০. 'Anthropology' শব্দের উৎপত্তি কোন শব্দ থেকে? [জ্ঞান]

- ক) গ্রিক Enthros এবং Logs  
খ) গ্রিক Anthropos এবং Logia  
গ) ল্যাটিন Enthrops এবং Logia  
ঘ) ল্যাটিন Antrics এবং Logos

২১. গ্রিক শব্দ 'Anthropos' এর অর্থ কী? [জ্ঞান]

- ক) মন বা আত্মা      খ) মানুষ  
গ) পাঠ      ঘ) সমাজ

২২. ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের নৃবিজ্ঞান বিভাগের শিক্ষক আবেদ চৌধুরী। তাকে মানুষের প্রকৃতি ও চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য নিয়ে গবেষণা করতে গেলে কোন বিষয়ের ওপর দক্ষতা অর্জন করতে হবে? [প্রয়োগ]

- ক) সাংস্কৃতিক নৃবিজ্ঞান      খ) দৈহিক নৃবিজ্ঞান  
গ) ভাষাতত্ত্ব      ঘ) সমাজবিজ্ঞান

২৩. সামাজিক সমস্যা বিশ্লেষণে ও সমাধানে সমাজকর্মীদের নির্দেশনা দান করে কোনটি? [জ্ঞান]

- ক) দৈহিক নৃবিজ্ঞান      খ) সাংস্কৃতিক নৃবিজ্ঞান  
গ) ভাষাতত্ত্ব      ঘ) ফলিত নৃবিজ্ঞান

২৪. প্রাচীন ও আধুনিক সাংস্কৃতিক জগতের সাধারণ ও ব্যতিক্রমী বৈশিষ্ট্যের তুলনামূলক চিত্র তুলে ধরেন কোন বিজ্ঞানী? [জ্ঞান]

- ক) দৈহিক নৃবিজ্ঞানী      খ) ভাষাবিজ্ঞানী  
গ) সাংস্কৃতিক নৃবিজ্ঞানী      ঘ) সমাজবিজ্ঞানী

২৫. 'The Anthropologist is the Astronomer or the Social Science' — উক্তিটি কোন সংস্থার? [জ্ঞান]

- ক) UNESCO      খ) UNICEF  
গ) UNFPA      ঘ) UNHCR

২৬. বাংলাদেশে বিদ্যমান ক্ষুদ্র জাতিসত্তার মানুষের বৈশিষ্ট্য, প্রকৃতি নিয়ে গবেষণা করছেন রশিদ তালুকদার। তাকে কী বলা যায়? [প্রয়োগ]

- ক) নৃবিজ্ঞানী      খ) সমাজবিজ্ঞানী  
গ) রাষ্ট্রবিজ্ঞানী      ঘ) জনবিজ্ঞানী

২৭. "আদিম ও সভ্য মানুষের জীবনধারার তুলনামূলক আলোচনা, বিবাহ ও পরিবারের বিবর্তন বিষয় আলোচনা"—সামাজিক বিজ্ঞানের কোন শাখার বিষয়বস্তু? [জ্ঞান]

- ক) রাষ্ট্রবিজ্ঞান      খ) সামাজিক ইতিহাস  
গ) নৃবিজ্ঞান      ঘ) মনোবিজ্ঞান

২৮. সমাজকর্ম সমস্যা সমাধানে নৃতাত্ত্বিক পন্থাটি গ্রহণ করে কেন? [মটির ডেম কলেজ ঢাকা]

- ক) মানুষের আচরণ বিশ্লেষণের জন্য  
খ) মানুষের দৈনন্দিন কার্যকলাপ বিশ্লেষণে  
গ) শহরায়নজনিত সমস্যা সমাধানে  
ঘ) সমস্যা সমাধানে বহুনিষ্ঠ তথ্য সংগ্রহে

২৯. নৃবিজ্ঞান বিষয়টিকে অধ্যয়ন করতে হলে জানতে হবে— [অনুধাবন]

- i. মানুষের রাষ্ট্রীয় অবস্থান সম্পর্কে  
ii. মানুষের দৈহিক গঠন সম্পর্কে  
iii. মানুষের সংস্কৃতি সম্পর্কে  
নিচের কোনটি সঠিক?

- ক) i ও ii      খ) ii ও iii      গ) i ও iii      ঘ) i, ii ও iii

৩০. সামাজিক জীব হিসেবে নৃবিজ্ঞান আলোচনা করে— [উচ্চতর দক্ষতা]

- i. মানুষের ক্রমবিকাশ সম্পর্কে  
ii. মানব সংস্কৃতি সম্পর্কে  
iii. ভাষাগত উচ্চারণ সম্পর্কে  
নিচের কোনটি সঠিক?

- ক) i ও ii      খ) i ও iii      গ) ii ও iii      ঘ) i, ii ও iii



নিচের উদ্দীপকটি পড় এবং ৩১ ও ৩২ নং প্রশ্নের উত্তর দাও:  
আরিব যে বিষয় নিয়ে অনার্স করছে সে বিষয়টি বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিনির্ভর একটি সাহায্যকারী পেশা। এটি সমাজস্থ ব্যক্তি, দল ও সমষ্টির সম্পদ ও অন্তর্নিহিত শক্তিকে ব্যবহারের মাধ্যমে সাহায্যার্থীকে স্বাবলম্বী করে তোলার প্রচেষ্টা চালায়।

৩১. উদ্দীপকে আরিব কোন বিষয়ে অনার্স পড়ছে?  
[প্রয়োগ]

- (ক) সমাজবিজ্ঞান (খ) নৃবিজ্ঞান  
(গ) সমাজকর্ম (ঘ) রাষ্ট্রবিজ্ঞান

৩২. উক্ত বিষয় সম্পর্কে বলা যায়— [উচ্চতর দক্ষতা]

- i. সমস্যা সমাধানের বিজ্ঞানভিত্তিক প্রক্রিয়া  
ii. আলোচ্য বিষয় অর্থনৈতিক কার্যাবলি  
iii. সেবামূলক প্রক্রিয়া

নিচের কোনটি সঠিক?

- (ক) i ও ii (খ) ii ও iii (গ) i ও iii (ঘ) i, ii ও iii

★★ সমাজকর্ম ও মনোবিজ্ঞান, সমাজকর্ম এবং পৌরনীতি ও সুশাসন

৩৩. 'যে বিজ্ঞান মানসিক ও শারীরিক ক্রিয়ার পারস্পরিক সম্পর্ক, বিশেষ করে যা ব্যক্তিত্বকে প্রভাবিত করে, তার অনুধ্যান করে তাকে মনোবিজ্ঞান বলে।'— উক্তিটি কীসে উল্লেখ আছে? [জ্ঞান]

- (ক) এনসাইক্লোপিডিয়ায়  
(খ) সমাজবিজ্ঞান অভিধানে  
(গ) অক্সফোর্ড ডিকশনারিতে  
(ঘ) সমাজকর্ম অভিধানে

৩৪. 'Psychology' এর বাংলা প্রতিশব্দ কোনটি? [জ্ঞান]

- (ক) নৃবিজ্ঞান (খ) মনোবিজ্ঞান  
(গ) সমাজবিজ্ঞান (ঘ) রাষ্ট্রবিজ্ঞান

৩৫. মানুষের বাহ্যিক আচরণ বিশ্লেষণ করে মানবীয় আচরণের পেছনে যে অভ্যন্তরীণ চালিকাশক্তি রয়েছে তার অনুসন্ধান করে কোন বিজ্ঞান? [জ্ঞান]

- (ক) সমাজবিজ্ঞান (খ) মনোবিজ্ঞান  
(গ) নৃবিজ্ঞান (ঘ) রাষ্ট্রবিজ্ঞান

৩৬. 'মানুষের বাহ্যিক আচরণ ও সামাজিক সম্পর্ক বুঝতে হলে তার মানসিক বৃত্তি ও প্রকৃতি বিশ্লেষণ করা প্রয়োজন'— উক্তিটি কার? [জ্ঞান]

- (ক) ই এ হোবেলের (খ) ম্যাকাইভারের  
(গ) বটোমোরের (ঘ) জন স্টুয়ার্ট মিলের

৩৭. কোন বিষয়কে মানুষ ও প্রাণির মন ও আচরণের বিজ্ঞান বলা হয়? [জ্ঞান]

- (ক) নৃ-বিজ্ঞান (খ) মনোবিজ্ঞান  
(গ) সমাজবিজ্ঞান (ঘ) জীববিজ্ঞান

৩৮. জ্ঞানের কোন শাখা মানুষের বাহ্যিক আচরণের অভ্যন্তরীণ শক্তি অনুসন্ধান করে? [অগ্রণী স্কুল এক কলেজ, রাজশাহী]

- (ক) সমাজ বিজ্ঞান (খ) মনোবিজ্ঞান  
(গ) পৌরনীতি (ঘ) সমাজকর্ম

৩৯. [আচরণ] → [মানসিক প্রক্রিয়া] → [?]

উপরের (?) স্থানে কোনটি বসবে? [সরকারি কলেজ, কুলাঙ্গা, রাঙ্গা, কুলনা]

- (ক) মনোবিজ্ঞান (খ) সমাজবিজ্ঞান  
(গ) জীববিজ্ঞান (ঘ) সমাজকর্ম

৪০. আধুনিক সমাজকর্মের পদ্ধতিগত সমস্যা সমাধান প্রক্রিয়া মনোবিজ্ঞানের কোন শাখার ওপর বিশেষভাবে নির্ভরশীল? [অনুধাবন]

- (ক) চিকিৎসা মনোবিজ্ঞান  
(খ) শিশু মনোবিজ্ঞান  
(গ) শিল্প ও শিক্ষা মনোবিজ্ঞান  
(ঘ) সমাজ মনোবিজ্ঞান

৪১. 'The Cultural Background of Personality' গ্রন্থটির রচয়িতা কে? [জ্ঞান]

- (ক) ক্রাইডার (খ) জন সিরাচ  
(গ) জন এল ভোগেল (ঘ) আর লিনটন

৪২. মানুষ ও পরিবেশের মিথস্ক্রিয়ার প্রতি গুরুত্ব দেয় কোনটি? [জ্ঞান]

- (ক) সমাজকর্ম (খ) জীববিজ্ঞান  
(গ) মনোবিজ্ঞান (ঘ) রাষ্ট্রবিজ্ঞান

৪৩. কোন অর্থে-পৌরনীতি হলো নগর রাষ্ট্রে বসবাসরত নাগরিকদের আচরণ ও কার্যাবলি সংক্রান্ত বিজ্ঞান? [জ্ঞান]

- (ক) ব্যাপক অর্থে (খ) শব্দগত অর্থে  
(গ) সংকীর্ণ অর্থে (ঘ) উৎপত্তিগত অর্থে

৪৪. 'পৌরনীতি ও সুশাসনের শিক্ষাই সভ্যতার একমাত্র রক্ষাকবচ'-কে বলেছেন? [হামিদপুর আল-হেরা কলেজ, যশোর]

- (ক) বার্টান্ড রাসেল (খ) জর্জ বার্নার্ড শ  
(গ) এডাম স্মিথ (ঘ) মার্শাল

৪৫. সুশাসনের ধারণাটি কার্যকর ব্যবস্থাপনার দক্ষতা বিভিন্ন উপাদানের ওপর প্রয়োজনীয় আলোকপাত করে— উক্তিটি কোন সংস্থার? [জ্ঞান]

- (ক) বিশ্বব্যাংক (খ) এশীয় উন্নয়ন ব্যাংক  
(গ) ইসলামি উন্নয়ন ব্যাংক  
(ঘ) হিন্দুস্থান ব্যাংক

৪৬. 'পৌরনীতি হলো জ্ঞানভান্ডারের সে প্রয়োজনীয় শাখা— যা নাগরিকের অতীত, বর্তমান ও ভবিষ্যৎ এবং স্থানীয়, জাতীয় ও মানবতার সাথে জড়িত প্রতিটি বিষয় সম্পর্কে আলোচনা করে।'— উক্তিটি কার? [জ্ঞান]

- (ক) ই এম হোয়াইটের (খ) এফ আই গ্রাউডের  
(গ) আর এম ম্যাকাইভারের  
(ঘ) ই এ হোবেলের



৪৭. কে পৌরনীতিকে জ্ঞানের মূল্যবান শাখা বলেছেন? [জ্ঞান]  
 ক ই এম হোয়াইট খ জন লক  
 গ জন মিলস ঘ ফস্টার

৪৮. পৌরনীতি কোন দৃষ্টিকোণ থেকে মানুষের আচরণ ও কার্যাবলি নিয়ে আলোচনা করে? [অনুধাবন]  
 ক সামাজিক দৃষ্টিকোণ খ অর্থনৈতিক দৃষ্টিকোণ  
 গ ভৌগোলিক দৃষ্টিকোণ ঘ নাগরিকতার দৃষ্টিকোণ

৪৯. পৌরনীতিতে নাগরিক ও পৌরসভা সম্পর্কে আলোচনায় নাগরিকতার কোন দিক প্রকাশ পায়? [অনুধাবন]  
 ক স্থানীয় দিক খ সামাজিক দিক  
 গ জাতীয় দিক ঘ আন্তর্জাতিক দিক

৫০. পৌরনীতি কীভাবে সমাজের উন্নয়ন ঘটায়? [অনুধাবন]  
 ক নাগরিক শিক্ষা প্রদানের মাধ্যমে  
 খ বৈবাহিক সম্পর্ক প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে  
 গ অর্থনীতি সংশ্লিষ্ট বিষয় আলোচনার মাধ্যমে  
 ঘ রাজনীতি সম্পর্কিত বিষয় আলোচনার মাধ্যমে

৫১. যতীন মন্ডল সমাজের সার্বিক কল্যাণে বিশ্বাসী। এক্ষেত্রে নিচের কোন বিষয়টি তার জন্য উপযোগী নয়? [প্রয়োগ]  
 ক অর্থনৈতিক সম্পর্ক খ রাজনৈতিক সম্পর্ক  
 গ মানবিক সম্পর্ক ঘ সামাজিক সম্পর্ক

৫২. সমাজকর্মের মূল লক্ষ্য হলো— [অনুধাবন]  
 i. মানুষের সুপ্ত প্রতিভার বিকাশ  
 ii. সামাজিক ভূমিকা পালন ক্ষমতার উন্নয়ন  
 iii. পরিবর্তিত পরিবেশের সঙ্গে সামঞ্জস্য বিধানে সহায়তা করা  
 নিচের কোনটি সঠিক?

- ক i ও ii খ i ও iii গ ii ও iii ঘ i, ii ও iii

৫৩. সমাজকর্মী মানুষের সামাজিক সমস্যা নিয়ে কাজ করে। এক্ষেত্রে মনোবিজ্ঞানের জ্ঞান সহায়ক হতে পারে— [অনুধাবন]

- i. মানবিক গুণাবলি বোঝার ক্ষেত্রে  
 ii. মানব আচরণ বোঝার ক্ষেত্রে  
 iii. সামাজিক সম্পর্ক বোঝার ক্ষেত্রে  
 নিচের কোনটি সঠিক?

- ক i ও ii খ i ও iii গ ii ও iii ঘ i, ii ও iii

৫৪. একজন সমাজকর্মী অধ্যয়ন করেন— [অনুধাবন]  
 i. ব্যক্তি আচরণের সঙ্গে জৈবিক এবং সামাজিক উপাদান সম্পর্কে  
 ii. সমস্যাগ্রস্ত ব্যক্তির সামাজিক ভূমিকা সম্পর্কে  
 iii. সমস্যাগ্রস্ত ব্যক্তির সামাজিক সম্পর্ক নিয়ে  
 নিচের কোনটি সঠিক?

- ক i ও ii খ i ও iii গ ii ও iii ঘ i, ii ও iii  
 ৫৫. পৌরনীতি ও সুশাসন এবং সমাজকর্মের সাথে সাদৃশ্যপূর্ণ দিক হলো— [অনুধাবন]

- i. উভয়ই নাগরিকের কল্যাণ সাধন করে  
 ii. সমাজ ও রাষ্ট্রের বৃহত্তর কল্যাণ সাধন করে  
 iii. রাষ্ট্রের উন্নয়নে কর্মসূচি প্রণয়ন করে  
 নিচের কোনটি সঠিক?

- ক i ও ii খ i ও iii গ ii ও iii ঘ i, ii ও iii

৫৬. মি. জামানের রাজনীতির প্রতি ঝোঁক রয়েছে। তাই সে 'ক' ও 'খ' নিয়ে আলোচনা করে এমন বিষয়ে উচ্চতর ডিগ্রি অর্জন করতে চায়। এ 'ক' ও 'খ' বিষয়টি নিচের কোনগুলোকে নির্দেশ করছে? [নটর ডেম কলেজ ঢাকা]

- i. নাগরিক ii. নাগরিকতা  
 iii. বিবর্তন  
 নিচের কোনটি সঠিক?

- ক i ও ii খ ii ও iii গ i ও iii ঘ i, ii ও iii

- নিচের উদ্দীপকটি পড়ে এবং ৫৭ ও ৫৮ নং প্রশ্নের উত্তর দাও:  
 'X' বিষয়টি হলো এমন একটি সামাজিক বিজ্ঞান যা রাষ্ট্রের নাগরিকদের আচার-আচরণ, কার্যাবলি, আর্থসামাজিক ও রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠান এবং প্রশাসনিক দায়িত্ব কর্তব্য সম্পর্কে ধারাবাহিকভাবে পর্যালোচনা করে।

৫৭. 'X' বিষয়টি নিচের কোনটিকে নির্দেশ করেছে? [প্রয়োগ]  
 ক নৃবিজ্ঞান খ সমাজবিজ্ঞান  
 গ মনোবিজ্ঞান ঘ পৌরনীতি ও সুশাসন

৫৮. সমাজকর্মের সাথে উক্ত বিষয়ের সম্পর্কের ক্ষেত্রে বলা যায়— [উচ্চতর দক্ষতা]

- i. মানুষের উন্নয়নের লক্ষ্যে কাজ করে  
 ii. নাগরিকদের অধিকার নিশ্চিত করতে বন্দপরিকর  
 iii. সমস্যার যথাযথ বিশ্লেষণ করে  
 নিচের কোনটি সঠিক?

- ক i ও ii খ ii ও iii গ i ও iii ঘ i, ii ও iii

- ★★ সমাজকর্ম ও অর্থনীতি, সমাজকর্ম ও জনবিজ্ঞান

৫৯. কোন শব্দ থেকে অর্থনীতির ইংরেজি প্রতিশব্দ 'Economics' এসেছে? [জ্ঞান]

- ক ল্যাটিন Oilonomia থেকে  
 খ ল্যাটিন Oiconomia থেকে  
 গ গ্রিক শব্দ Oikonomia থেকে  
 ঘ ল্যাটিন শব্দ Oickonomia থেকে

৬০. কোনটি সীমিত সম্পদের বহুমুখী বিকল্প ব্যবহার দ্বারা মানুষের অসীম অভাব পূরণের উপায় নিয়ে আলোচনা করে? [জ্ঞান]

- ক পৌরনীতি খ অর্থনীতি  
 গ রাজনীতি ঘ সমাজনীতি



৬১. বিশিষ্ট অর্থনীতিবিদ মি. নয়ন বলেন, “অর্থনীতি হল সম্পদের বিজ্ঞান।” মি. নয়নের বক্তব্যের সাথে সাদৃশ্য রয়েছে— [জ্ঞান]

- ক) আলফ্রেড মার্শাল    খ) এল. রবিন্স  
গ) এ্যাডাম স্মিথ    ঘ) লর্ড কিনস

৬২. চর্বোর বটন, উৎপাদন ও ভোগ সংক্রান্ত বিজ্ঞান বলতে কোনটিকে বোঝায়? [অনকারি সরকারি কলেজ]

- ক) সমাজবিজ্ঞান    খ) রাষ্ট্রবিজ্ঞান  
গ) অর্থনীতি    ঘ) যুক্তিবিদ্যা

৬৩. অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষভাগে বলতে এডাম স্মিথ কোন শতাব্দী নির্দেশ করেছেন? [জ্ঞান]

- ক) ১৬০০-১৭০০ খ্রি:    খ) ১৭০০-১৮০০ খ্রি:  
গ) ১৮০০-১৯০০ খ্রি:    ঘ) ১৯০০-২০০০ খ্রি:

৬৪. ‘Economics of Industry’ গ্রন্থটি কত সালে প্রকাশিত হয়? [জ্ঞান]

- ক) ১৯৯২ সালে    খ) ১৯৯৩ সালে  
গ) ১৯৯৪ সালে    ঘ) ১৯৯৫ সালে

৬৫. ‘মানুষের অভাব এবং বিকল্প ব্যবহারযোগ্য সীমিত সম্পদের সম্পর্ক বিষয়ক মানব আচরণ সম্বন্ধে যে শাস্ত্র আলোচনা করে তাই অর্থশাস্ত্র।’— উক্তিটি কার? [জ্ঞান]

- ক) এল রবিন্সের    খ) এডাম স্মিথের  
গ) জন স্টুয়ার্ট মিলের    ঘ) আলফ্রেড মার্শালের

৬৬. সমাজের সার্বিক কল্যাণ নিশ্চিত করতে হলে অগ্রাধিকার দিতে হবে কোনটির ওপর? [উচ্চতর দক্ষতা]

- ক) সামাজিক উন্নয়নের  
খ) ভারসাম্যপূর্ণ আর্থ-সামাজিক উন্নয়নের  
গ) রাজনৈতিক উন্নয়নের  
ঘ) অর্থনৈতিক উন্নয়নের

৬৭. ‘The Study of Population’ গ্রন্থটি কার? [জ্ঞান]

- ক) PM Hauser and Duncan  
খ) EM White and Gloud  
গ) Mak and Gloud    ঘ) Aedrian and white

৬৮. জনবিজ্ঞান কী? [সকল বোর্ড ২০১৪]

- ক) শারীরিক ও মানসিক চিকিৎসা সম্পর্কিত বিজ্ঞান  
খ) আচরণ ও বৃদ্ধি-বিকাশ সম্পর্কিত বিজ্ঞান  
গ) জন্মশীলতা, মরণশীলতা ও স্থানান্তর সম্পর্কিত বিজ্ঞান  
ঘ) মানব উৎস, বিবর্তন ও ইতিহাস সম্পর্কিত বিজ্ঞান

৬৯. কোনো দেশের সামগ্রিক উন্নয়নের অপরিহার্য দিক হলো— [অনুধাবন]

- i. অর্থনৈতিক উন্নয়ন    ii. সামাজিক উন্নয়ন  
iii. রাজনৈতিক উন্নয়ন  
নিচের কোনটি সঠিক?  
ক) i ও ii    খ) ii ও iii    গ) i ও iii    ঘ) i, ii ও iii

৭০. সমাজকর্ম ও অর্থনীতির সম্পর্ক অত্যন্ত গভীর। এ দুটি বিষয়ের সম্পর্কের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হলো— [হামিদপুর আল-হেরা কলেজ, যশোর]

- i. উভয়েই সীমিত সম্পদের মাধ্যমে সর্বোত্তম মানবকল্যাণ সাধনের চেষ্টা করে  
ii. সমাজকর্মীরা সীমিত সম্পদের বিকল্প ব্যবহার সম্পর্কিত জ্ঞান অর্থনীতি পাঠ করে জানতে পারে  
iii. উভয়েই জনগণের জীবনমানের উন্নয়নে কাজ করে  
নিচের কোনটি সঠিক?

- ক) i ও ii    খ) ii ও iii    গ) i ও iii    ঘ) i, ii ও iii

৭১. সমাজকর্ম ও জনবিজ্ঞানের মধ্যে সম্পর্ক হচ্ছে— [উচ্চতর দক্ষতা]

- i. উভয়েই সামাজিক বিজ্ঞানের অন্তর্ভুক্ত  
ii. উভয়েই ব্যবহারিক বিজ্ঞান হিসেবে পরিচিত  
iii. উভয়েই পরিসংখ্যানিক পদ্ধতি ব্যবহার করে  
নিচের কোনটি সঠিক?

- ক) i ও ii    খ) i ও iii    গ) ii ও iii    ঘ) i, ii ও iii

★★ সমাজকর্ম ও চিকিৎসা পেশার সম্পর্ক, সমাজকর্ম ও আইন পেশার মধ্যে সম্পর্ক

৭২. পেশার আধুনিকায়ন ও মানোন্নয়নের সাথে বিশেষভাবে জড়িত কারা? [জ্ঞান]

- ক) ডাক্তাররা    খ) সমাজকর্মীরা  
গ) রাজনীতিকরা    ঘ) বৈজ্ঞানিকরা

৭৩. আরাকাত মানুষের দৈহিক কাঠামো ও জৈবিক প্রক্রিয়া সচল রাখার জন্য প্রয়োজনীয় জ্ঞান অর্জন করেছে সিমন হালদার। সে নিজেকে কোন পেশায় প্রতিষ্ঠিত করতে পারবে? [প্রয়োগ]

- ক) সাংবাদিকতা    খ) চিকিৎসা  
গ) আইন    ঘ) সমাজকর্ম

৭৪. অ্যামনেস্টি ইন্টারন্যাশনাল সংস্থাটির কার্যক্রম বাস্তবায়নে নিচের কোন পেশা কার্যকর ভূমিকা পালনে সক্ষম? [উচ্চতর দক্ষতা]

- ক) সমাজকর্ম    খ) আইন  
গ) চিকিৎসা    ঘ) সাংবাদিকতা

৭৫. সমাজের অবস্থিত ও অপ্রত্যাশিত অবস্থা দূর করা যায় কীভাবে? [ন্যাপদান আইন্ডিয়াল কলেজ, ঢাকা]

- ক) সমাজকর্মের মাধ্যমে  
খ) মনোচিকিৎসকের মাধ্যমে  
গ) সাংবাদিকের সাহায্যে  
ঘ) আইন প্রণয়নের মাধ্যমে

৭৬. সমাজকর্ম ও চিকিৎসা পেশার সম্পর্ক হচ্ছে— [অনুধাবন]

- i. উভয় পেশা মানবকল্যাণমূলক  
ii. উভয় পেশা বিজ্ঞানসম্মত পদ্ধতি অনুসরণ করে  
iii. উভয় পেশা মানুষকে রক্ষণশীল করে তোলে  
নিচের কোনটি সঠিক?  
ক) i ও ii    খ) i ও iii    গ) ii ও iii    ঘ) i, ii ও iii



৭৭. আইন ও সমাজকর্মের মধ্যে সম্পর্ক হচ্ছে—

[উচ্চতর দক্ষতা]

- উভয়ই সেবা প্রদানকারী পেশা
- উভয়ই মানুষ ও সমাজের মঙ্গল কামনা করে
- উভয়ই মানুষকে সাম্প্রদায়িক করে তোলে

নিচের কোনটি সঠিক?

- ক) i ও ii খ) i ও iii গ) ii ও iii ঘ) i, ii ও iii ক

৭৮. মানবাধিকার লঙ্ঘনের প্রতিকারের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট পেশা হলো— [অনুধাবন]

- সাংবাদিকতা
- চিকিৎসা
- আইন

নিচের কোনটি সঠিক?

- ক) iii খ) ii গ) i ও iii ঘ) i

নিচের উদ্দীপকটি পড়ো এবং ৭৯ ও ৮০ নং প্রশ্নের উত্তর দাও:  
প্রমা ভক্তারি পড়ছে। তার ইচ্ছা সমাজের অভাবগ্রস্ত ও নিঃস্বার্থদের বিনা টাকায় চিকিৎসা সেবা প্রদান করবে। প্রমার বান্ধবী একথা শুনে বলে তোর সাথে আমার অনেক মিল। আমিও চাই সমাজের বঞ্চিত শ্রেণির কল্যাণ করতে।

৭৯. প্রমার বান্ধবীর মনোভাবে কোন বিষয়টির প্রতিফলন ঘটেছে? [প্রয়োগ]

- সমাজবিজ্ঞান
- সমাজকর্ম
- পৌরনীতি ও সুশাসন
- মনোবিজ্ঞান

৮০. প্রমার এবং তার বান্ধবীর চিন্তাধারা এক হওয়ার কারণ— [উচ্চতর দক্ষতা]

- উভয়ই মানবসেবার দ্বারা অনুপ্রাণিত
- উভয়ের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য এক
- উভয়ের কাজের পদ্ধতি এক

নিচের কোনটি সঠিক?

- ক) i ও ii খ) i ও iii গ) ii ও iii ঘ) i, ii ও iii ক

★★ সমাজকর্ম ও সাংবাদিকতা পেশার সম্পর্ক, সমাজকর্ম জ্ঞানের বিভিন্ন শাখা ও পেশার সমন্বিত প্রয়োগ

৮১. আধুনিক সমাজকর্ম কীসের ওপর নির্ভর করে? [জ্ঞান]

- ধর্মীয় প্রচার
- বৈজ্ঞানিক পদ্ধতির
- মূল্যবোধের
- নৈতিকতার

৮২. কোন পেশা মূল্যবোধনির্ভর মুক্ত চিন্তার পেশা হিসেবে সমাজের সার্বিক চিত্র তুলে ধরতে ভূমিকা পালন করে? [জ্ঞান]

- সমাজকর্ম পেশা
- আইন পেশা
- সাংবাদিকতা পেশা
- চিকিৎসা পেশা

৮৩. সমাজবিজ্ঞান সমাজকে কীভাবে জানতে চায়? [অনুধাবন]

- আংশিক রূপে
- পূর্ণাঙ্গ রূপে
- সংকীর্ণ রূপে
- সীমাবদ্ধ রূপে

৮৪. সমাজকর্ম কীভাবে মানুষকে স্বাবলম্বী করতে চায়? [অনুধাবন]

- অর্থনৈতিক সাহায্যাদানের মাধ্যমে
- উৎসাহ প্রদানের মাধ্যমে
- সুপ্ত প্রতিভার বিকাশ সাধনের মাধ্যমে
- প্রশিক্ষণ প্রদানের মাধ্যমে

৮৫. সমাজকর্মের কর্মপরিধির গুরুত্বপূর্ণ দিক হচ্ছে—

[অনুধাবন]

- সামাজিক সচেতনতাবোধ
- ব্যক্তির দায়িত্ব ও কর্তব্যবোধ
- ব্যক্তির আত্মস্বার্থ বোধ

নিচের কোনটি সঠিক?

- ক) i ও ii খ) i ও iii গ) ii ও iii ঘ) i, ii ও iii ক

৮৬. পেশাগত সমাজকর্মীরা গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে— [অনুধাবন]

- সমাজের উন্নয়নমূলক নীতি গ্রহণে
- পরিকল্পনা ও কর্মসূচি প্রণয়নে
- সিদ্ধান্ত বাস্তবায়নে

নিচের কোনটি সঠিক?

- ক) i ও ii খ) i ও iii গ) ii ও iii ঘ) i, ii ও iii ঘ

৮৭. পৌরনীতি ও সুশাসন মানুষের মধ্যে— [অনুধাবন]

- ভাতৃত্ববোধের উন্মেষ ঘটায়
- সহমর্মিতাবোধের উন্মেষ ঘটায়
- স্বাবলম্বন মানসিকতা সৃষ্টি করে

নিচের কোনটি সঠিক?

- ক) i ও ii খ) i ও iii গ) ii ও iii ঘ) i, ii ও iii ক

নিচের উদ্দীপকটি পর এবং ৮৮ ও ৮৯ নং প্রশ্নের উত্তর দাও :

শিল্পী টজির কিশোর উন্নয়ন সংস্থায় কাজ করে। জুয়েল নামক একটি ছেলের কেস হিন্দি পর্যালোচনা করে তিনি জুয়েলের হোম ভিজিট করার সিদ্ধান্ত নেয়। হোম ভিজিট করতে গিয়ে শিল্পী মহল্লার বিভিন্ন লোকের কাছে জুয়েলের নেতিবাচক আচরণ ও হোম ভিজিটের কারণ বলতে থাকে। এতে জুয়েল ফিষ্ট হয়ে ওঠে। [সকল কোর্স-২০১০]

৮৮. সমাজকর্মী হিসেবে শিল্পী কোন নীতি রক্ষায় ব্যর্থ হয়েছেন?

- গ্রহণনীতি
- গোপনীয়তার নীতি
- ব্যক্তি স্বাতন্ত্র্যকরণ নীতি
- সামাজিক দায়িত্ববোধের নীতি

৮৯. সমাজকর্মী শিল্পীর নীতি রক্ষার ব্যর্থতা জুয়েলের আচরণে যে প্রভাব ফেলতে পারে—

- নিজেকে গুটিয়ে রাখবে
- নিজেকে উচ্ছৃঙ্খল করে তুলবে
- সমাজকর্মীকে সহায়তা করবে

নিচের কোনটি সঠিক?

- ক) i খ) i ও ii গ) ii ও iii ঘ) i, ii ও iii ঘ